গ্রন্থাগার

ত্রৈমাসিক পত্র

"দেশ নিজের সত্তা প্রমাণেরই খাতিরে অহরহ তাকিয়ে আছে তাদেরই জন্যে যারা কোনো সাধনায় সার্থক। তারা না থাকলেও গাছপালা জীবজন্তু জন্মায়, বৃষ্টি পড়ে, নদী চলে কিন্তু দেশ আচ্ছন্ন থাকে, মরু বালু-তলে ভূমির মতো।

রবীন্দ্রনাথ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

১৩৬১ সাল

সম্মেলন সংখ্যা

সম্পাদক

প্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
১। আমাদের কথা		১-৫
২। অষ্টম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের কার্য্য-বিবরণী		
(ক) উদ্যোগ আয়োজন		৫
(খ) কর্ম্মসূচী		৬
(গ) উদ্বোধন		৮
(ঘ) গৃহীত প্রস্তাবাবলী		২২
(ঙ) অভিনন্দন		২৪
(চ) প্রদর্শনী		২৮
(ছ) স্থানীয় ব্যবস্থাপকগণ		২৯
৩। পরিষদ সংবাদ	...	৩২-৩৪
৪। গ্রন্থ সমালোচনা	...	৩৫-৩৬
৫। বিজ্ঞপ্তি	...	৩৭-৩৮
৬। সম্মেলনে প্রদত্ত অভিভাষণ ও পঠিত প্রবন্ধাবলী		
(ক) সভাপতি শ্রীঅনাথনাথ বসুর অভিভাষণ সমাজ, গ্রন্থাগার ও লোকশিক্ষা	...	১
(খ) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ	...	৯
(গ) পশ্চিম-বঙ্গে গ্রন্থাগার সংগঠন ও সংযোগ ব্যবস্থা— শ্রীযতীভূষণ রায় ও শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৩
(ঘ) মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তাহার পুস্তক নির্ব্বাচন—শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়		২১
(ঙ) শিশু সাহিত্য ও পত্রিকা শাখার অভিভাষণ— শ্রীরণজিৎ সেন		৩৪

Rupa & Co.

Represent the following British Publishers in India :

1. Messrs. Allan Wingate (Publishers) Ltd,
   12, Beauchamp Place, London. S. W. 3.
2. Messrs. Andre Deutsch Ltd.,
   12, Thayer Street, Manchester Square, London, W. 1.
3. Messrs. Andrew Dakers Ltd.,
   Spring House, Spring Place, London, N. W. 5.
4. The Aquarian Publishing Co. (London) Ltd.,
   30, Dennison House, 296, Vauxhall Bridge Road, London, S.W. 1.
5. Messrs. Batchworth Press Ltd.,
   54, Bloomsbury Street, London, W. C. 1.
6. Messrs. Bowes & Bowes (Publishers) Ltd.,
   3, Henrietta Street, London, W. C. 2.
7. Messrs. Burke Publishing Co., Ltd.,
   55, Britton Street, Clerkenwell Road, London, E. C. 1.
8. Messrs. Colin Venton Ltd.,
   The Uffington Press, High Street, Melksham, Wilt., England.
9. Messrs. Dennis Dobson Ltd.,
   12, Park Place, St. James's, London, S. W. 1.
10. Messrs. Derek Verschoyle Ltd ,
    12-14, Carlisle Street, Soho Square, London, W. 1.
11. Elliot's Right Way Books.
    Glade House, The Glade Kingswood, Surrey, England.
12. Messrs. George Ronald,.
    Wheatley, Oxford, England.
13. Messrs. Imago Publishing Co., Ltd.,
    10, Nottingham Place, London, W. 1.
14. Messrs. James Barrie Publishers Ltd.,
    3 & 4, Clement's Inn, Strand, London, W. C. 2.
15. Messrs. Link House Publications Ltd,.
    Link House, 24, Store Street, London, W. C. 1.
16. Messrs. Milestone Publications Ltd.
    98, Great Russell Street, London, W. C. 1.
17. The Omega Press.,
    Chisledon House, Blanford Road, Reigate, Surrey, England.
18. Messrs. Peter Garnett Ltd .
    47, Welbeck Street, London, W. 1.
19. Messrs. Peter Nevill Ltd.,
    50, Old Brompton Road, London, S. W. 7.
20. Messrs. Peter Owen Ltd.,
    50, Old Brompton Road, London, S. W. 7.
21. Messrs. Phaidon Press Ltd.,
    5, Cromwell Place, London, S. W. 7.
22. Messrs. Polytint Ltd.,
    26, St. John Street, London, E. C. 1.
23. Messrs. Sylvan Press Ltd.,
    24, Museum Street, London, W. C. 1.
24. Messrs. Thorsons Publishers Ltd.
    91, St. Martin's Lane, London, W. C. 2.
25. Messrs. Torchstream Books (Charles Skilton Ltd.),
    50, Alexandra Road, London, S. W. 19.
26. Messrs. Vision Press Ltd.,
    Callard House, 74A, Regent Street, London, W. 1.
27. Messrs. W. H. Allen & Co. Ltd.,
    43, Essex Street, Strand, London, W. C. 2.

P29479

15, BANKIM CHATTERJEE STREET, CALCUTTA-12.
Branch : 107, SOUTH MALAKA, ALLAHABAD-1.

BOOKS ON MARXISM

LEON TROTSKY

Permanent Revolution Rs. 5/8/-
Revolution Betrayed ,, 6/-
October Revolution ,, 2/-
First Five years of Communist International Rs. 8/6/
(Vol-II) just out.

BUCHARIN & PREOBRASCENSKY
A B C of Communism ,, 4/4/-

PROGRESSIVE LITERATURE CO.

54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভাণ্ডার

১। **বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে নারী** ৫৲ ২। **শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ও দর্শন** ৬৲
৩ **রবীন্দ্রনাথ** (কবি ও কাব্য) দুই খণ্ডে সমাপ্ত (প্রতি খণ্ড) ৭৲
৪। **যুগমানব লোকনাথ**—নরেশ রায় ৩৲
যাবদীয় লোকনাথ ব্রহ্মচারীর অলৌকিক জীবন কাহিনী

উপন্যাস :—

৫। **বৈজয়ন্তী**—নরেশ রায় ২৸০ ৬। **আমরা আবার বাঁচব**—নগেন দত্ত ২॥০
৭। **পূর্ব্ব ও পশ্চিম**—চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত ৩৲

এন, জি, ব্যানার্জী

৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

॥ সদ্য প্রকাশিত হ'ল ॥

চা-কর

চা-বাগানের কাহিনী

"দেশ" পত্রিকার সাগরময় বলছেন, "সৌভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমান পুস্তকের লেখক তাঁর রচনা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য কিনা দু'পাতা উল্টে দেখবার অনুরোধ জানালেন। দু'পাতা উল্টে দেখতে গিয়ে শেষ পাতা পর্য্যন্ত পড়ে ফেললাম। পড়া শেষ করে এক বিচিত্র জগতের ওতোধিক বিচিত্র নরনারীর পরিচয় পেয়ে যতখানি না বিস্মিত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি তার অনেক বেশী।" অভিনব অঙ্গসজ্জা দাম ২৲

॥ অন্যান্য বই ॥

বিমলমিত্রের **রাণী সাহেবা** ২॥০, রমাপদ চৌধুরীর **দরবারী** ২॥০, **অন্বেষণ** ৩॥০, চিত্তরঞ্জন ঘোষের **মহুবৎ** ২॥০, অরবিন্দ ডহর (কাব্য গ্রন্থ) **দক্ষিণনায়ক** ২৲, মানিক বন্দ্যোর **তেইশ বছর আগেপরে** ৩॥০, রবেট ভানগারের **অন্ধকার দিন** ৪॥০, ষ্টিফান লাইগের **গোধূলির গান** ২৲, রাজ বন্দ্যোর **মধুমতী** ২॥০, অন্নপূর্ণা গোস্বামীর **রেললাইনের ধারে** ২॥০। গঙ্গার **অচরিতার্থ ভালবাসা** ২৲।

ক্যালকাটা পাবলিশার্স ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

— গ্রন্থ নির্বাচনে আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন —

অশোক গুহ অনূদিত

মা — ৫৲

ম্যাকসিম গোর্কীর

(বিশ্বের প্রথম থেকে ইংরাজীতে 'মা'র অনুবাদ হয়েছে ৫টি সরল অনুবাদের সব ক'খানির পাঠ একত্রে মিলিয়ে বাংলা ভাষায় সর্ব প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া হ'লো।)

ইলিয়া এরেনবুর্গের

ঝড়

স্তালিন পুরস্কার প্রাপ্ত

১ম খণ্ড ২য় খণ্ড ৩য় খণ্ড — প্রতি খণ্ড ৩৲

অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন ভৌমিক অনূদিত

তিন পুরুষ

ম্যাকসিম গোর্কির

১ম খণ্ড ২য় খণ্ড — প্রতি খণ্ড ৫৲

আবুল বাশার শামসুদ্দীন অনূদিত

ইতান তুর্গেনিভের —

অনাবাদি জমি ৪৲ (পূর্ণাঙ্গ)

অর্থার ক্লেগের

নয়া চীন নয়া দুনিয়া ৸০

(নয়া চীনের একখানি দলিল)

Peasant Revolution
in Bengal 1-4-0
by Jogesh Ch. Bagal
Foreword by Dr. Jadunath Sarcar

শ্রীজগদীশ গুপ্তের উপন্যাস

জয়া ৩৲

... সমাধানের ঈপ্সিত ইঙ্গিত ...

Realistic in approach অভিনব ভাষা করবে ... হতাশা চিত্ত চমৎকার ঘটনার অপূর্বপূর্ব সমাবেশ মধুর গুলি পরিচয়, অনুভূতিময় ভাষার ও লেখন —

প্রিয় ও পর-কাহা (২য় সং) ২৲

তরঙ্গ (সচিত্র প্রেম কাহা) ২৲

মুসাফিরের —

লীলা-লিপি ২৲

(সত্য উপন্যাস, রেশম বাঁধাই)

প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত

শ্রীবিভূতি ভূষণ গুপ্তের উপন্যাস

প্রবাহ ৩৲

গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী প্রণীত

প্রভুপাদ শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১।

(বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন)

ভারতী লাইব্রেরী, ১৪৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ-৬

হীরেন মুখার্জীর —

যুগান্তকারী উপন্যাস —

মুমূর্ষু পৃথিবী ৩॥০

গৌতম সেনের —

মনোমুগ্ধকর উপন্যাস —

প্রিয়া ও জননী — ২॥০

রামচন্দ্রের 'নরক দর্শন' —

(গল্প) — ২।০

কমল বন্দ্যোপাধ্যায় —

অনূদিত

গোগোলের বিখ্যাত বই —

ক্লোক — ২৲০

জগদানন্দ বাজপেয়ীর —

চলার পথে — ৩৲

সান্ধ্যশশী মুখার্জী

ও

বিমলাকান্ত মুখার্জী

সম্পাদিত সরলা — ২৲০

মা ও ছেলের

লেখক সুমথনাথ

ঘোষের —

মর্মন্তুদ উপন্যাস

দিগন্তের ডাক ২॥০,

মহানদী — ৪৲

অমল রায়

চৌধুরীর

বেয়াই নশায়

(নাটক) — ২॥০

কথা শিল্পী

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের —

অনুপম উপন্যাস —

প্রভাত সূর্য্য — ২৸০

প্রধান লেখক —

সরস গল্পগ্রন্থ

কমিউনিষ্ট প্রিয়া — ২৸০

সতোন্দ্রনাথ গুপ্তর —

মনোমুগ্ধকর উপন্যাস —

পাকুল ও এলা — ২॥০

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য —

সম্পাদিত

ঋষি টলষ্টয়ের

কথাকস্ — ৩৲

জিতেশ চন্দ্র লাহিড়ীর

নমামী — ২॥০

নূতন উপন্যাস —

মেঘডাকে — ২৸০

বিমলা রঞ্জন পাবলিসার্স ৮।১বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা — ১২।

—: প্রত্যেক লাইব্রেরীতে রাখবার মত বই :—

উপন্যাস

পণ্যা—কুমারেশ ঘোষ —৩৲

মেঘমালা— রেণুকা দেবী—২॥০

উত্তর ভাগুনী-রাধারমণ প্রামাণিক ২৲

অনুবাদ

দি ডেথ অব আইভান ইলিচ সচিত্র

লিও টলষ্টয়—মনোজ ভট্টাচার্য্য—২॥০

বেনহুর (সচিত্র)—লুই-ওয়ালেস—

অনুবাদক—কুমারেশ ঘোষ—১॥০

জীবনালোচনা

চার্লি চ্যাপলিন (সচিত্র)—মৃণাল সেন ২॥০

কবিতা

সূর্য্যমুখী—রাধারমণ প্রামাণিক ১॥০

সম্ভবা—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২।০

ঘুমভাঙার গান (২য়)—

সলিল চৌধুরী ১॥০

গ্রন্থজগৎ—৭জে, পণ্ডিতিয়া রোড। প্রাপ্তিস্থান—সিগানেট্ বুকশপ্।

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনের

ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্য

বাংলার সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির দিগ্দর্শন মূল্য ৩৲ টাকা

ইভান তুর্গেনিভের (Fathers and Children-এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ)

জনক ও জাতক

দাম চার টাকা

অনুবাদ—অশোক গুহ

প্রফুল্ল-কুমুদ লাইব্রেরী, ৫নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

শিশুসাহিত্যের সেরা সচিত্র বই

রাশিয়ার রূপ কথা

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোঃ মূল্য ২॥০

কালা কালোদির 'পিনো-সিও'এর

অনুবাদ

এক যে ছিল পুতুল

অনুবাদক—অশোক গুহ মূল্য ২৲

দিল্লীকা লাড্ডু

সুনির্ম্মল বসু মূল্য ১॥০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

চালিয়াৎ চন্দর

মূল্য ১॥০

সবার সেরা দেশে

অশোক গুহ

মূল্য ২৲

সাদা ঘোড়া

অশোক গুহ

মূল্য ২৲

চীনা লণ্ঠন

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

মূল্য ১॥০

রাহুর প্রেম

অশোক গুহ

মূল্য ৪॥০

রূপায়ণী—১৩ই কলেজ স্কোয়ার কলিঃ ১২

158.3
০০৪।১৫
৫২
সম্মেলন সংখ্যা
১৩৬১

গ্রন্থাগার

আমাদের কথা

গত এপ্রিল মাসে গুড্‌ফ্রাইডের ছুটীতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে, মালদহের বি, আর, সেন পাব্‌লিক লাইব্রেরীর আতিথ্যে, বার্লো গার্লস্ স্কুল প্রাঙ্গনে স্কুলের ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রীদের এবং মালদহের অন্য অধিবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতায় অষ্টম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গেই উদ্‌যাপিত হয়েছে। সমস্ত মালদহের অধিবাসী বিশেষ করে তার অল্পবয়স্কদের দল যে উৎসব পালনের উৎসাহ নিয়ে সম্মেলনটীকে কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞদের আলোচনা সভার নীরস পরিবেশ থেকে মুক্তি দিয়ে জনসাধারণের স্নেহের মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে অভিনন্দিত করেছেন তা' সকলের মনকেই গভীরভাবে স্পর্শ করেছে একথা বোধ হয় বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। অনেকে বলেছেন ভারতবাসীদের অতিথি পরায়ণতার যে ঐতিহাসিক খ্যাতি আছে এ তারই বিকাশ মাত্র ; এ মনকে আবেগ-ময় করে তোলে বটে কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে বিচার করতে যাওয়ার মত এতে কিছুই নেই ; কিন্তু আমাদের মন এ উক্তিকে পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করে নেয়নি—কেন তা পরে বলছি।

প্রতিবারের মত এবারেও গ্রন্থাগার সম্মেলনের কথা ওঠে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কোনও আন্দোলনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করবার জন্য, তার প্রভাবকে ব্যাপক হতে ব্যাপকতর করবার জন্য, আন্দোলনের বাহকদের চিন্তাধারাকে বৈষম্য দোষ হ'তে মুক্ত ক'রে আন্দোলনের গতিকে বেগময় ও স্থিরভাবে, লক্ষ্যাভিমুখী করবার জন্য এই ধরণের সম্মেলনের প্রয়োজনকে বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নিতেই হয়। বিশেষ করে কার্য্যক্ষেত্র যতই প্রসারিত হ'তে থাকে সহজে অনেকে সম্মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা ততই দূরে সরে যেতে থাকে। কাজেই নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে আবশ্যিকভাবে সম্মেলন সভায় একত্রিত হওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠানের, প্রভাব প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন অনুষ্ঠান-গুলির গুরুত্ব বাড়তে থাকে, তেমনই বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ধরণের সমস্যা; সম্মেলনে প্রতিফলিত হয়ে তার বৈঠকগুলিকে অযথা বিনোদনের আবহাওয়া থেকে মুক্ত ক'রে প্রতিষ্ঠানকে যেন তার কৌতূহলময় কৈশোর থেকে চিন্তাশীল যৌবনে পৌঁছে দেয়।

বলা বাহুল্য, এ ইতিহাস শুধু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আর তার গ্রন্থাগার সম্মেলনের ইতিহাস নয়। আশা আকাঙ্ক্ষায় দীপ্তিময় জীবন্ত মানুষকে কেন্দ্র করে তার বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে, নিভুলভাবে যুক্তিকে আশ্রয় করে থাকার শপথ নিয়ে যে, কোনও প্রতিষ্ঠানই গড়ে তোলা যাক না কেন তা' একই ভাবে বিবর্তিত হয়ে আপনার সামাজিক অস্তিত্বকে সার্থক করে তুলবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিচার করলে আমরা এই ধারণারই সমর্থন পাই, আর কিছু নয়। অবশ্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আর তার কর্মধারা এখনও বহুলাংশে নীহারিকাপুঞ্জের মত শুধু তার জ্যোতির্ময় অস্তিত্ব নিয়েই অবস্থান করছে। তার বাষ্পময় সত্তাকে সংহত কাঠিন্যে রূপান্তরিত ক'রে, তার গতিপথকে একান্তভাবেই স্থিরীকৃত করে তোলা এখনও বহুজনের বহুদিনের সাধনার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু তবুও তার কর্মক্ষেত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই তার কার্য ধারার, তার চিন্তাধারার যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে তা' বোধ হয় সকলেরই দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এই গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই অধিক হতে অধিকতর হয়ে চলেছে আর তার অধিবেশন নানা ধরণের সমস্যার আলোচনায় মুখর হতে মুখরতর হয়ে উঠ্‌ছে।

সম্ভব হলে সমস্ত সমাজকেই নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে আনা যে আন্দোলনের লক্ষ্য তা' নিজের প্রসারিত প্রভাবের আকৃতিগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও এগিয়ে চলে। আন্দোলনের প্রথম যুগে তার অগ্রগামীর দল নিজেদের দৃষ্টির সম্ভবমত স্বচ্ছতা দিয়ে আন্দোলনের গতিপথকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সূত্রপাতের যুগে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ পূর্ণ বিকশিত হয় না। ফলে অগ্রগামীদের অধিবেশন পরিপূর্ণভাবে সহজ-সুস্থ-জীবন ধারণের আলোচনার ক্ষেত্র না হয়ে কিছুটা শিল্পকুশলীদের ভারাক্রান্ত বৈঠকে পরিণত হয়। আন্দোলনের অগ্রগমনের ফলে যখন সমাজ-জীবনের সঙ্গে তার যথার্থ যোগাযোগ পূর্ণ হতে পূর্ণতর হয়ে উঠতে থাকে তখনই সাধারণ মানুষের স্বপ্ন-সাধনার কথা আন্দোলনের বিভিন্ন অধিবেশনে স্পষ্টস্বরে ধ্বনিত হয়ে উঠতে থাকে। তখনই জনসাধারণের শুভেচ্ছার মধ্য দিয়ে তার গতিপথ অধিকতর সহজ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই অল্প কয়েক জন অভিজ্ঞের ঘরোয়া বৈঠকে যার সুরু হয়, তার পরিণতি আসে বহুজনের অকুণ্ঠ সহযোগিতার সাফল্যের মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন সম্মেলন শুধু এই আন্দোলনের পদক্ষেপের মত তার প্রতিষ্ঠানে ভারসাম্য এনে দেয়, তার গতিতে স্বাচ্ছন্দ্য আনে।

সম্মেলনের এই গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়ে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে, সভ্যবৃন্দের কাছ থেকে তাঁদের মতামত গ্রহণ করেই

এবারের আলোচনীয় বিষয়গুলি নির্বাচিত হয়েছিলো। সম্মেলনের আলোচিত বিষয় আর গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে সমষ্টিগতভাবে গ্রহণ করলে দেখা যায় যে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে একটি সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ করাই এই সম্মেলনের মূল বক্তব্য ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমরা আজ শিক্ষা সংস্কৃতির যে সঙ্কটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ কোনও বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। কারণ ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থা যখন সামগ্রিক ভাবেই ব্যাহত হতে থাকে তখন ইতস্ততঃ অঙ্গ বিশেষের চিকিৎসার মধ্য দিয়ে পীড়িতের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। তাই সমাজদেহে শিক্ষা সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থায় যে গলদ আজ প্রকট ভাবেই দেখা দিয়েছে তাকে বিতাড়িত করতে হ'লে সমস্ত সমাজের গঠনকে, তার ঐতিহাসিক প্রকৃতিকে তার বর্তমান শক্তিকে পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্লেষণ করে তবেই তার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হতে পারে। বহুদিনের অবহেলায় যে ব্যাধি আজ দৃঢ়মূল হয়ে সমাজ শরীরকে আশ্রয় করেছে তাকে নির্মূল করতে একক্কালীন একাধিক কর্ম্মধারার প্রয়োগ প্রয়োজন হ'তেই পারে। কিন্তু সমস্তগুলির মধ্যে যদি দৃষ্টিভঙ্গীর আর আদর্শের ঐক্য বজায় না থাকে তবে তা ব্যর্থ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সুরসঙ্গতিহীন সভাস্থলকে ঐক্যতানের আসর থেকে কোলাহল কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে দেবে। তাই সম্মেলনের বক্তব্য ছিল যে শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বাহক হিসাবে সমস্ত দেশকে ব্যাপ্ত করেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হোক; এবং প্রয়োজন মতই আইন প্রণয়ন করে সেই ব্যবস্থার পরিচালন পথকে সহজ করে তোলা হোক, আর শিক্ষা সংস্কৃতি বিতরণের যে মাধ্যমগুলি আজো দেশে বজায় আছে তাদের সবগুলির পূর্ণসহযোগিতার ভিত্তিতেই এই নূতন মাধ্যম চিত্র বিকশিত হয়ে উঠুক। শিক্ষা সংস্কৃতির এই দেশ জোড়া ঐক্যতানে আপন কণ্ঠ মিলিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তার সার্থকতার পথ খুঁজে পাবে।

সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবগুলি নিয়মতান্ত্রিক ভাবেই পরিষদের সভায় আলোচিত হয় এবং যথাস্থানে প্রেরিত হয়। পরিষদের যতদূর খবর আছে তাতে আজো কোনও প্রস্তাব কার্য্যকরী রূপ গ্রহণ করতে পেরেছে বলে শোনা যায়নি অবশ্য কয়েকটি পৌরসভা শিশুগ্রন্থাগার সম্বন্ধে চিন্তা করছেন এ খবর পরিষদে এসে পৌঁচেছে। প্রশ্ন আসে এ ক্ষেত্রে পরিষদ আর তার সভাবৃন্দের কর্ম্মধারা কি হবে? সম্মেলনের প্রস্তাব একদিকে যেমন পরিষদের নেতৃত্বে প্রকাশিত জনমতের রূপ নিয়ে দেশের ভাগ্যকর্ত্তাদের কাছে কর্ম্মপন্থার ইঙ্গিত দেবে, কার্য্যসূচক দাবী জানাবে অপর দিকে তা' পরিষদের কর্ম্মধারাকে প্রভাবিত ক'রে, প্রস্তাবিত চিন্তাকে

আপেক্ষিক জনমতের সম্মুখীন ক'রে স্বপক্ষের যুক্তিকে শক্তিশালী করে তুলবেও বটে এবং তার যথার্থ মূল্য সেই জনমতেরই কষ্টিপাথরে যাচাই করে চলবেও বলা চলে। কাজেই পরিষদ সদস্যদের মূল কাজ হবে সম্মেলনের প্রস্তাবগুলিকে বিভিন্ন সভায় আলোচনার দ্বার দিয়ে জনসাধারণকে তার প্রয়োজনীয়তা, তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করানো। আলোচনার প্রসঙ্গে ওঠা কোনও গুরুত্বপূর্ণ মতামত পরিষদের দৃষ্টিগোচর না হ'য়ে থাকলে তাকে অবিলম্বে সম্মুখে আনলে পরিষদকেই শক্তিশালী করে তোলা হবে আশা করি তা' বলাই বাহুল্য। অবশ্য এ বিষয়ে ব্যক্তিগত সদস্যদের চেয়ে সংগঠন সদস্যদের দায়িত্ব যে অনেক বেশী তা'ও বোধ হয় বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। কারণ ব্যক্তিগত সদস্যের পক্ষে আত্মকেন্দ্রিক হওয়া অবাঞ্ছিত হ'লেও অসম্ভব নয়, কিন্তু সংগঠন সদস্যের পক্ষে তা' গুরুতর অপরাধ। কাজেই পরিষদের সর্ব্বরকমের ধ্যান ধারণাকেই জনমতের কষ্টিপাথরে বিচার করে চলার আবশ্যিক নৈতিক দায়িত্ব তার সংগঠন সদস্যদের উপর আপনা হ'তেই এসে পড়ে। এই ভাবে অনুকূল জনমতের সৃষ্টির পথে ভবিষ্যতের জনসহযোগিতার ক্ষেত্র যে আশানুরূপ ভাবে প্রস্তুত হয়ে উঠ্‌তে থাকবে তা খুবই স্বাভাবিক।

সাধারণের এই অনুকূল ধারণার প্রথম ইঙ্গিত এসে পড়ে শিল্প-কুশলীদের আহ্বানে অ-কুশলী সাধারণের অকুণ্ঠ-সহযোগিতার মধ্য দিয়ে। অন্ন গ্রন্থাগার সম্মেলনেও এ ইঙ্গিত বিরাজিত ছিল বটে কিন্তু মালদহে তা' উল্লেখযোগ্য ভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। তাই এদিক দিয়ে বিচার করলে আমাদের আন্দোলন যে দেশের অব্যক্ত মনের কথাটিকে সুষ্ঠু ভাবেই প্রকাশ করে চলেছে তা' আমরা গর্ব্বের সঙ্গেই স্মরণ করতে পারি। তবে এ গর্ব্ব যেন আত্মতৃপ্তির অলসতাকে না বাড়িয়ে তোলে। এ শুধু আত্মবিশ্লেষণের সহায়ক মাত্র। কার্য্য-পদ্ধতিকে বিচার করবার জন্য, ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠিগতভাবে কর্ম্মোৎসাহকে বাড়িয়ে তুলে সাফল্যের পথে অগ্রগমনকে অপ্রতিহত করবার জন্য এর প্রয়োজন আছে, আর কিছু নয়।

তাই গত গ্রন্থাগার সম্মেলনের কথা চিন্তা করে আমরা তৃপ্তি লাভ করবো যে আমাদের বক্তব্য জনসাধারণের মর্ম্মকে স্পর্শ করেছে, আমাদের কর্ম্মধারা তাঁদের সস্নেহ অভিনন্দনে সম্মানিত হয়েছে, আমাদের ভবিষ্যতের কল্পনায় তাঁদের মনের কথাটিই রূপায়িত হয়েছে। আমরা প্রতিজ্ঞা করবো যে আমরা এ সম্মানকে বিন্দুমাত্র কলুষিত হ'তে দেবো না, আমরা সর্ব্বরকমে এ বিশ্বাসের যোগ্যতা রক্ষা করবো।

অষ্টম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

মালদহ

সম্মেলনের উদ্যোগ আয়োজন

চলতি বৎসর ১৯৭৩ সালের প্রথম ভাগেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যকরী সংসদ মালদহে অষ্টম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও স্থানীয় বি, আর সেন গ্রন্থাগারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গ্রামাঞ্চলে শক্তিশালী করিবার নিমিত্ত পরিষদ মফঃস্বল অঞ্চলে গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বানের নীতি কিছুদিন যাবৎ গ্রহণ করিয়াছেন। মালদহে গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বান সেই নীতিরই কার্যকরী প্রয়োগ। ইহা ছাড়া বর্তমানে উত্তর বঙ্গের সহিত যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ায় পরিষদের প্রতিষ্ঠান সদস্যদের সহিত সম্যক যোগাযোগ রাখা সম্ভব হইতেছে না। ঐ একই কারণে বর্তমানে উত্তর বঙ্গে বিশেষ কোন সংস্কৃতি-মূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইতেছে না। সুতরাং এবংবিধ উদ্দেশ্য লইয়া পরিষদ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সম্মেলনের কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীতিনকড়ি দত্তকে সভাপতি, শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীগোবিন্দ-ভূষণ ঘোষ ও শ্রীকণিকভূষণ রায়কে সদস্য লইয়া এক সম্মেলন পরিচালন সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থা সমস্ত সম্মেলনটির পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আজ পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সম্মুখে যে সমস্ত সমস্যা রহিয়াছে সেই গুলিকেই সম্মেলনের বিভিন্ন কার্য্যকরী অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় হিসাবে নির্দ্ধারিত করা হয়। প্রতিটি কার্য্যকরী অধিবেশনে এক এক জন মুল আলোচক বক্তৃতা অথবা প্রবন্ধাকারে সমস্যাগুলির আলোচনা আরম্ভ করেন। প্রতিটি কার্য্যকরী অধিবেশন আলোচনার ফলস্বরূপ যে সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হয় তাহাই সম্মেলনে প্রস্তাবাকারে সমাপ্তি অধিবেশনে গৃহীত হয়। সম্মেলন পরিচালন সংস্থা ১০ই এপ্রিল তারিখের এক সাংবাদিক সম্মেলনে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও পরিচালন পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন এবং সম্মেলনের সাফল্যের জন্য সংবাদ পত্রের সহযোগিতা কামনা করেন।

সম্মেলন যতটুকু সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহার পিছনে আছে সংবাদ পত্র সমূহের সহযোগিতা। সম্মেলন পরিচালন সংস্থা সংবাদ পত্র সমূহকে ঐকান্তিক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন। ইহা ছাড়া সম্মেলন পরিচালনায় বিভিন্ন গ্রন্থাগার

ও অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে আগত প্রতিনিধিদের সহযোগিতাই এ সম্মেলনের সবটুকু সাফল্যের কারণ। মালদহ যাতায়াতের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধিদের জন্য পূর্ব্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যে সংরক্ষিত রেলওয়ে কামরার বন্দোবস্ত করেন তাহার জন্য সম্মেলন পরিচালন সংস্থা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন। পরিশেষে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যবৃন্দ বি, আর সেন গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ, বার্লো গার্ল স্কুলের কর্তৃপক্ষ, স্বেচ্ছাসেবক, স্বেচ্ছাসেবিকা ও স্থানীয় অধিবাসীদের আতিথেয়তার প্রশংসা করিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তাঁহাদের নিরলস পরিশ্রম ও কর্তব্যপরায়ণতা মালদহের মহান ঐতিহ্যের নিদর্শন স্বরূপ। মালদহ সম্মেলনের সিদ্ধান্তাবলী যদি পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের কিছুমাত্র সহায়ক হয় তবেই পরিচালন সংস্থা তাঁহাদের শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিবেন। ইতি

সম্মেলন পরিচালন সংস্থার পক্ষে
শ্রীতিনকড়ি দত্ত

সম্মেলন কর্ম্মসূচী

১৬ই এপ্রিল শুক্রবার ১৯৫৪—

বেলা, ১-৩০ মিঃ—উদ্বোধন অধিবেশন

সভাপতি :—শ্রীঅনাথনাথ বসু
দিল্লীর কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ

সম্মেলন উদ্বোধক :—জাতীয় গ্রন্থাগারিক শ্রী বি, এস, কেশবন।

বেলা ৩টা :—কার্য্যকরী অধিবেশন

বিষয় :—গ্রন্থাগার আইন

সভাপতি :—শ্রীঅনাথনাথ বসু

প্রধান আলোচক :—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক—শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

বেলা ৫১ টা :—জনসভা

সভাপতি :—'যুগান্তর' বার্ত্তা সম্পাদক—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু।

সন্ধ্যা ৭৷৷ টা :—কার্য্যকরী অধিবেশন

সভাপতি :—শ্রীঅনাথনাথ বসু

প্রধান আলোচক :—কলিকাতা কমার্শিয়াল গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীফণীভূষণ রায় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহঃ সম্পাদক শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৭ই এপ্রিল শনিবার ১৯৫৪—

সকাল ৫৷৷টা—প্রতিনিধিদের গৌড় পরিদর্শন।

বেলা ১১টা:—কার্য্যকরী অধিবেশন।

বিষয় :—গ্রন্থাগার কর্ম্মীসম্মেলন।

সভাপতি :—পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সমাজশিক্ষা অধিকারের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়।

বেলা ৩টা :—কার্য্যকরী অধিবেশন।

বিষয় :—বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

সভাপতি :—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগের অধ্যাপক শ্রীকমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়।

প্রধান আলোচক :—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিভূনাথ মুখোপাধ্যায়।

বেলা ৫৷৷টা :—কার্য্যকরী অধিবেশন।

বিষয় :—শিশু গ্রন্থাগার।

সভাপতি :—বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রধান আলোচক :—বঙ্গশ্রী সম্পাদক—শ্রীরণজিৎকুমার সেন

সন্ধ্যা ৭টা সমাপ্তি অধিবেশন।

সভাপতি :—শ্রীবি, এস কেশবন।

প্রস্তাব উত্থাপক : শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু।

অষ্টম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন

১১ই এপ্রিল ১৯৭৪ বেলা ১-৩০ মিঃ মালদহ বার্লো বালিকা বিদ্যালয়ে অষ্টম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আরম্ভ হয়। একটি সুসজ্জিত মঞ্চের উপর সম্মেলনের সভাপতি শ্রীঅনাথনাথ বসু, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীরমাপ্রসন্ন রায়, সম্মেলনের উদ্বোধক শ্রী বি, এস, কেশবন, বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, "যুগান্তর"-বার্তা সম্পাদক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগের অধ্যাপক শ্রীকমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীতিনকড়ি দত্ত ইত্যাদি আসন গ্রহণ করেন। প্রথমেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ প্রসঙ্গে মালদহের পূর্ব্ব গৌরবের ও সংস্কৃতির উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগারগুলির এই সংস্কৃতির ধারক ও প্রচারক হিসাবে যথেষ্ট দায়িত্ব রহিয়াছে বলিয়া তিনি তাঁহার অভিভাষণে মন্তব্য করেন। (বিস্তৃত অভিভাষণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।)

অতঃপর সভাপতি শ্রী বি, এস কেশবনকে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করিতে আহ্বান করেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীকেশবন সম্মেলন উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিভিন্ন কার্য্যাবলী উল্লেখ করিয়া সবিশেষ প্রশংসা করেন। তিনি বলেন বর্ত্তমান যুগে গ্রন্থাগার সাময়িক পরিদর্শনের বা কেবলমাত্র পুস্তক বিতরণের স্থান নহে। বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ইহা বর্ত্তমানযুগে অতীতের ন্যায় একটি চলৎশক্তিহীন সংস্থা নহে। গ্রন্থাগার একটি প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান ও সামগ্রিক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্র। গ্রন্থাগারকে অন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার 'লেজুড়' হিসাবে কল্পনা করা ভ্রমাত্মক। বরং গ্রন্থাগার বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রভৃতির ন্যায় একটি প্রধান শিক্ষা বিতরণ কেন্দ্র। সুতরাং আজ গ্রন্থাগারের সমাজের প্রতি দায়িত্বও সমধিক। এই সম্মেলনকে শিক্ষা ব্যবস্থা সংগঠনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করিতে হইবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে শ্রীকেশবন আশা করেন যে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ শ্রীঅনাথ নাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্মেলনের কাজ সুষ্ঠু ভাবেই সম্পন্ন হইবে।

সভাপতির আহ্বানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মেলন সংস্থার সম্পাদক শ্রীতিন কড়ি দত্ত সম্মেলনের উদ্দেশে প্রেরিত বাণী সমূহ পাঠ করেন। সম্মেলনের সাফল্য

কামনা করিয়া যাঁহারা বাণী প্রেরণ করেন তাঁহাদের মধ্যে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সভাপতি শ্রীসর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, আমেরিকার গ্রন্থাগার পরিষদ, নিউজিল্যাণ্ডের গ্রন্থাগার পরিষদ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যত্র সম্মেলনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এই সমস্ত বাণী প্রকাশিত হইল।

সভাপতি মহাশয় অতঃপর তাঁহার সুচিন্তিত ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার অভিভাষণে সাধারণের শিক্ষায় ও সামাজিক উন্নয়নে গ্রন্থাগারের দানের কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়। (তাঁহার সম্পূর্ণ অভিভাষণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

ইহার পর প্রারম্ভিক অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে ও সম্মেলনের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন কার্য্যকরী অধিবেশনে যোগদান করেন। ১৬ই ও ১৭ই এপ্রিল ১৯৫৪ নিম্নলিখিত কার্য্যকরী অধিবেশনগুলির বৈঠক বসে যথা :—(১) গ্রন্থাগার আইন (২) পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার সংগঠন ও সংযোগ ব্যবস্থা (৩) গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের সমস্যা (৪) বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার (৫) শিশু গ্রন্থাগার।

১। গ্রন্থাগার আইন :—

প্রারম্ভিক অধিবেশনের সমাপ্তির পরেই সম্মেলনের মূল সভাপতির সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে আলোচনা সুরু হয়। প্রধান আলোচক ছিলেন শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু। তাঁহার সহিত আলোচনায় যোগদান করেন শ্রীবিনয়েন্দ্র দেবরায় মহাশয়, শ্রীবি, এস, কেশবন, শ্রীঅনাথ নাথ বসু; শ্রীদক্ষিণা রঞ্জন বসু, শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোবিন্দ গোপাল দেনগুপ্ত প্রভৃতি। নিম্নে বিভিন্ন বক্তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেওয়া হইল।

শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু :—

আলোচনার উদ্বোধন করিয়া শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু বলেন যে আলোচ্য বিষয়কে দুইটি অংশে ভাগকরা যায় (১) গ্রন্থাগার, (২) আইন। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিশেষ কোন নূতন বক্তব্য নাই। কিন্তু আজ ৩০ বৎসর ধরিয়া গ্রন্থাগার আন্দোলন চলিলেও গ্রন্থাগার আইন নাই। ২০ বৎসর পূর্ব্বে মৃণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় আইন প্রণয়ণের চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হইতে পারেন নাই। তাহার পর আর আইন প্রণয়ণের চেষ্টা হয় নাই। গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য কি তাহাই প্রথমে আলোচ্য। আইন কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না, উহা কালানুযায়ী পরিবর্ত্তন যোগ্য হইবে। আইন কার্য্যকরী করার জন্য প্রথম উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার, উপযুক্ত কর্ম্মীর ও দরকার। আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগার গুলি Subscription Library অন্যান্য দেশের

মত এগুলি রাষ্ট্র পরিচালিত বা ঐরূপ কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত নহে। অন্যান্য দেশের মত এদেশের গ্রন্থাগারগুলি করের দ্বারা চালিত হয় না—চাঁদার দ্বারা চালিত হয়। বর্ত্তমানে অবশ্য অনেক জায়গায় বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগারে বসিয়া পড়িবার সুবিধা আছে। এই চাঁদা মূলক গ্রন্থাগারগুলি সাধারণতঃ কয়েকজন কর্ম্মীর উৎসাহে চলে এবং কর্ম্মীর অভাব হইলে গ্রন্থাগারগুলি চলে না। ইহা ছাড়া একই পাড়ায় অনেক গ্রন্থাগার থাকায় কোন গ্রন্থাগার ভাল চলে না এবং গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা চলে। এই সমস্ত অবস্থা গ্রন্থাগারের উন্নতির অনুকূল নহে। চাঁদা মূলক গ্রন্থাগারের অর্থের সঠিক ধারণা না থাকায় কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সংখ্যা প্রায় ১৪০০ লোক সংখ্যা ২,৪৮,০০,০০০ এবং শিক্ষিতের হার শতকরা ২৪। অর্থাৎ মোট ৩০০০ শিক্ষিতের জন্য একটি গ্রন্থাগার আছে যাহার পুস্তক সংখ্যা ১৫০।২৫০। অথচ গ্রন্থাগারকে আজিকার দিনে শিক্ষিত ছাড়াও, অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোকদের মধ্যে ও জ্ঞানের প্রচার করিতে হইবে। ফলে ১৬,৪০০ লোকের জন্য থাকে একটি গ্রন্থাগার। আমাদের দেশে ছয় কোটির কিছু বেশী টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়। এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ অন্যান্য ৯ লক্ষ লোক প্রাথমিক শিক্ষার পর শিক্ষা পান না ফলে সমস্ত শিক্ষার ব্যয়ই অপব্যয় হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের গ্রন্থাগারের দায়িত্ব ভাবিয়া দেখিলে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন হইবে। এই আইন করা উচিত কিনা অবশ্যই আজিকার সম্মেলনে তাহা বিচার করা হইবে। আমাদের জন প্রতিনিধিরা যখন আইন প্রণয়ণ করিবেন তখন আইন আমাদেরই মতানুযায়ী হইবে। স্বাধীনতার সঙ্কোচ হইবে ভাবিয়া আইনের বিরোধিতা করা উচিত নয়। বিনা আইনে সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া সব কাজ যথাযথ হইবে একথা বলা যায় না। অবশ্য দেখিতে হইবে যে আইন গ্রন্থাগার স্বার্থের পরিপন্থী কিনা—সেরূপ আইন আমরা নিশ্চয়ই চাহিনা। অন্যদিকে দেশের বর্ত্তমান অন্ন সমস্যার জন্য আইন করা সম্ভব নয় এ যুক্তিও অগ্রাহ্য। আইনের দ্বারা স্থানীয় স্বাভাবিক প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে তাও গ্রাহ্য নয়। আইন এমনভাবে করা হইবে যাহাতে স্থানীয় প্রচেষ্টা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হইয়া সুসংবদ্ধ হয়। বর্ত্তমান করভার প্রপীড়িত জনসাধারণ আইনের দ্বারা আরও করভার গ্রস্ত হইবে ইহা আংশিক সত্য হইলেও যেহেতু সম্পত্তি অনুযায়ী কর ধার্য্য হইবে সেইজন্য বিত্তবানদের উপরই বেশী কর চাপান হইবে। গ্রন্থাগার মারফৎ জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার হইলে ফল ভাল হইবেনা ইহা এতই অকিঞ্চিৎকর কথা যে উত্তরের অপেক্ষা রাখে না। আমাদের দেশে পুলিশী খাতে খরচ হয় ৭ কোটি টাকা ও শিক্ষা খাতে ৬৯ কোটি টাকা এবং ইহার ভিতর গ্রন্থাগারের জন্য

বরাদ্দ সামান্য। অপরাধ প্রতিরোধের প্রধান প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারগুলির জন্য অধিক ব্যয় করিলে পুলিশী খাতে এত বেশী ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজন হইবে না। সেইজন্য আইন প্রণয়নের বিচার এইদিক হইতেও বিচার্য্য।

বিলাতেও আইন যখন প্রথম প্রণয়ন করা হয় তখন প্রবল প্রতিবাদের সম্মুখীন হইতে হয়। ৯৯-৬৬ ভোটে দ্বিতীয় পাঠে এই বিল গৃহীত হয়। কিন্তু ১৯১৯ সালে এই আইন মাত্র ২ জনের প্রতিবাদে বিনা ডিভিসনে গৃহীত হয়। যে কোন নূতন আইন করিবার সময় বাধা থাকেই তবে আমাদের প্রচেষ্টার উপরই আমাদের এই আইন প্রণীত হওয়া না হওয়া নির্ভর করে।

এই আইন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রযোজ্য হইবে। এই আইনের দ্বারা এমন সংস্থা গঠিত হবে যাহা দেশের মধ্যে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবে। কেন্দ্রীয় সংস্থার অর্থ সামর্থ্য থাকিবে ও তাহা জনসাধারণের আস্থা ভাজন হইবে। জনমতকে অর্থ সংগ্রহের অনুকূল করিবার জন্য একদিকে যেমন আন্দোলন ও প্রচার চালাইতে হইবে তেমনই আইন দ্বারাও ইহার আর্থিক ক্ষমতা যাহাতে গড়িয়া উঠে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আইনের দ্বারা বড়দের গ্রন্থাগারের ন্যায় ছোটদের গ্রন্থাগারেরও ব্যবস্থা থাকিবে। আইন প্রণয়ন ব্যাপারে গ্রন্থাগার পরিষদের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে। বক্তা অতঃপর শ্রীনির্ম্মল ভট্টাচার্য্য এম, এল, সি পরিকল্পিত গ্রন্থাগার আইনের একটি মোটামুটি বিবরণ দেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার বিলে ৫টি অধ্যায়ে ২১টি ধারা ও ১১টি ধারায় ৪৪টি উপধারা আছে। বিলে রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকার গঠনের কথা বলা হইয়াছে। এই অধিকারে ২১ জন সদস্য থাকিবেন এবং শিক্ষামন্ত্রী উহার সভাপতি হইবেন। সরকার অর্থ মঞ্জুর করিবেন। রাজ্য গ্রন্থাগারের সতন্ত্র গ্রন্থাগারিক থাকিবেন এবং তিনিই হইবেন সমস্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। ইহা ছাড়া পৌরসভাঞ্চলে ও জেলা বোর্ডের কর্তৃত্বে পৌর সভা গ্রন্থাগার সংস্থা ও জেলা গ্রন্থাগার সংস্থা থাকিবে। রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন ক্ষমতা থাকিবে।

অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত সম্পত্তির উপর টাকায় দুই পয়সা হিসাবে অতিরিক্ত কর ধার্য্যের কথা বলা হইয়াছে। এইরূপে আদায়ীকৃত অর্থের সম পরিমাণ অর্থ সরকার দিবেন। সমস্ত বিলটিই এখন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক উপসংস্থার বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

শ্রীবিনয়েন্দ্রদেববায় মহাশয় :- সুসভ্য স্বাধীন দেশে লাইব্রেরী আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে—আমেরিকা, ইংলণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের সরকার বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা লাইব্রেরী গঠন কার্য্য ও প্রসার করিয়া গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জাতি গঠন করেতেছেন।

আমাদের স্বাধীন দেশে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। পূর্বে জেলা বোর্ড বা পৌর প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারকে সাহায্য করায় আইনগত বাধা ছিল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রচেষ্টায় বিশ বৎসর পূর্বে সে বাধা দূরীভূত হইয়াছে। পরে এই পরিষদের চেষ্টাতেই গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা হয়। সে সময় ইংরেজ শাসন কায়েম ছিল। আর্থিক দায়গ্রস্থ কোন আইন প্রবর্তনের জন্য রাজ প্রতিনিধির মত গ্রহণের প্রয়োজন হইত। সুতরাং অনুরূপ মত না পাওয়ায় বিলটি বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য্য মহাশয় ছয় বৎসর পরে বাংলা দেশে যাহাতে গ্রন্থাগারের প্রসার হয় সেজন্য বিল আনয়ন করিয়াছেন। এই বিল যদি আইনে পরিণত হয় তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য। সেই বিলে একটি রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকারিকের ব্যবস্থা আছে। শিক্ষা বিষয়ক সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি হইতে প্রতিনিধি লইয়া প্রতিনিধি পরিষদ গঠিত হইবে যাহার সভাপতি থাকিবেন রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী। সারা পশ্চিম বাংলায় সহর ও জেলা গ্রন্থাগার অধিকারিকের মাধ্যমে গ্রন্থাগার সংগঠন ব্যবস্থা চালিত হইবে। জেলা ও সহর গ্রন্থাগার অধিকারকে পরামর্শ দানের জন্য থাকিবে সহর ও জেলা উপদেষ্টা সংস্থা সমূহ। পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকিবে রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকারের। কার্য্য পরিচালনার প্রধান কর্ণধার হিসাবে থাকিবেন রাজ্য গ্রন্থাগারিক। এই সমস্ত কার্য্য পরিচালনার জন্য আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা বিলে রহিয়াছে। প্রত্যেক পৌর প্রতিষ্ঠান জেলা বোর্ড কর আদায়ের সঙ্গে টাকা প্রতি ১০ করিয়া কর আদায় করিয়া রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকারের নিকট জমা দিবেন এবং দরকার সম পরিমান অর্থ দিবেন।

এই বিলের সহিত আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করা দরকার এবং বিলের স্বপক্ষে জনমত গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তরফ হইতে রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের নিকট এ সম্পর্কে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা দরকার।

শ্রীবি, এস, কেশবন :—যদি গ্রন্থাগার আইনের ফলে প্রতি জেলায় সুগঠিত গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় ও প্রতি অঞ্চলে গ্রন্থাগারগুলি সুপরিচালিত হয় তবে তাহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নাই। বাস্তবিক কোন আইনে আমাদের গ্রন্থাগার সমস্যার সমাধান হইবে ভাবিতেও ভাল লাগে। ইংলণ্ডেও গ্রন্থাগার করের দ্বারা গ্রন্থাগার সংগঠন বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে কার্ণেগীর দান প্রাপ্তির পূর্বে লাইব্রেরীগুলির অবস্থা খুব ভাল ছিলনা। তারপর ক্রমান্বয়ে গ্রন্থাগার অধিকার-গুলির প্রতিষ্ঠার ফলে আজ আর ইংলণ্ডে ভাল গ্রন্থাগারের অভাব নাই।

ভারতের প্রথম গ্রন্থাগার আইন পাশ হইয়াছে মাদ্রাজে। সেখানে সমস্ত গ্রন্থাগার-

গুলিকে একপর্য্যায়ে ফেলার জন্য সকল গ্রন্থাগারগুলি কিছু কিছু সাহায্য পাইতেছে কিন্তু কোন একটা ভাল গ্রন্থাগার বিশেষ সাহায্য পাইয়া ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই। মাদ্রাজ গ্রন্থাগার আইন পাশ হইবার পূর্ব্বেও ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা খরচ করা হইয়াছিল গ্রন্থাগারগুলির উন্নতির জন্য। আইন পাশ করিয়া কাগজ পত্রে দেখান হইল, বটে যে জেলায়, মহকুমায়, গ্রামে গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিয়াছে কিন্তু কোনটিই ভাল কাজ করিতেছে না। আমি এই অঞ্চলে ৪০টি গ্রন্থাগার দেখিয়া হতাশ হইয়াছি—মাত্র প্রাচীন তিনটি গ্রন্থাগারই এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যকাজ করিতেছিল। সুতরাং মাত্র সামান্য অর্থ সাহায্য করিয়াই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনা করিবার কৃতিত্ব দাবী করা হইয়াছে।

গ্রন্থাগার কর আদায় হইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে এই কথাই বলা যায় যে বাংলাদেশে শিক্ষা সেস এর শতকরা ৬৫ ভাগ অনাদায়ী থাকে। যে বাংলাদেশে ১ পয়সা ট্রামভাড়া বাড়াইতে গেলে গণ আন্দোলন এত তীব্র হয় সেখানে নূতন কর ভার সত্যই চাপান যাইবে কি? তাই আইন করিলে তাহা কতখানি সফল হইবে তাহাও ভাবিতে হইবে। তাহা ছাড়া কোন আইনই কোন একটি গ্রন্থাগারকে আর একটি গ্রন্থাগারের সমান করিয়া তুলিতে পারে না বা কোথায়ও সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ করা যায় নাই। কাজেই আইন করার আগে ভাবিতে হইবে যে নূতন সমস্যা উঠিবে তার সমাধান কী?

শ্রীঅনাথনাথ বসু :—আইন করিলেই ফল ভাল হইবে কিনা বলা কঠিন এবং সম্মেলনের মধ্যে ইহার মীমাংসা করা সম্ভব নয়। বাংলা দেশে ১৯৩১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হইলেও আজও প্রাথমিক শিক্ষার সমাধান হয় নাই। দরকার গ্রন্থাগার প্রসারের জন্য অর্থ বরাদ্দের—এবং সরকারের মানিয়া লওয়া যে লোকশিক্ষার জন্য তাঁহাদের দায় আছে।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু :—রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকারে (১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, (২) বঙ্গীয় শিক্ষা পরিষৎ, (৩) ভারতীয় সংবাদ পত্রসেবী সংঘের প্রতিনিধি থাকা উচিত।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় :—আইন প্রণয়ন করিবার পূর্ব্বে কর দেবার মনোভাব গড়িবার জন্য জনমত গড়িয়া তোলা দরকার। আইনের ফলে শিক্ষিতেরাই অর্থাৎ জনসংখ্যার শতকরা ২৫ জনই কেবল সুবিধা পাইবে যাহারা বেশীর ভাগই সহরবাসী। এই আইনের ফলে পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত লোকেরা সুযোগ পাইবে না। সুতরাং জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা না বুঝিলে আইন প্রণয়ন হওয়া উচিত নয়।

শ্রীগোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত :—সরকার গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সাহায্য করিলেও বেসরকারী আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করিবেননা।

ইহার পর গ্রন্থাগার আইনের উপর আলোচনার সমাপ্তি ঘটে ও এই বিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি সুপারিশ গৃহীত হয়। এই সুপারিশগুলি প্রস্তাব আকারে অন্যত্র মুদ্রিত হইল।

২। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দ্বিতীয় কার্য্যকরী অধিবেশন বসে শুক্রবার ১৬ই এপ্রিল ১৯৪৯ সন্ধ্যা ৮ টায়। শ্রীঅনাথনাথ বসু সভার প্রথমদিকে সভাপতিত্ব করেন কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভার শেষাংশে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবি. এস কেশবন।

আলোচনার উদ্বোধন হয় শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীফণীভূষণ রায় কর্তৃক যুক্তভাবে লিখিত প্রবন্ধ পাঠের দ্বারা। প্রবন্ধটি পাঠ করেন শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের মধ্যে বর্ত্তমান সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির দৌর্ব্বল্য, গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঠিক সামাজিক বুনিয়াদ ও একটি রাজ্যব্যাপি খসড়া গ্রন্থাগার-পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলির প্রকৃত সংগঠন ও সংযোগের কথা বলা হয়। (মূল প্রবন্ধটি এই সংখ্যার অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

ইহার পর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীবি, এস, কেশবন, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশিবরঞ্জন ঘোষ, শ্রীগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোবিন্দ ভূষণ ঘোষ, শ্রীকুমুদরঞ্জন সিংহ ইত্যাদি। নিম্নে বক্তাদের বক্তৃতার উল্লেখযোগ্য অংশগুলি দেওয়া হইল।

শ্রীবি, এস কেশবন :—পঠিত প্রবন্ধটির প্রশংসা করিয়া বলেন যে বর্ত্তমান সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি প্রকৃত জনসাধারণের গ্রন্থাগার নয়। সুতরাং ইহাদের সংযোগ ব্যবস্থা সৃষ্ঠ হওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় :—বর্ত্তমান গ্রন্থাগারগুলির উন্নতির অবকাশ নাই এ কথা তিনি স্বীকার করেন না। অনেক দোষত্রুটি সত্বেও, সঠিক পুস্তক নির্ব্বাচন, সৃষ্ঠ গ্রন্থতালিকা, সঠিক গ্রন্থবিন্যাস প্রভৃতির দ্বারা বর্ত্তমান গ্রন্থাগার সমূহের উন্নতি সম্ভব।

শ্রীশিবরঞ্জন ঘোষ :—প্রবন্ধের বিষয়টি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য কিন্তু কয়েকটি সংশোধনসহ। বর্ত্তমান গ্রন্থাগারগুলির কি পরিমাণ সমাজের উপকার করিতেছে সেই তথ্যের ভিত্তিতেই এই আলোচনা হওয়া উচিত। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা, মহকুমা, ও থানা গ্রন্থাগার গঠনে উদ্যোগী হওয়া উচিত। তাহা ছাড়াও গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞানের আরও ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা পরিষদের কর্ত্তব্য।

শ্রীগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় :—মোটামুটি ভাবে শ্রীকেশবনের মত সমর্থন করেন।

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ :—বিদেশে জনসাধারণের গ্রন্থাগার বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আমাদের দেশে নাই। প্রকৃত গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন করিতে হইলে জাতীয় গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করিয়া, রাজ্য গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার প্রভৃতির পর পর বিন্যাস করা দরকার।

শ্রীকুমুদ সিংহ :—সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

অতঃপর সভাপতি শ্রীবি, এস কেশবন আলোচনার পরিসমাপ্তি করিয়া আলোচনা প্রসূত সুপারিশ সমূহ সভার সম্মুখে রাখেন ও উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয় (সুপারিশ সমূহ সম্মেলন প্রস্তাবাবলীর মধ্যে দ্রষ্টব্য)।

৩। গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন কর্ম্মীদের সমস্যা :—

রাজ্য সরকারের সামাজিক শিক্ষা অধিকারের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে শনিবার ১৭ই এপ্রিল বেলা ১-৩০ মিঃ উপরোক্ত বিষয়ের উপর কার্যকরী অধিবেশন আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে জেলা সংস্থা গঠনের সমস্যা ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত এই সমস্ত জেলা সংস্থার সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রথমেই আলোচনা আরম্ভ হয়।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় (শিবপুর সাধারণ গ্রন্থাগার, হাওড়া) :—হাওড়া জেলা সংস্থা গঠন ও উহার কার্য্যক্রম বর্ণনা করেন। তিনি জেলা সংস্থাকে রাজ্য সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। জেলা সংস্থার সভ্য সংখ্যার ভিত্তিতে জেলা ও রাজ্য সংস্থার মধ্যে প্রদত্ত চাঁদা ভাগ করিবার কথাও তিনি বলেন। জেলা সংস্থার অনুমোদনের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গঠনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধন আরম্ভ করিতে তিনি অনুরোধ করেন।

শ্রীঅনিল চৌধুরী (রূপালী আসর, মানিকচক থানা, মালদহ) :—তাঁহার এলাকায় একটি আঞ্চলিক সংস্থা গঠনের কথা জানান ও পরিষদকে উহা পরিদর্শন করিতে বলেন।

শ্রীসুবোধ মিশ্র (পিপলা পল্লী সমিতি, পিপলা, মালদহ) :—গ্রন্থাগারগুলিকে অবৈতনিক কর্ম্মীদের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং প্রত্যক্ষ কর্ম্মে নিয়োজিত কর্ম্মী কোনরূপ বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত নহে। এই সমস্ত কর্ম্মীদের বৃত্তি গত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শ্রীবি, এস কেশবন :—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের জন্য বিভিন্ন

শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তিন মাসের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান ব্যতীতও এক বৎসর ব্যাপী সপ্তাহান্তিক শিক্ষা পরিকল্পনার উল্লেখ করেন। এই পরিকল্পনায় তিন মাসের শিক্ষা কোর্সকে গ্রন্থাগারের নিয়মিত বেতন ভুক কর্মীদের সুবিধার জন্য এক বৎসর ব্যাপী প্রতি শনি ও রবিবার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে এবং এই শিক্ষা ব্যবস্থায় যোগদানকারীরা তিন মাসের বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণকারীদের সহিত একই পরীক্ষা দিতে পারিবেন। ইহা ছাড়া মফঃস্বল ও গ্রামের কর্মীদের স্থানীয়ভাবে হাতে কলমে শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষা শিবির খুলিবার পরিকল্পনা আছে; এই পরিকল্পনায় কোন স্থানীয় গ্রন্থাগারকে বিজ্ঞানমূলক পদ্ধতিতে সংগঠন করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। যে গ্রন্থাগারকে এই সংগঠন করার দায়িত্ব লওয়া হইবে তাহার সংগঠনের আনুমানিক খরচা গ্রন্থাগারকে বহন করিতে হইবে। শিক্ষকের খরচা পরিষদ বহন করিবেন। এই গ্রন্থাগারকে পরিষদের শিক্ষকের নেতৃত্বে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মীরা সংগঠন করিবেন এবং সেই সংগঠন কার্য্যে হাতে কলমে অভিজ্ঞতাই তাঁহাদের ব্যবহারিক শিক্ষার চাহিদা মিটাইবে। অতঃপর জেলা সংগঠন গঠনে অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন শ্রীকুমুদরঞ্জন সিংহ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন সিংহ (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন সংস্থার কর্মী) :—জিলা সংস্থার আয়তন বড় হওয়ায় জন্য কোন বিস্তৃত কার্য্যক্রম গ্রহণে অসুবিধা হয়। ছোট ছোট আঞ্চলিক সংস্থা গঠন করিলে এই অসুবিধা অনেক পরিমাণে দূর হয়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন জেলায় যাতায়াতের অসুবিধা ও গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অবস্থার শোচনীয়তাও জেলা সংস্থা গঠনের অন্তরায়। ইহা ছাড়া তিনি বর্ত্তমান গ্রন্থাগারগুলির সঙ্কীর্ণ সামাজিক ভিত্তি ও আর্থিক অনটনের উল্লেখ করেন। রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগারগুলিকে প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যের আরও সুষ্ঠু বণ্টন দাবী করেন। এই অর্থ বণ্টনের জন্য নিযুক্ত উপদেষ্টা পরিষদে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তিও তিনি দাবী করেন। ইহা ছাড়া গ্রন্থাগারগুলি যাহাতে সমস্ত এলাকায় সমভাবে বিক্ষিপ্ত থাকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে তাহা দেখিতে বলেন।

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু :—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পূর্ব্বেও জেলা সংস্থা গঠন করিয়া ছিলেন কিন্তু সেগুলি স্থায়ী হয় নাই। বিগত দুই বৎসরের ভিতর পুনরায় এ সম্বন্ধে চিন্তা করা হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থাগারের বিষয় স্থানীয় আঞ্চলিক সংস্থায়ই ভালভাবে আলোচিত হইতে পারে। এই সমস্ত আঞ্চলিক সংস্থার এলাকা খুব বেশী নির্দ্দিষ্ট নয়। আঞ্চলিক সংস্থা স্থানীয় সমস্যার আলোচনা করিবে ও উহার কাজ করিবার যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকিবে। যে সমস্ত এলাকার গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে আগ্রহ দেখা

গিয়াছে সেই সমস্ত এলাকায় আঞ্চলিক সংস্থা গঠিত হইয়াছে। রাজ্য সংস্থা কাজ কর্ম সম্বন্ধে আঞ্চলিক সংস্থাকে উপদেশ দিবে কিন্তু আঞ্চলিক সংস্থা তাহার নিজ খরচপত্র নিজেই চালাইবে। রাজ্য সংস্থার পক্ষে আঞ্চলিক সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য করা খুব বেশী সম্ভব নয়। আঞ্চলিক সংস্থার সমস্ত পরিকল্পনাই এখন পর্যন্ত পরীক্ষামূলক। ইহার পর শ্রীযুক্ত পরিষদের শিক্ষা-ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। স্থানীয় শিক্ষা শিবিরের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন যে শিক্ষা শিবিরের শিক্ষকের যাতায়াত খরচ ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে যে অল্প চাঁদা সংগৃহীত হইবে তাহাতেই নির্ব্বাহ করা যাইবে। এবং যে গ্রন্থাগারকে শিক্ষা শিবির হিসাবে নির্দ্দিষ্ট করা হইবে তাহাকে নিজ গ্রন্থাগারের পুস্তক বিন্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যয় বহন করিতে হইবে।

আঞ্চলিক সংস্থায় গ্রন্থাগারগুলির সহযোগিতার রূপ বর্ণনা করিয়া বক্তা দেখান যে গ্রন্থাগারগুলি কিরূপে পুস্তক সঞ্চয়ন, পুস্তক ঋণ, পত্রিকা আদান-প্রদান, গ্রন্থাগার সম্প্রসারণমূলক কার্য্য ইত্যাদিতে সহযোগিতা করিতে পারেন। আঞ্চলিক সংস্থা স্থাপনের প্রাথমিক কার্য্যই আরম্ভ হইয়াছে, বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাবলী এখনও বাকী রহিয়াছে।

জেলা সংস্থার সহিত রাজ্য পরিষদের সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে হাওড়া জেলা সংস্থার অনুমোদন পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত না হওয়ার সংবাদ ঠিক নয়। পরিষদের গঠনতান্ত্রিক অসুবিধার জন্যই ইহা সম্ভব হয় নাই। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারসমূহের নিকট হইতে চাঁদা গ্রহণের কথায় তিনি বলেন যে রাজ্য পরিষদেরই এই চাঁদা আদায়ের অধিকার থাকা উচিত এবং জেলায় সংগৃহীত চাঁদার নির্দ্দিষ্ট অংশ জেলা সংস্থাকে রাজ্য পরিষদই দিবেন। গ্রন্থাগারগুলির সহিত রাজ্য সংস্থার সরাসরি সম্বন্ধ না থাকিলে জেলা সংস্থা কোনক্রমে ভাঙ্গিয়া গেলে রাজ্য পরিষদের সহিত গ্রন্থাগারগুলির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবে।

শিবরঞ্জন ঘোষ (নবাবগঞ্জ সাধারণ পাঠাগার, ২৪ পরগণা) : এই এলাকায় যে আঞ্চলিক সংস্থা গঠিত হইয়াছে তাহার বিবরণ ও গত কয়মাসের কার্য্য ক্রম বর্ণনা করেন। ২৪ পরগণা জেলায় যাতায়াতের অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি জেলাকে গ্রন্থাগার সংগঠন কার্য্যের জন্য উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই কয়ভাগে ভাগ করিবার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন।

ইহার পর সভাপতি অধিবেশনের সমাপ্তি ভাষণে রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার সংগঠন কার্য্যের কিছু বর্ণনা দেন। তিনি প্রথমেই নিজের গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞানের অজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। রাজ্যসরকারের বাজেটে গ্রন্থাগার সমূহের জন্য অর্থ

বরাদ্দ আছে বলিয়া উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য পৃথক বিভাগ গঠনে ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনার উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগারগুলিকে অধিকতর অর্থ সাহায্য ও গ্রন্থাগারগুলির সামাজিক ভিত্তি সম্প্রসারণের প্রয়োজন আছে শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, আক্ষরিকজ্ঞান সম্পন্ন বা নিরক্ষর সকলের জন্যই গ্রন্থাগারে ব্যবস্থা থাকা দরকার। আজিকার গ্রন্থাগার আন্দোলন সমগ্র জাতির আন্দোলন, রাজ্যসরকার ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে গ্রন্থাগার সংগঠনের কথা চিন্তা করিতেছেন। বর্দ্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলার ইতি মধ্যেই এইরূপ আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এইরূপ এক একটি গ্রন্থাগার অন্তত ৫ মাইল ব্যাসার্দ্ধের দ্বারা সীমাবদ্ধ। একটি অঞ্চলে ১০,০০০ টাকা ব্যয়ে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে ও পাঠকদের এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হইতে ভ্রাম্যমান ইত্যাদীর সাহায্যে পুস্তক সরবরাহ করা হয়। প্রতি অঞ্চলে ৩০০, হইতে ৪০০ পুস্তক সরবরাহ হইতেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে গ্রন্থ ঋণ প্রথাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

রাজ্যসরকার কর্ত্তৃক গ্রন্থাগার সমূহকে প্রদত্ত সাহায্য সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে জেলা হিসাবে এই অর্থ প্রদত্ত হয় ও জেলা শাসক, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, জেলা সামাজিক শিক্ষা ব্যবস্থাপক, জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রভৃতির দ্বারা গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ এই অর্থ বন্টনে পরামর্শ দেন। এই উপদেষ্টা পরিষদে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিও গ্রহণ করা যাইতে পারে। রাজ্যসরকারের গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় প্রতিটি গ্রন্থাগারকে সামাজিক শিক্ষার কেন্দ্রে রূপান্তরিত করাই উদ্দেশ্য। যেখানেই বৈদ্যুতিক শক্তির সুবিধা আছে সেখানেই চলচ্চিত্র প্রভৃতির সাহায্যে লোক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে। জেলা গ্রন্থাগার, রাজ্য গ্রন্থাগার প্রভৃতির পরিকল্পনাও সরকারের রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী নিযুক্ত বিদ্যালয় শিক্ষককে গ্রন্থাগার পরিকল্পনার কাজে লাগান হইবে। অতঃপর সভাপতি গ্রন্থাগার সমূহকে রাজ্যসরকার প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যের একটি মোটামুটি হিসাব দেন যথা :—

১৯৫০-৫১ সালে	১,৬১,০০০৲
১৯৫১-৫২ সালে	১,৩৮,০০০৲
১৯৫২-৫৩ সালে	১,৪৬,০০০৲
১৯৫৩-৫৪ সালে	১,৭১,০০০৲

ইহার পর অধিবেশনের সুপারিশ সমূহ গৃহীত হয়। তাহা অন্যত্র প্রস্তাবাকারে মুদ্রিত হইল।

৪। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার

১৬ই এপ্রিল ১০৫৪ বেলা ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীকমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার শাখার অধিবেশন আরম্ভ হয়। আলোচনার উদ্বোধন হয় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ পাঠের দ্বারা (মূল প্রবন্ধটি এই সংখ্যার অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ বিদ্যালয়ের বর্তমান পাঠ্য পুস্তক ভারাক্রান্ত ছাত্ররা কতগুলি পুস্তক পাঠ করিতে পারে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন যে সাধারণ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ৬০০ বেশী পুস্তকের দরকার হইবেনা।

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় :—অপ্রয়োজনীয় পুস্তকের দ্বারা বিদ্যালয়ের পুস্তক সমষ্টি বৃদ্ধি করা ঠিক নয়। শিক্ষকরা যেন কেবলমাত্র তাঁহাদের নির্বাচিত পুস্তকই ছাত্রকে পাঠ করিতে বাধ্য না করেন। প্রতি শ্রেণী গ্রন্থাগার ছাড়াও সমস্ত বিদ্যালয়ের রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারেরও প্রয়োজন আছে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় :—বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণীর গ্রন্থাগারকে ছাত্ররা নিজেদের গ্রন্থাগার বলিয়া মনে করিবে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার শিক্ষকদের তথ্য সরবরাহ-কারী গ্রন্থাগার হিসাবে (Reference Library)-ও শিক্ষকদের নিজ নিজ শিক্ষার সহায়ক হিসাবে কাজ করিবে। ৫০০০৲ টাকা মূল্যের কোন গ্রন্থের সাহায্যে এরূপ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্থাপন করা যায়।

শ্রীজগমোহন মুখোপাধ্যায় (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য সরবরাহ প্রতিষ্ঠান) :—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মত সমর্থন করেন। ছাত্রদের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য চিত্তাকর্ষক ব্যবস্থা থাকা দরকার। ছাত্রদের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তরদানই পুস্তক নির্বাচনের ভিত্তি হওয়া দরকার। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পুস্তক নির্বাচন সংস্থাপন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জন্য কোষ গ্রন্থ তালিকা প্রস্তুত করেন; বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভবন ও আসবাবপত্র যথেষ্ট চিত্তকর্ষ হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু :—বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের মাধ্যমে ছাত্ররা যেন পুস্তক ও গ্রন্থাগার ব্যবহার করিবার শিক্ষা পায় এবং সেই শিক্ষা তাহাদের পরবর্তী জীবনের সহায়ক হইবে।

শ্রীগোবিন্দগোপাল সেনগুপ্তঃ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উপযোগী পুস্তকের কথা উল্লেখ করেন এবং এ সম্বন্ধে সরকার কিছু করিতে পারেন কিনা তাহাও উল্লেখ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার সমাপ্তি অধিবেশনের ভাষণে বলেন যে প্রথমতঃ

প্রতি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার চাই, দ্বিতীয়তঃ এই বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালনায় অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক চাই, তৃতীয়তঃ বিদ্যালয়ের নিয়মিত পাঠক চাই।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের গ্রন্থাগারমনা করা এক গুরুদায়িত্ব। প্রকৃতপক্ষে আজ পশ্চিম বাংলায় বিদ্যালয়ে ভাল গ্রন্থাগার নাই। এবং যে গ্রন্থাগার আছে তাহাও এমন কি শিক্ষকরাও সম্যক ব্যবহার করেন না। বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষককে দিয়াই গ্রন্থাগারিকের কার্য্য পরিচালনা করার পদ্ধতি মোটেই ফলপ্রদ নহে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত সর্ব্বক্ষণের গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন আছে। স্কুল-পরিদর্শকের দেখা উচিত যে বিদ্যালয় সমূহে প্রকৃত কোন গ্রন্থাগার আছে কিনা। ইহা ছাড়াও বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অবহিত করিবার জন্য শিক্ষক শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞানের উপর অতিরিক্ত বক্তৃতা মালার বন্দোবস্ত হওয়া উচিত।

অতঃপর অধিবেশনের সুপারিশগুলি লিপিবদ্ধ ও গৃহীত হয়। অন্যত্র সুপারিশগুলি প্রস্তাবাকারে মুদ্রিত হইল।

৫। শিশু গ্রন্থাগার—

১৬ই এপ্রিল ১৯৫৩ বেলা ৫টায় বিশ্বভারতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে উপরোক্ত শাখার কার্য্যকরী অধিবেশন বসে। আলোচনার উদ্বোধন হয় শ্রীরণজিৎকুমার সেনের লিখিত প্রবন্ধ পাঠের দ্বারা। লেখকের অনুপস্থিতিতে প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীকুমুদরঞ্জন সিংহ (প্রবন্ধটি এই সংখ্যার অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কেন্দ্রীয় কাঁচ ও মৃতশিল্প গবেষণাগারের গ্রন্থাগারিক) :—শিশুদের কৌতূহল ও তাদের সমস্ত জিনিষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা অতি স্বাভাবিক কিন্তু আমরা অনেক সময়েই উহার নিবৃত্তির ব্যবস্থা করি না। শিশুদের গ্রন্থাগার শিশুমনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। যেমন শিশু গ্রন্থাগারের বইয়ের আলমারী ৪ ফুটের বেশী উচ্চ হইবে না। শিশু পাঠক যাহাতে নিজ হাতেই গ্রন্থাগারের পুস্তক ব্যবহারের জন্য বাহির করিতে ও রাখিতে পারে তাহার ব্যবস্থাও শিশু-গ্রন্থাগারে থাকিবে।

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় :—শিশু-গ্রন্থাগার শিশুদের উপযোগী করিয়াই গড়িতে হইবে। শিশুদের জন্য ছবি, গ্রামোফোন ইত্যাদি রাখিতে হইবে। শিশুদের কাজে তাদের মায়েরাও গ্রন্থাগারে আসিবেন। শিশুদের পরিচ্ছন্ন করে তোলা জ্ঞানের জন্য উন্মুখ করে তোলা শিশু-গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য। শিশু-গ্রন্থাগার হইবে শিশুদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

P2947

শ্রীমতী বাণী দে :—শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তাহাদের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দাবী আমরা করি। শিশুদের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগারের সংখ্যা নগণ্য। তাহাদের জন্য উপযুক্ত বই নাই। শিশু গ্রন্থাগারিককে শিশু মনস্তত্ত্ব জানিতে হইবে। শিশুরা কল্পনাবিলাসী এই কল্পনার পরিপুষ্টি হয় শিশু সাহিত্যে। ছড়া, ছবি প্রভৃতি অন্যান্য উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা কল্পনার একটা জগৎ গড়িয়া তুলে এবং তাহাদের জিজ্ঞাসার উদয় হয়। শিশু সাহিত্য শিশু মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া গঠিত হওয়া উচিত। কিশোরীরা কিশোরদের অপেক্ষা দ্রুত বিকাশশীল। তাদের কথা মনে রাখিতে হইবে।

শ্রীসবিতা ভট্টাচার্য্য :—শিশু সাহিত্যের দুইটি দিক—বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক। বইয়ের আঙ্গিক সৌষ্ঠবের দিকে নজর দেওয়া উচিত। গ্রন্থাগারিকদের কখনও ছেঁড়ার ভয়ে শিশুদের বই দেওয়া বন্ধ করা উচিত নয়। শিশু সাহিত্যের কাজ শিশুকে বড় করিয়া তোলা—কুতুড়ে কাহিনী পরিবেশন করা নয়।

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ (ভারত সরকারের ভূতত্ত্ব বিভাগের গ্রন্থাগারিক) :—১০ বৎসর বয়সের ছোট হ'লে শিশু—তার চেয়ে বড় হ'লে কিশোর। পাশ্চাত্য দেশের শিশু গ্রন্থাগারে শিশুরা গ্রামোফোন শোনে, নাচে, গান করে, বক্তৃতা করে। শিশুদের উপযোগী বই আমাদের দেশে খুব কম। উপযুক্ত শিশু গ্রন্থাগার আমাদের দেশের প্রতি গ্রন্থাগারের সঙ্গে থাকা দরকার।

শ্রী, বি, এস, কেশবন : ভারতীয়রা সন্তানপ্রিয়—ভারতীয় সাহিত্যই তাহার প্রমাণ। পূর্ব্বে ঠাকুরমায়েরা শিক্ষা ও আনন্দের উৎস ছিলেন। আজ কিন্তু শিক্ষা সমষ্টিমূলক। ছেলেমেয়েদের উৎপাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আজ শিশুদের আমরা বিদ্যালয়ে পাঠাই। কিন্তু শিশুকে শিক্ষা দেওয়া সহজ নয়। একদল শিশুকে শাস্তি দিয়া শিক্ষা দিতে চান। আর একদল শিশুশিক্ষার নামে শিশুর খেয়াল চরিতার্থ করেন। উৎসাহ দিয়া ছেলেদের কাজ করিতে বলিলে তাহারা কাজ করিবে। শিশু গ্রন্থাগারের গঠনই অন্য ছাঁচে। এখানে নিস্তব্ধতা প্রভৃতির নিয়ম মানা চলে না। ছেলেরা নিজেদের আনন্দ ভাগ করিয়া লইতে চায় বলিয়া সেখানে গোলমাল হইবেই। ছোট ছেলেদের গ্রন্থাগারের উপযুক্ত আসবাব চাই। ছেলেদের বই হওয়া চাই নূতন ও সুন্দর। অতঃপর সভাপতি অধিবেশনের সমাপ্তি অভিভাষণ দেন।

৬। সমাপ্তি অধিবেশন :—

১৬ই এপ্রিল ১৯৫৪ সন্ধ্যা ৭॥টায় মূল সভাপতি শ্রীঅনাথনাথ বসুর অনুপস্থিতিতে জাতীয় গ্রন্থাগারিক শ্রীবি, এস কেশবন সমাপ্তি অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন।

প্রথমেই সভাপতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুকে বিভিন্ন কার্য্যকরী অধিবেশনে গৃহীত সুপারিশগুলি প্রস্তাবাকারে উত্থাপন করিতে বলেন। শ্রী বসু প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করেন ও উহা সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। (এই সংখ্যার অন্যত্র প্রস্তাবাবলী দ্রষ্টব্য) অতঃপর অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে সমিতির সহকারী সম্পাদক সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দ সমবেত গ্রন্থাগারিকবৃন্দ ও অন্যান্য ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন মালদহের মত অনাদৃত জেলায় সমস্ত কষ্ট ভোগ করিয়া সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দ যে সম্মেলন সফল করিয়া তুলিলেন তাহার জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। শ্রী বি, এস কেশবন, শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু সহ অন্যান্য গ্রন্থাগারিককে তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য অভ্যর্থনা সমিতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি আশা করেন মালদহে জেলাব্যাপী গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য সরকারী সাহায্য পাওয়া যাইবে।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু : —মালদহ অধিবাসীদের আতিথেয়তার প্রশংসা করেন।

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু : - মালদহে গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠানের কারণ বর্ণনা করিতে যাইয়া শ্রীবসু বলেন যে কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠ ছাড়াইয়া গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করাই এই সিদ্ধান্তের মূলে ছিল। তিনি সম্মেলনের জন্য স্থানীয় নিখুঁত ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশেষভাবে প্রশংসা করেন স্বেচ্ছাসেবকদের। তিনি সম্মেলনের মূল সভাপতি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যবৃন্দকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর সভাপতির তরফ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর তুমুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দুই দিন ব্যাপী সম্মেলনের পরিসমাপ্তি হয়। সম্মেলনের সমাপ্তির পর সমস্ত প্রতিনিধিবৃন্দকে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আপ্যায়িত করা হয়।

মালদহ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

গ্রন্থাগার আইন :—

(১) পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় ও জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অসামরিক ব্যয় বরাদ্দের (বাজেট) মধ্যে একটি স্বতন্ত্র খাতে যথেষ্ট অর্থ মঞ্জুর করা হউক।

(২) এই সম্মেলনের ইহাই সুচিন্তিত অভিমত যে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে বিনা খরচায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা দিবার নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গে একটি গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

(৩) উপযুক্ত সময়ে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করিবার নিমিত্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগ আয়োজন করা উচিত। ইহাই এই সম্মেলনের অভিমত।

(৪) এই সম্মেলনের অভিমত এই যে রাজ্য পরিষদের সভ্য শ্রীনির্ম্মল ভট্টাচার্য্যের রচিত পশড়া গ্রন্থাগার আইনটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা উচিত এবং প্রয়োজনবোধে ঐ পশড়া আইনের পরিবর্ত্তন ইত্যাদি সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া উচিত অথবা পরিষদের উচিত একটি ভিন্ন পশড়া আইন এই উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা। এই সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে পরিষদ প্রতিষ্ঠান সভ্যদের মতামত গ্রহণ করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন :—

এই সম্মেলনের ইহাই অভিমত যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে একটি গ্রন্থাগার অধিকরণের সৃষ্টি করা হউক ও এই অধিকরণ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগিতায় রাজ্য আয় ব্যয় বরাদ্দে (বাজেটে) গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করিবেন।

গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের সম্বন্ধীয় প্রস্তাব : –

(১) এই সম্মেলনের ইহাই অভিমত যে পশ্চিমবঙ্গে জেলা সামাজিক শিক্ষা পরামর্শ-দাতা পরিষদে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্ততঃ একজন প্রতিনিধি লওয়া হউক।

(২। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ জেলা পরিষদের সহিত সম্পর্কের মর্ত্তাদি নির্দ্ধারণ করিবেন এবং এইরূপ যে সমস্ত জেলা পরিষদ ইতিমধ্যেই গঠিত হইয়াছে সেগুলিকে অনুমোদিত সংস্থারূপে স্বীকার করিবেন। এই সম্মেলনের ইহাই অভিমত।

(৩) এই সম্মেলনের অভিমত এই যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠান সদস্যদের মতামত গ্রহণ করিয়া যে সমস্ত জেলায় জেলা পরিষদ অবর্ত্তমান সেই সমস্ত জেলায় উহা গঠন করিবেন।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার :—

(১) এই সম্মেলনের অভিমত এই যে প্রতিটি বিদ্যালয় উহার গ্রন্থাগার পরিচালনার নিমিত্ত একজন পূর্ণ সময়ের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করিবেন।

(২) এই সম্মেলনের অভিমত এই যে প্রতি সপ্তাহের বিদ্যালয় কার্য্যতালিকায় প্রতি শ্রেণীর জন্য দুই ঘণ্টা ছাত্রদের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবহারে জন্য নির্দ্দিষ্ট হউক।

(৩) এই সম্মেলনের অভিমত এই যে ছাত্রদের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অধিক সংখ্যায় উপযুক্ত পুস্তকাবলী প্রকাশিত হউক।

শিশু গ্রন্থাগার :—

(১) এই সম্মেলনের ইহাই অভিমত যে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রতি ওয়ার্ডে ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পৌরসভার এলাকায় শিশুগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হউক।

(২) এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ করিতেছে যে ইহার প্রতিষ্ঠান সভ্যদের তত্ত্বাবধানে শিশু গ্রন্থাগার স্থাপনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করুন।

অভিনন্দন

"The officers and members of the Canadian Library Association—Association Canadienne des Bibliotheques, send their best wishes for a successful Eighth Bengal Library Conference at Malda, April 16th to 17th, and their personal greetings.

Our Association is extremely interested in the discussions which you have undertaken regarding the problems which face the library movement in West Bengal today."

Canadian Library Association, Canada

"I am glad to know that, under the auspices of the Bengal Library Association, the Eighth Bengal Library Conference will be held at Malda on the 16th and 17th April, 1954

The Bengal Library Association founded and organised by the late Manindra Deb Rai Mahashaya of Baneberia, Hooghly, has, since its inception, been playing an important role in the field of education by promoting library-mindedness among the people. It has also been co-ordinating and stimulating the activities of different libraries in the State.

I trust that the ensuing Conference will discuss various problems which face the library movement in the State today, and that its deliberations will be of benefit to people interested in the subject.

I wish the Conference all success."

Governor of West Bengal.

"I am glad to know that the Bengal Library Association will be holding the Eighth Bengal Library Conference at Malda on the 16th and 17th April 1954 under the presidentship of Sri Anathnath Basu, Principal, Central Institute of Education, Delhi. I wish your Conference success."

S. Radhakrishnan—Vice-President, Indian Republic.

"I am desired by Maulana Saheb to send his good wishes."

J. R. Kripalani—Ministry for Education, India.

"I am glad to learn that West Bengal is reconstructing and expanding its Library service and will provide in the next three years

a District library for each unit. It will depend upon the librarians of West Bengal to make this movement a success and to expand it into one for the development of culture and taste among the people. They can also play a leading role in encouraging the growth of worthwhile literature for the masses.

I hope that the Librarians of West Bengal, assembled in their Eighth Conference, will devise practical steps towards this end and I wish them every success in their task."

Humayun Kabir, Ministry of Education, India.

"I am glad to hear that the Eighth Bengal Library Conference is going to be held at Malda on the 16th and 17th instant. I wish the Conference every success. Of the agencies that have come into existence for diffusion of knowledge the library movement is one of the most important."

Pannalal Bose, Education Minister,
Government of West Bengal.

"Wish Eighth session deliberations success"—(Telegram)

Himmatbhai Vyas, Peoples' Free Reading Room, Bombay.

"On behalf of the officers and members of the American Library Association I would like to send you our best wishes for the success of the Eighth Bengal Library Conference to be held at Malda on April 16 and 17, 1954.

The gravity of the times lends a particular touch of importance to the thinking and planning of library associations. The great necessity for an informed citizenry in the world lays upon libraries today a particularly heavy responsibility. The concerted thinking of librarians through conferences of the profession will better enable us all to meet these responsibilities."

American Library Association, Chicago.

"The New Zealand Library Association sends greetings and best wishes to the Bengal Library Association on the occasion of its eighth conference. We have been interested in the library developments which have been taking place in your country in recent years. You have been working under great difficulties, but progress can be made by united effort. We hope that your discussions on the various problems which

face the library movement in West Bengal will be fruitful in ideas for their solution and stimulating in enthusiasm to carry them out."

New Zealand Library Association, Wellington.

"Special Libraries Association extends best wishes on Eighth Bengal Library Conference. May your Association grow and prosper." – Telegram.

Special Libraries Association, New York.

'Public Libraries in our country mostly owe their origin and development to individual initiative and private beneficience. In the absence of coordinated planning and organisation on the one hand and for lack of funds on the other, their condition hitherto could not, in most cases, rise high nor could they progress on satisfactory lines.

Now, with the rapid spread of literacy and expansion of general education as a result of the vigorous efforts under the Five Year Plan, the urgency of a well-organised library on visaging a net-work of organisations covering the countryside, an effective book exchange, inter library loan and above all materials suitable for consumption by the neo-literates are some of the outstanding problems to which the planners and administrators of the Five Year Plan have addressed themselves.

"The present session of the conference of library-workers under the auspices of the Bengal Library Association will have fully justified its objective, if concrete and clear-cut ways and means for the implementation of the National Library Service Scheme emerge out of the deliberations. Let me fervently hope that this Conference will give a correct and constructive lead to the Library movement in this State."

Director of Public Institution, West Bengal.

"The Library is often called 'the People's University'. In a democratic society, it should be a powerful agency for the advancement of learning and culture; and as such the place of libraries in any scheme of our national and educational reconstruction cannot be overstressed. A Library Conference, therefore, holds out great expectations to all who are interested in the education of our people, both young and adult. I hope that the Malda session of the Bengal Library Conference will give a lead in the right direction to the workers in the field of the Library movement in West Bengal and accelerate the

progress of learning and culture in this state of ours. I wish the Conference all success."

Vice-Chancellor, CalcuttaUniversity.

"A library is the golden treasury of mighty minds. From the national point of view there is no better way to educate the minds of the public in the right drection than by the spreading of the library movement.

A Conference convoyed by you for discussing the varicus problems which face you is a move in the right direction and I wish it every success."

Registrar, Calcutta Uniyersity.

"A library movement is always associated with national regeneration. The history or countries that are free or have achieved freedom recently would show how the library movement has been one of the most potent forces in transforming the destiny of nations. The Bengal Library Association has been doing yeoman's service in spreading the light of knowledge to those who are not very fortunately placed. I am glad they are extending their activities to different parts of Bengal. I wish the Conference to be held under the distinguished presidentship of my valuded friend Sj. Anathnath Basu, a great success."

K. D. Ghosh, Govt. College, Darjeeling.

"I congratulate you on the efforts you are making to organise the library movement in your State. You will be hapy to learn that this movement is making a steady progress in Maharashtra also. I hope, in due course, the sponsors of this movement in Bengal and in Maharashtra will come together, compare notes and perfect the technique of this very useful branch of our national activities. I wish your conference all success."

President, Maharashtra Granthalaya Sangh, Poona.

"On behalf of the Madras Library Association I have the greatest pleasure in sending my hearty felicitations to the Bengal Library Association on the occasion of the eighth Bengal Libaary Conference to be held at Malda on the 16th and 17th of April, 1951. We remember how the late Kumar Munindra Deb Rai Mahasai fought on the floors of your legislature for the Government patronage and the encouragement of the Library Movement in your State. We also

recollect the great enthusiasm evinced by Sri T. C Dutta, one of your Vice-Presidents, while he was here some years back.

. We wish your conference all success."

President, Madras Library Association.

"The Indian Librarian greets with great pleasure the 8th Session of the Bengal Library Conference. The library movement is of the highest importance in promoting education and culture among our people. Various grades of libraries from the humble library to the State Public Library have to be organised with the co-operation of the Intelligentsia and Government is necessary for the purpose. May your deliberations make a successful record with a purposeful attitude towards the many practical problems now at issue and their satisfactory solution."

Editor, The Indian Librarian, Jullundur city.

"I am confident that under the able guidance of my friend, Sri Anathnath Basu, the 8th Bengal Library Conference will give a drive to the Library movement in Bengal which will be in keeping with the fine traditions of the great land which Bengal has been. I wish the Conference all success."

President, Andhradesa Library Association, Madras.

".....গ্রন্থাগার সম্মেলনের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য আমাদের কাম্য। গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়া শিক্ষার নূতন পথ কাটিয়া তৈয়ারী করিবার সম্ভাবনা দেশের সর্বত্রই রহিয়াছে। এই পথে শিক্ষা সর্ব্বজনলভ্য হইবে। আমি পুনরায় আপনাদের সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি। ইতি —

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, এম, এল, এ,

প্রদর্শনী

মালদহ গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে স্থানীয় বি, আর, সেন গ্রন্থাগার ভবনে একটি গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। শ্রীঅমরেন্দ্রকৃষ্ণ ভাদুড়ি এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীর সংগঠনের ভার গ্রহণ করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্ম্মী শ্রী কে, বি, রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে উক্ত গ্রন্থাগারের কর্ম্মীবৃন্দ। যে সকল প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীকে

সাফল্যমণ্ডিত করিতে সহায়তা করেন তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল। সম্মেলন প্রস্তুতি সংসদ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

১। জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা।
২। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার, কলিকাতা।
৩। বৃটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার, কলিকাতা।
৪। বালী সাধারণ পাঠাগার, বালী।
৫। সুবার্বণ রিডিং ক্লাব, বেলিয়াঘাটা।
৬। হেমচন্দ্র পাঠাগার, খিদিরপুর।
৭। মাইকেল লাইব্রেরী, খিদিরপুর।
৮। ঢাকুরিয়া সাধারণ গ্রন্থাগার, কলিকাতা।
৯। বি. আর. সেন সাধারণ গ্রন্থাগার।
১০। জেনারাল প্রিণ্টার্স, কলিকাতা।

মালদহ সম্মেলনের স্থানীয় ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থাপকগণ

অভ্যর্থনা সমিতি ঃ—সভাপতি শ্রীরমাপ্রসন্ন রায়, সম্পাদক শ্রীদিনেশচন্দ্র জোয়ারদার, সহঃ সম্পাদক দেবব্রত ভট্টাচার্য্য ও শ্রীননীবিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ শ্রীবিমলকৃষ্ণ সান্যাল।

গ্রন্থাগার সংযোগ উপসমিতি ঃ—সম্পাদক শ্রীনিমাইচাঁদ কুমার, সভ্যবৃন্দ—শ্রীরঞ্জিৎ দত্ত, শ্রীনিলীমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমণি ঘোষ, শ্রীযমুনাথ অগ্রবাল, শ্রীঅনিল কুমার মিশ্র, শ্রীমনোরমা রায়, জনাব আকসার আলি, শ্রীঅবনী চক্রবর্ত্তী, শ্রীসত্য চক্রবর্ত্তী।

খাদ্য বাসস্থান উপসমিতি ঃ—আহ্বায়ক শ্রীমতী দেবযানী দেবী সভ্যবৃন্দ—শ্রীসমীর ঘোষ, শ্রীশরৎচন্দ্র দাস, শ্রীবিমলকৃষ্ণ সান্যাল।

প্রদর্শনী উপসমিতি ঃ—আহ্বায়ক শ্রীপাম্পা চক্রবর্ত্তী, সভ্যবৃন্দ শ্রীমণি ঘোষ, শ্রীসুধীর চক্রবর্ত্তী।

অভ্যর্থনা উপসমিতি :—আহ্বায়ক—শ্রীবিমলকৃষ্ণ সান্যাল, শ্রীদেবীদাস ঘোষাল, শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস, জনাব কমিরুদ্দিন আমেদ।

সাধারণ কার্য্যকরী উপসমিতি : সম্পাদক শ্রীদিনেশ জোয়ারদার, সভাবৃন্দ শ্রীরমাপ্রসন্ন রায়, শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী নিলীমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী লতিকা সেনগুপ্তা, শ্রীমতী উমা সরকার, শ্রীমোহিনীমোহন সান্যাল, শ্রীসত্যব্রত চক্রবর্ত্তী, শ্রীমহিমারঞ্জন দাস, শ্রীবিমল মিত্র, শ্রীকমলকুমার সান্যাল, জনাব কমিরুদ্দিন আমেদ।

প্রতিনিধিবৃন্দ

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সিংহ, চাকুরিয়া সাধারণ পাঠাগার, শ্রীবিমলকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীপ্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বাণী সাধারণ গ্রন্থাগার, শ্রীপ্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎ গবেষণাগার গ্রন্থাগার, শ্রীনিরঞ্জন মৈত্র, শ্রীমণি পাল, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শ্রীগোবিন্দভূষণ ঘোষ, ভূতত্ত্ব সমীক্ষা গ্রন্থাগার ও সম্পাদক ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, শ্রীহিমাংশু মিত্র, শ্রীগৌরচন্দ, চাকুরিয়া সাধারণ গ্রন্থাগার, শ্রীসন্তোষকুমার মজুমদার, গোহিলা যুবক সঙ্ঘ, মালদহ, শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ সান্যাল, শ্রীসুধীরকুমার চক্রবর্ত্তী, হরিশ্চন্দ্রপুর বান্ধব পাঠাগার, মালদহ, শ্রীকৃষ্ণেন্দু গোস্বামী, শ্রীবিভূতিভূষণ রায়, খরবা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, মালদহ, শ্রীসুশীলকুমার লাহিড়ি, শ্রীকৃষ্ণবিনোদ গোস্বামী, কালীগ্রাম ভারত ভবন গ্রন্থাগার, মালদহ, শ্রীরোহিণীকান্ত সরকার, চণ্ডীপুর সবুজ পাঠাগার, মালদহ, শ্রীচিত্তরঞ্জন কুমার, শ্রীনিতাইচাঁদ কুমার, শ্রীচন্দ্রশেখর কুমার, শ্রীঅনিলচন্দ্র কুমার, শ্রীনিরঞ্জন কুমার, শ্রীবাসুদেব কুমার, শ্রীসুকুমার মিশ্র, শ্রীঅতুলচন্দ্র কুমার, শ্রীপ্রবীরচন্দ্র কুমার, আড়াইডাঙ্গা গ্রন্থাগার, মালদহ, শ্রীকৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যজিৎ সেন, শ্রীরণজিৎকুমার দাস, জলপাইগুড়ি বাবু পাড়া পাঠাগার, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চৌধুরী, মহাদিপুর উন্নয়ন সাহিত্য সমিতি, মালদহ, শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার, শ্রীহিরন্ময় সান্যাল, মালতীপুর বাণী মন্দির, মালদহ, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিশ্র, শ্রীভোলানাথ কুমার, দেশগৌরব পাঠাগার, আড়াইডাঙ্গা, মালদহ, শ্রীঅমর রায় প্রধান, প্রিন্সডিক্টর নৃত্যেন্দ্রনারায়ণ ক্লাব, কুচবিহার, শ্রীপ্রভুদয়াল বেহানী, শ্রীকৃষ্ণ তেওয়ারী, রাজস্থান হিন্দি পুস্তকালয়, মালদহ, শ্রীশিবরঞ্জন ঘোষ, শ্রীনীহারকুমার নাথ, নবাবগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগার, ২৪ পরগণা, শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী অঞ্জলী চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর সাধারণ পাঠাগার, শ্রীবাসুদেব লাহিড়ি, সাঁজাগাছি সাধারণ গ্রন্থাগার, শ্রীঅভয়কুমার সরকার, মাধব স্মৃতি গ্রন্থাগার, সালকিয়া, শ্রীবিভাস সেনগুপ্ত, কেশব পাঠাগার, গরিফা, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীপরেশনাথ মল্লিক, রাজনারায়ণ বসু

স্মৃতি পাঠাগার, মেদিনীপুর, শ্রীপ্রদীপকুমার মিত্র, শ্রীসন্তোষ দে, সুবার্বান রিডিং ক্লাব, কলিকাতা, শ্রীহিরন্ময় গুপ্ত (ব্যক্তিগত সদস্য) শ্রীতড়িৎ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, পিয়ারীমোহন সাধারণ গ্রন্থাগার, বেলঘরিয়া, শ্রীগোবিন্দ গোপাল সেনগুপ্ত, হুগলী গ্রন্থাগার ও রামকৃষ্ণ আশ্রম গ্রন্থাগার, সিউড়ী, শ্রীঅজয় বসু, জেনারাল প্রিণ্টার্স ও পাব্‌লিশার্স, কলিকাতা, শ্রীঅভয়পদ ঘোষাল, এ, সি, ইনস্‌টিটিউসন, মালদহ, শ্রীঅরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, শ্রীজ্যোতীষচন্দ্র ঘোষ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, শ্রীজগমোহন মুখোপাধ্যায়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ সরবরাহ কেন্দ্র গ্রন্থাগার, কলিকাতা, শ্রীঅমরচন্দ্র মিশ্র, শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র ওঝা, শ্রীফতেনারায়ণ সিংহ, শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিশ্র, শ্রীঅখিলকুমার মিশ্র, শ্রীতড়িৎকুমার মিশ্র, ডাঃ প্রফুল্ল দাস, বাদীটোলা, মালদহ, মহম্মদ ইসাক, মহম্মদ খোরসেদ আলি, মীর মোসারফ হোসেন, জনাব আলতাফ হোসেন, এনায়েৎপুর ইউনিয়ন গ্রন্থাগার ও ক্লাব, মালদহ, শ্রীঅনুপম ঝা, ভারতী গ্রন্থাগার, বাঙ্গীটোলা, মালদহ, শ্রীঅনিলবরণ ঝা, ভারতী গ্রন্থাগার, বাঙ্গীটোলা, শ্রীসুবোধ মিশ্র, পিপলা পল্লী-সমিতি গ্রন্থাগার, পিপলা, মালদহ, শ্রীক্ষীরোদকুমার ধর, মালদহ, শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার, কলিকাতা, শ্রীগীতেশ্বর পাঠক, শ্রীসুশীলকুমার সিংহ, রূপালী আসর, মাণিকচক, মালদহ, শ্রীরাধাচরণ মজুমদার, শ্রীশ্যামসুন্দর চৌধুরী, বাঙ্গালগ্রাম জ্ঞানেন্দ্র গ্রন্থাগার, মালদহ, শ্রীঅবণীকান্ত তলাপাত্র, শ্রীবীরেশ্বর সরকার, বালুরঘাট সাধারণ গ্রন্থাগার, পশ্চিম দিনাজপুর, শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসৌরেন গাঙ্গুলী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, জনাব মহম্মদ বইসউদ্দিন, জনাব সেখ ইয়ার মহম্মদ, গয়েস বাড়ী গ্রন্থাগার, মালদহ, শ্রীকমলেশ চক্রবর্ত্তী, বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, মালদহ, শ্রীগোপীচরণ নন্দী, শ্রীমধুসূদন মণ্ডল, তরুণ গ্রন্থাগার, আরাপুর, মালদহ, শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ, শ্রীনিমাইচাঁদ ধাড়া, উলুবেড়িয়া পুরং পাঠাগার, শ্রীঅমিতাভ নন্দী, বসন্ত মেমোরিয়াল গ্রন্থাগার, চাকদহ নদীয়া, শ্রীমতী পি, দত্ত (ব্যক্তিগত) শ্রীকৃষ্ণবন্ধু দাস মালদহ কলেজ গ্রন্থাগার, শ্রীরঘুনাথ অগ্রবাল, বাণিভবন গ্রন্থাগার, পুরাতন মালদহ, শ্রীদিলীপ রায়, পি, ডি, এন ক্লাব, কুচবিহার, শ্রীসুবোধচন্দ্র চৌধুরী, রূপালী আসর, মাণিকচক, মালদহ, শ্রীসুশীলকুমার মৈত্র, তুলসীহাটা পল্লীমঙ্গল পাঠাগার, শ্রীমতী ছবি রায়, শ্রীঅনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য, পি, সি, বালিকা বিদ্যালয়,মালদহ, জনাব মহম্মদ আফসার আলি, জনাব মহম্মদ খলিল মজদুর সাহিত্যকুটির, ইংলিস বাজার, মালদহ, শ্রীপ্রমথনাথ সাহা, কালিয়াচক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, মালদহ, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সরকার, গোবিন্দপুর যনফুল ক্লাব ও গ্রন্থাগার, শ্রীপ্রতুলচন্দ্র ঝা, জনাব এ, গণি গৌড়ানগর গ্রন্থাগার মালদহ, শ্রীবিভূতী দাস, শ্রীএস ভৌমিক, বি, আর সেন গ্রন্থাগার ও মিউজিয়ম, মালদহ,

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য, বঙ্গবাণী পাঠাগার, মালদহ, শ্রীএস, সি মুখোপাধ্যায়, জিলা স্কুল, মালদহ, জনৈক প্রতিনিধি, টাউন স্কুল, মালদহ, শ্রীঅমূল্যচরণ সরকার ও জনৈক প্রতিনিধি, বংশবাড়ি পাঠাগার, শ্রীমোহিণীকান্ত সরকার, চণ্ডীপুর সাহিত্য পাঠাগার, মালদহ, শ্রীফণীভূষণ রায়, কসাশিয়াল লাইব্রেরী, কলিকাতা, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, শ্রীবি, এস, কেশবন, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা ইত্যাদি।

পরিষদ সংবাদ

কার্য্যকরী সংসদ :—২৯শে জুন ৫৪ তারিখে নব গঠিত কার্য্যকরী পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয়। বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অন্যতম ছিল মালদহ সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী ও এবৎসরের গ্রন্থাগারদিবস পালন। মালদহ প্রস্তাবাবলীগুলি আলোচিত ও যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া পরিষদের গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সারাভারতে গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞানের পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য দুইটি উপসংস্থা নিযোজিত হয়। গ্রন্থাগারদিবস পালনের খুটিনাটি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সম্পাদককে ক্ষমতা দেওয়া হয়।

১৯শে আগষ্ট '৫৪ তারিখে কার্য্যকরী পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে গ্রন্থাগারদিবস পালনের কার্য্যসূচী আলোচিত ও অনুমোদিত হয়।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পরামর্শদাতা সংস্থা :—গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সার্থক করিতে হইলে যেমন যথোপযুক্ত সংখ্যক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন, তেমনই এই সমস্ত গ্রন্থাগার যাহাতে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সুপরিচালিত হইতে পারে তাহাও দেখা আবশ্যক। বিদেশে এইজন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বহু গ্রন্থরচিত হইয়াছে। আমাদের দেশেও এতাবৎকাল পর্য্যন্ত এই বিষয়ে যে সমস্ত গ্রন্থরচিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা ও বহুমূল্য নগণ্য নহে। কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই ইংরাজীতে রচিত হওয়ায় উহা আমাদের জনসমাজের বৃহত্তর অংশের নিকট অবোধ্য ও অফলপ্রসূ হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ চাহেন যে দেশীয়ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পুস্তক রচিত হউক। এতদর্থে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বহুল ব্যবহৃত পরিভাষাগুলিকে কোন কোন শব্দে প্রকাশ করিলে ঐগুলি সমভাবে বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় প্রয়োগ

করা যাইতে পারে তাহা নিরূপণ করাই এই সংস্থা প্রথম কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

এই বৎসর এই সংস্থার এ পর্য্যন্ত তিনটি সভার অধিবেশন হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, সমস্ত পরিভাষা একত্র প্রকাশ না করিয়া গুরুত্ব অনুযায়ী ক্রমশঃ উহাদের প্রকাশ করা হইবে। তদনুযায়ী প্রথম দফায় প্রকাশ্য পরিভাষাগুলির তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। উহাদের এদেশীয় পর্য্যায় শব্দ নির্ব্বাচনের মূলনীতি ও নিরূপিত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে পরিভাষাগুলি এইরূপভাবে প্রস্তুত করা হইবে, যাহাতে তাহারা সংক্ষিপ্ত, সাঙ্কেতিতার্থ প্রকাশক, প্রচলিত এবং যুগপৎ হিন্দী, বাংলা ও সংস্কৃতে ব্যবহার্য্য হইতে পারে। প্রথম তালিকার পরিভাষা অধিকাংশ প্রস্তুত হইয়াছে। আশাকরা যায় আগামী সংখ্যার গ্রন্থাগারে ঐগুলি প্রকাশ করা হইবে।

গ্রন্থাগার বৃত্তি শিক্ষণ সংস্থা :—জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে এ বৎসরও শিক্ষণ ব্যবস্থা গত মে মাস হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত চলিতে থাকে অত্যধিক ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি হওয়ায় দিবাভাগে ও সান্ধ্য সময়ে দুইটি বিভাগে শিক্ষণ কার্য্য পরিচালিত হয়। প্রায় ৮৫ জন ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি হয় তন্মধ্যে ৬১ জন পরীক্ষায় উপস্থিত হয় এবং ৯ই হইতে ২০শে আগষ্ট ১৯৫৪ পর্য্যন্ত পরীক্ষা চলিতে থাকে। পরীক্ষার ফল শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পরিষদের সম্পাদকের আহ্বানে কার্য্যকরী সংসদের সভ্যবৃন্দ ও শিক্ষকমণ্ডলী পরিক্ষার পরেই গত ২১শে আগষ্ট ছাত্র ছাত্রীদের সহিত একটি চায়ের আসরে মিলিত হন। এই আসরে শিক্ষণ সংস্থার পরিচালক, পরিষদের কার্য্যকরী সংসদের সভ্যবৃন্দ এবং ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে খোলাখুলি ভাবের আদান প্রদান হয় এবং ছাত্র ছাত্রীরা সকলেই ভবিষ্যতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাজে যথাসাধ্য সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রকাশন সংস্থা :—এই সংস্থার প্রথম অনুষ্ঠিত সভায় ইহা স্থির হয় যে 'গ্রন্থাগার' নিয়মিত প্রকাশের বন্দোবস্ত করা হইবে এবং সারা বৎসরে ৪ সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। ইহাছাড়া Library Directory এই বৎসর প্রকাশিত হইবে তাহাও স্থিরীকৃত হয়। Directoryতে গ্রথিত বিবরণে সাম্প্রতিক তথ্য সন্নিবেশের জন্য সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্য প্রেরণের পুনরায় নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সমস্ত সংকলন কার্য্য শেষ করিয়া পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় পাঠাইবার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়।

গ্রন্থ নির্ব্বাচন সংস্থা : গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রাথমিক অবস্থায় পুস্তক নির্ব্বাচন এবং গ্রন্থাগারের পুস্তক সম্ভারের উপযোগিতায় নির্ণয় গ্রন্থাগারের একটি বড় সমস্যা। এই সমস্যাকে কিছু সাহায্য করিবার নিমিত্ত এই সংস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে ১০০০

বাংলা মূল পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন করিবেন। এই ১০০০ পুস্তক অবশ্য মুদ্রিত এবং প্রাপ্তিযোগ্য হওয়া দরকার। ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে এই পুস্তক সম্ভারকে ডিউই দশমিক পদ্ধতিতে নির্দ্দেশিত বিভিন্ন বিভাগ অনুযায়ী নির্ব্বাচিত করা হইবে। সংস্থার বিভিন্ন সভ্য সমস্ত কার্ড টিকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইয়াছেন এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে তালিকার কিছু অংশ প্রকাশ করা যাইবে।

গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন সংস্থা :—এ সংস্থার প্রথম অধিবেশনে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে বর্ত্তমান বর্ষে আঞ্চলিক সংযোগ সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করিতে হইবে। কার্য্য প্রসার অপেক্ষা বর্ত্তমানে গঠিত আঞ্চলিক সংস্থাগুলির কার্য্যাবলীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। সংস্থা যে খসড়া কার্য্যসূচী প্রণয়ন করেন তাহা পরিষদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সদস্যদের নিকট প্রেরিত হয় এবং তাঁহাদের মতামত জানিতে চাওয়া হয়। ইহার উত্তরে সংস্থা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে খসড়া কার্য্যসূচী ও সমর্থনপত্র পাইয়াছেন। কিন্তু সংস্থার সক্রিয় কর্ম্মীর অভাবে সমস্ত প্রস্তাবগুলি বর্ত্তমানে গ্রহণ করা যাইতেছে না। ইহা ছাড়া আলোচ্য বর্ষে একটি ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং কাজও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। সাম্প্রতিক সংস্থার প্রচেষ্টায় যে যে সভা ইত্যাদি হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

গত ৩০শে মে দক্ষিণ চব্বিশপরগণা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সংসদের কার্য্যকরী সমিতি গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তাব লইয়া আলোচনা করেন গত ১৮ই জুলাই ঐ একই সংস্থার উদ্যোগে "লোকশিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থাগার" এই বিষয়ের উপর এক আলোচনা সভার আয়োজন হয়। সভান্তে গ্রন্থাগার বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

গত ৪ঠা জুলাই নওয়াপাড়া (২৪ পরগণা) থানা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৬ই জুলাই খিদিরপুরে (কলিকাতা জেলা) মাইকেল মধুসূদন গ্রন্থাগারের উদ্যোগে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের এক ঘরোয়া সভা হয় এবং দক্ষিণ কলিকাতা আঞ্চলিক সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১লা অগাষ্ট জনাই (হুগলী) সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে স্থানীয় বিদ্যালয়ে হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগার প্রতিনিধিদের এক সভা হয় এবং জেলা সংগঠন গঠনের উদ্দেশ্যে এক প্রস্তুতি সংস্থা গঠিত হয়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

গ্রন্থাগার পরিচালনা ও বইয়ের যত্ন – শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ, কলিকাতা ; মূল্য—১৷৷০ টাকা।

বাঙলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই হাতে পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। ইতি-পূর্ব্বে কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু ও সুখেনলাল চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কয়েকখানি বই লিখেছেন। বাঙলা ভাষায় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের পুস্তক রচনায় তাঁরা পথিকৃৎ। তার পর অনেক বৎসর পার হয়ে গেছে। নতুন বই কিছু প্রকাশিত হয়নি। অথচ গত কয়েক বৎসরের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গ্রন্থাগারগুলির অপেক্ষাকৃত কিছু উন্নতিও হয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা ক্লাশে শিক্ষার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধি ও বাঙলায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক রচনায় উৎসাহ দেবে। বাঙলা দেশের গ্রন্থাগার-গুলিতে অনেক কর্ম্মী আছেন যাঁদের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নেই। সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য তাঁদের বাঙলা ভাষায় লেখা বইয়ের প্রয়োজন। রাজকুমারবাবুর বই সেদিক থেকে সময়োপযোগী হয়েছে। রাজকুমারবাবু এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ গ্রন্থাগার কর্ম্মীর কাছ থেকে আমরা এ বিষয়ে আরও অনেক বই পাবো বলে আশা করি।

রাজকুমারবাবু দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ আলোচ্য ছোট বইটি ছোট ছোট গ্রন্থাগার আধুনিক পদ্ধতিতে পরিচালনায় সাহায্য করবে। বিশেষ করে যে সব গ্রন্থাগার শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করতে পারে না তাদের পক্ষে বইটি উপযোগী। সরল ভাষায় চার্ট ইত্যাদি সহযোগে নীরস বিষয়কেও লেখক সহজবোধ্য করতে পেরেছেন। তবে স্থানে স্থানে তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্যগুলি না থাকলেই ভালো হতো। বিজ্ঞানের বই একান্তরূপে নৈর্ব্যক্তিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই গ্রন্থে বর্গীকরণ ও তালিকাকরনের উপর দু'টি অধ্যায় যোগ করলে গ্রন্থাগার পরিচালনার বিষয়ে বইটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারত। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে লেখক এই প্রস্তাব ভেবে দেখবেন। ক্যালকাটা বুক ক্লাব একটি নতুন বিষয়ে বই প্রকাশ করবার যে ঝুঁকি নিয়েছেন সে জন্য তাঁরা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

ফরমান—নচিকেতা ভরদ্বাজ ; পরিবেশক: সিগনেট বুকশপ, কলিকাতা। দাম দু টাকা।

নচিকেতা ভরদ্বাজের কয়েকটি কবিতা পূর্ব্বে দু' একটি সাময়িক পত্রিকায় চোখে পড়েছে। তখনই অনুভব করেছি যে লেখকের রচনা সম্ভাবনাময়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ফরমান' পাঠ করে সে ধারণা দৃঢ় হলো। কবি বয়সে তরুণ, তাঁর কাব্যে পরিণত সুর আশা করা যায় না। কিন্তু তাঁর কাব্যগ্রন্থের প্রত্যেকটি কবিতা যে সম্ভাবনাময় সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। এখানে সংগৃহীত কবিতাগুলির মধ্যে কবির যৌবনসুলভ অস্থিরতা ফুটে উঠেছে ; এই অস্থিরতাই কবির বিশিষ্ট সুর। তাঁর ভাষা, ছন্দ, উপমা, সবই যেন একমুখী হয়ে উদ্বেল কবি-মানসকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। বর্ষার নদীর মতোই কবির প্রাণবন্যা কিছু আবর্জ্জনা ও পঙ্কিলতা বয়ে এনেছে। এর কারণ হয়তো কবির কাব্যাদর্শের মধ্যেই পাওয়া যাবে : "সহজতম আঙ্গিকে বহুজন হৃদয় সংবেদ্য যে ভাবানুভূতি তা-ই আমার কাব্যবস্তু। আধুনিক বাংলা কবিতা লোকে পড়তে চায় না, এবং প্রতিবাদ করতেই আমার এ কাব্য সংগ্রহ।" এই কারণেই কবির যৌনানুভূতির কবিতাগুলি বড় স্থূল মনে হয়। আশা করি তাঁর কাব্যপ্রেরণা পরিনতি লাভ করলে তিনি উপলব্ধি করবেন যে অনুভূতির ফটোগ্রফাই বড় কথা নয়, ইঙ্গিতময়তাই সকল কাব্যের প্রাণ।

ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট সুরুচিব্যঞ্জক।

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞপ্তি

আগামী বারের গ্রন্থাগার সম্মেলন

আগামী বারের গ্রন্থাগার সম্মেলন কোথায় আহূত হইবে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে। এখনই কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হইতে নিমন্ত্রণ আসিয়া পরিষদের অফিসে পৌঁছিয়াছে। কার্য্যকরী সংসদ স্থির করিয়াছেন যে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে নিমন্ত্রণাদি আসিলে পর সমস্তগুলির বিবেচনা করিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। সেই জন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্বীয় এলাকায় সম্মেলন আহ্বান করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অবিলম্বে পরিষদ অফিসে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়

গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা বহুদিক হইতেই সম্মেলনে আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করিয়া যে সমস্যাগুলি অতি সুস্পষ্টরূপে দেখা দিয়াছে এবং ব্যাপকভাবে সমাধানের অপেক্ষা রাখে তাহাদের আলোচনা হওয়া একান্তই প্রয়োজন। পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা যাইতেছে তাঁহারা যেন এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া বিবেচনামত বিষয়গুলিকে পরিষদ অফিসে অবিলম্বে প্রেরণ করেন। এই সমস্ত প্রেরিত বিষয়গুলি যে পরিষদকে আগামী সম্মেলনের বিষয় নির্ব্বাচনে বিশেষ সাহায্য করিবে আশা করি তাহা বলাই বাহুল্য।

পশ্চিমবঙ্গের গ্র র ডাইরেক্টরী

আশা করি সকলেই অবগত আছেন যে পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগারের ডাইরেক্টরী যতশীঘ্র সম্ভব প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। যাহাতে এই সংকলন হইতে কোনও গ্রন্থাগার বাদ না পড়িয়া যায়—তাহার জন্য পরিষদ যথাসম্ভব সতর্কতাপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যাহাতে কোনও গ্রন্থাগার ভুলবশতঃও

যাদ না পড়িয়া যায় তাহার জন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিষদের প্রেরিত ফর্ম পাইয়া যথারীতি তথ্যাদি দিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের কাছে পরিষদের একটি অনুরোধ আছে। তাঁহারা যেন তাঁহাদের নিকটস্থ প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট অনুসন্ধান করেন তাঁহারাও উক্ত ফর্ম পাইয়া যথাযথভাবে পাঠাইয়াছেন কি না। যদি কোনও প্রতিষ্ঠান ঐ ফর্ম না পাঠাইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে পাঠাইতে বলিলে বা যাঁহারা ফর্ম পান নাই তাঁহাদের পরিষদ অফিসে যোগাযোগ করিতে বলিলে পরিষদের কাজে যারপর নাই সাহায্য করা হইবে। এই কাজটি অত্যন্ত শীঘ্র করা প্রয়োজন, পরিষদ তাহার জন্য কৃতজ্ঞ থাকিবে।

অষ্টম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রদত্ত অভিভাষণ ও পঠিত প্রবন্ধাবলী

সমাজ, গ্রন্থাগার ও লোকশিক্ষা*

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার কোন যোগ্যতাই আমার নাই। তবুও আপনারা আমাকে এই সম্মান দিয়াছেন। বিনম্র হৃদয়ে কুণ্ঠিতচিত্তে আপনাদের এই দান আমি নতমস্তকে গ্রহণ করিলাম। যদি অযোগ্যতার জন্য এই গুরুভার দায়িত্ব বহনে আমার কোন ত্রুটি ঘটে তাহার জন্য আপনারা আমাকে মার্জনা করিবেন, কারণ তাহার কিছুটা দায়িত্ব আপনাদেরই।

গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বলিতে গিয়াই প্রথমে একটি পুরাতন স্মৃতি মনে জাগিল। সে আজ অনেক দিনের কথা। বন্ধুর সহিত পুরী গিয়াছি। মধুসূদন তীর্থ তখন সেখানে গোবর্ধন মঠে শঙ্করাচার্য। এককালে মহামহাপণ্ডিত বলিয়া তাঁহার ভারত-ব্যাপী খ্যাতি ছিল, ও জ্ঞানতপস্যার কেন্দ্র হিসাবে গোবর্ধন মঠের যশ দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তখন বহু বিদ্যার্থী জ্ঞানান্বেষণে গোবর্ধন মঠে আসিয়া মধুসূদন তীর্থের পাদতলে শিক্ষালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু তাহার পর বহু দিন চলিয়া গিয়াছে। মধুসূদন তীর্থ এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, গোবর্ধন মঠের পুরাতন গৌরব আর নাই, সেখানে এখন আর বিদ্যার্থী ও সাধকদের ভিড় হয়না।

এই মঠের সরস্বতীভবন অর্থাৎ গ্রন্থাগার একদিন বিখ্যাত ছিল। একদিন বহু জ্ঞানপিপাসুর জ্ঞানার্জনে তাহা সহায় হইয়াছিল। আমাদের আগ্রহ হইল সেই সরস্বতীভবন একবার দেখি। কিন্তু শুনিলাম বহুদিন হইতে সেই সরস্বতীভবনের দ্বার বন্ধ, সেখানে তালা দেওয়া, সেখানে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। বহু চেষ্টা করিলাম, কত লোককে ধরিলাম, এমন কি মধুসূদন তীর্থের নিকটও আবেদন করিলাম। তিনি এখন জরাজীর্ণ স্থবির, কোন কথাই শোনেন না। অবশেষে প্রস্তাব করিলাম আমরা গ্রন্থগুলির সূচী করিয়া দিব। তাহাতে কাজ হইল। বহুদিনের রুদ্ধ কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইল। কিন্তু কি দৃশ্য দেখিলাম! প্রকাণ্ড একটি কক্ষ পুঁথিতে ঠাসা, বহুদিনের অব্যবহারে অপব্যবহারে পুঁথিগুলি ইতস্তত অবহেলিত, উই আর ইঁদুরের অত্যাচারে বহু পুঁথি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশই আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। চোখে জল আসিল। যে হতভাগ্য দেশ এই মহামূল্য রত্ন এইভাবে অযত্নে নষ্ট হইতে দিয়াছে ও দিতেছে তাহার কি হইবে?

*বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মালদহ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ, ২ বৈশাখ, ১৩৬১।

কল্পনানেত্রে দেখিতেছি নালন্দা মহাবিহারের গ্রন্থাগারগুলি—রত্ননিধি, রত্নোদধি, রত্নরঞ্জক। গ্রন্থাগারের কী সুন্দর, কী সার্থক নামকরণ! যুগের পর যুগ শত শত বিদ্যার্থী রত্নের সন্ধানে সেখানে আসিয়াছে, তপস্যা করিয়া সে রত্ন লাভ করিয়াছে, জীবন ধন্য করিয়াছে, গ্রন্থাগারকে ধন্য করিয়াছে। গ্রন্থাগারের এই তো চরম সার্থকতা।

গ্রন্থাগার জ্ঞানতপস্যার সাধন, যেখানেই এই সাধনা আছে সেখানেই গ্রন্থাগার আছে। বিদ্যার কেন্দ্রের সহিত গ্রন্থাগারের এই অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠ যোগ গ্রন্থাগারের বিশেষত্ব।

যখন প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তখন যেখানে যেখানে অধ্যাপকের বাস ছিল সেখানে সেখানে পুঁথিসংগ্রহ বা গ্রন্থাগার ছিল। আমাদের জীবনে সে ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছি। ত্রিশ বৎসর আগেও এই বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ঘুরিতে গিয়া পনের দিনের মধ্যে শত শত পুঁথির সন্ধান পাইয়াছি—শত শত পুঁথি দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাদেরও সেই গোবর্ধন মঠের সরস্বতীভবনের পুঁথিগুলির অবস্থা। এককালে তাহাদের কত সম্মান, কত যত্ন ছিল, কত লোক সেগুলির সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করিত, অধ্যয়ন অধ্যাপন করিত। আজ সেদিন আর নাই। আজ পুঁথিগুলির মর্যাদা বুঝিবে এমন লোকেরও অভাব ঘটিয়াছে। কোথাও কোথাও দেখিয়াছি তাহাদের পূজা হয়; কিন্তু সে তো পাটার পূজা, দেবতার প্রাণহীন কাঠামোর পূজা, পুঁথির যথার্থ ও একমাত্র পূজা তো তাহার প্রকৃষ্ট ব্যবহার—সে ব্যবহার শেষপ্রায় হইয়া গিয়াছে, সে পূজা করিবে এমন পূজারী আর নাই।

কিন্তু দুঃখ করিব না। পুরাতনের পরিবর্তে যে নূতন ব্যবস্থা আসিয়াছে সেখানেও গ্রন্থাগারের এই ধারা অব্যাহত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে বিদ্যার কেন্দ্রে কেন্দ্রে সে ধারা চলিয়াছে, শুধু চলে নাই, অতীতের তুলনায় পুষ্টিলাভও করিয়াছে।

মনে পড়িতেছে আমাদেরই যুগের এক জ্ঞানতপস্বীর কথা যিনি এইভাবে সারা জীবন গ্রন্থাগারের মধ্যে জ্ঞান সাধনা করিয়া দিন কাটাইয়াছেন এবং এখনও কাটাইতেছেন। তিনি আপনাদের এই মালদা জেলারই লোক। আমি আমার পরমপূজনীয় আচার্য শ্রী বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা বলিতেছি। বলিতে গিয়া হঠাৎ শান্তিনিকেতনের একটি ছবি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। তখনও শান্তি-নিকেতনে বিদ্যুৎ আসে নাই, পাকা দালানও বেশী হয় নাই। শান্তিনিকেতনের উপরিতলে ছাত্রাবাসে আমরা কয়েকজন বাস করি। কতদিন দেখিয়াছি সারাদিন

গ্রন্থাগারে লেখাপড়া করিবার পর বৈকালিক ভ্রমণ ও সান্ধ্য কৃত্যাদি সারিয়া শাস্ত্রীমশায় একটি লণ্ঠন হাতে লইয়া নির্জন গ্রন্থাগারে আবার তাহার আসনটিতে আসিয়া বসিয়া লেখাপড়া করিতেছেন। ক্রমে রজনীর প্রথম যাম অতীত হইল, আশ্রমে বেশীর ভাগ লোকই শয্যার আশ্রয় লইয়াছেন, অথবা শয়নের আয়োজন করিতেছেন। তখন তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, লণ্ঠনের বাতিটি কমাইয়া দিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার কুটীরে ফিরিয়া গেলেন। গ্রন্থাগারের মর্যাদা ইহারাই জানেন।

আবার এখনও দেখিয়াছি বিদ্যার কেন্দ্রে গ্রন্থাগারের দ্বার নানাবাধাসঙ্কুলিত কণ্টকাকীর্ণ, অথবা সেখানে গ্রন্থের আদর নাই। গ্রন্থাগারের দ্বার বাধাকীর্ণ করিয়া রাখার একটিমাত্র অর্থ হইতে পারে। যেখানে সে ব্যবস্থা সেখানে গ্রন্থের ব্যবহারের চেয়ে গ্রন্থ রক্ষা করার উপর নজর বেশী। ইহা কৃপণের মনোভাব; ইহার দ্বারা গ্রন্থাগারের সার্থকতা ব্যহত হয়, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে পারে না। যেখানে গ্রন্থের আদর নাই সেটা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দোষে। আমাদের এই পাঠ্যপুস্তক-সর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা এমনই বিচিত্র যে এখানে পরীক্ষাফলপ্রুক্ত ছাত্রদল গ্রন্থ না পড়িয়া গ্রন্থের সমালোচনা পড়ে, গ্রন্থের পরিবর্তে গ্রন্থের কঙ্কালের আদর করে। সুতরাং তাহারা যদি গ্রন্থাগারের মর্যাদা না বোঝে, পাঠ্যাতিরিক্ত অন্য কোন গ্রন্থের মূল্য না দেয়, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। ইহাদেরই লক্ষ্য করিয়া একদা রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান বক্তাকে একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—"বিদ্যালয়ে শিশুকাল থেকে আমরা বাঁধা খোরাকে অভ্যস্ত হই বলে আমাদের মনন শক্তির সজীবতা হারাই—বুদ্ধির ক্ষেত্রে নিজেরা চরে খাবার অভ্যাস যারা না করে তাদের চিত্ত কোন কালে সবল হয় না। তোমরা গয়লার কাজ ছেড়ে দিয়ে রাখালের কাজ কোরো"।

রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি যে কতখানি সত্য তাহা আমরা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি। তাই আজ চারিদিকে শিক্ষাসংস্কারের দাবী উঠিয়াছে! কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষাসংস্কার কমিশন যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে অন্যান্য নানা সংস্কারের সঙ্গে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের উপর বিশেষ করিয়া জোর দেওয়া হইয়াছে। আশা করিতেছি যখন কমিশন-পরিকল্পিত শিক্ষা-সংস্কার দেশের সর্বত্র প্রযুক্ত ও কার্যকর হইবে তখন আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সার্থক হইবে, তখন সত্য সত্যই এদেশে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থের আদর, মর্যাদা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবে!

এতক্ষণ আমি বিদ্যাকেন্দ্রসম্পৃক্ত গ্রন্থাগারগুলির কথাই বলিয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীতে আর একশ্রেণীর গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়। এগুলি সাধারণ গ্রন্থাগার নামে সর্বত্র সুপরিচিত।

এই সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সৃষ্টির সহিত রাজনীতির জগতে লোকতন্ত্রের অভ্যুদয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। এককালে শক্তি ও সংস্কৃতি দেশের অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। লোকতন্ত্রের অভ্যুদয়ে সে শক্তি দেশের সর্বসাধারণের আয়ত্ত হইল, ধীরে ধীরে দেশের জনসাধারণ সংস্কৃতির অধিকার লাভ করিল। যে জ্ঞান, যে বিদ্যা, যে সংস্কৃতি মুষ্টিমেয় জনসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত ছিল তাহাদের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হইল। সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্ম তখনই হইল।

সাধারণ গ্রন্থাগারে জন্মকাহিনীর এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পিছনে একটি ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, একটি কথা অনতিব্যক্ত অথচ সুস্পষ্টভাবে রহিয়াছে। সে ভাব, সেই কথাটি এই যে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিও লোকশিক্ষার বাহন, সেগুলিও অপর যে শ্রেণীর গ্রন্থাগারের কথা পূর্বে বলিয়াছি তাহাদেরই সমগোত্র, সমজাতি, তাহাদেরই মত বিদ্যার কেন্দ্র। জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলাই তাহাদের প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য। জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা অর্থাৎ জাতীয় সংস্কৃতির সহিত তাহাদের পরিচয় করিয়া দেওয়াই তাহাদের বড় কাজ, যাহাতে এইভাবে শিক্ষালাভ করিয়া তাহারা জাতীয় সংস্কৃতিকে তাহাদের অবদানের দ্বারা সমৃদ্ধতর সার্থকতর করিয়া তুলিতে পারে।

বিদ্যা অর্জন করিতে হইলে বিদ্যার্থী হইয়া গুরুকুলে আচার্যের নিকট যাইতে হইবে। ইহাই ছিল আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথা ; যুগধর্মে কিছুটা রূপান্তরিত হইলেও এই প্রথা আজও চলিতেছে। শুধু প্রাচীনকালে বিদ্যার জন্য শুল্ক দিতে হইত না, আজ সেটা দিতে হইতেছে। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক যে লোক জীবিকার্জনের জন্য নানা কর্মে ব্যস্ত তাহার বিদ্যার্জনের নিরবচ্ছিন্ন সেই অবসরও নাই, আর বিদ্যার জন্য যে শুল্ক আজ দিতে হয় সে শুল্ক দিবার সামর্থ্যও হয়তো তাহার নাই। সাধারণ গ্রন্থাগার তাহারই বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র; জ্ঞানার্জনের সাধন ও সহায়। সেখানে নিজের চেষ্টায় তাহার নিজের অভিরুচি অনুযায়ী সে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে, নিজেকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারে। সেখানে সে সুযোগ সে পায় যে সুযোগ হয়তো জীবনের আরম্ভে নানা কারণে সে পায় নাই। এইভাবে যে বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জন হয় তাহার মূল্য কি বিদ্যালয়ে মহা-বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত বিদ্যার চেয়ে কম ? বরং একদিক দিয়া দেখিলে

বলিব এক হিসাবে এই বিদ্যা সার্বকভৌম, কারণ ইহা সম্পূর্ণই স্বপ্রণোদিত ও স্বোপার্জিত। ইহার সহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারের এই যে রূপ বর্ণনা করিলাম এই কি আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির রূপ? যদি বলি 'হাঁ' তবে অপভাষণ ও অতিভাষণ দোষ ঘটিবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই এখনও পর্যন্ত লোকশিক্ষার বাহন হইয়া ওঠে নাই। ইহার যে ব্যতিক্রম নাই একথা বলিব না; কিন্তু বেশীর ভাগ সাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধেই একথা বলা চলে যে তাহারা লোকশিক্ষার বাহকরূপে তাহাদের যে দায়িত্ব আছে সেসম্বন্ধে সচেতন নহে ও সে দায়িত্ব পালন করিবার উপযুক্ত কোন সুকল্পিত কর্মপদ্ধতি তাহাদের নাই। তাহাদের অধিকাংশই ক্ষণিক চিত্ত-বিনোদনের খোরাক জোগাইয়াই সন্তুষ্ট।

বিদ্যা বিনোদন বটে কিন্তু সবটাই বিনোদন নহে।

আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যদি শুধু পাঠকবর্গের রুচি অনুযায়ী লঘু সাহিত্য জোগাইয়া তাহাদের কাজ সম্পন্ন করিতেছে বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে সেটা অন্যায় হইবে, বিশেষ করিয়া আজিকার দিনে। আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে, আজ আমরা দেশে লোকতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছি এবং আমাদের সমস্ত কল্যাণশক্তি এই চেষ্টায় নিয়োগ করিতেছি। আজ আমরা বুঝিয়াছি যে নূতন ভারতবর্ষে যে নূতন লোকতান্ত্রিক সমাজ আমরা গড়িতে চাই, তাহা শক্তি-শালী ও প্রাণবান করিতে হইলে তাহাকে ব্যাপক লোকশিক্ষার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

কিন্তু সে লোকশিক্ষা দিবে কে? সে ভার কে লইবে? সে লোকশিক্ষা শিক্ষার যে সাধারণ বাহন, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলির সাহায্যে সম্ভব নয়। দেশের জনসাধারণের কতটুকু অংশ সেভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে? বস্তুত লোক-শিক্ষার পথ অন্য। এককালে যাত্রা কথকতা পাঁচালীগান প্রভৃতি এই লোকশিক্ষার বাহন ছিল; তখন মুখের কথাই শিক্ষা দিবার প্রধানতম উপায় ছিল, বেশীর ভাগ মুখে মুখেই শিক্ষা দেওয়া হইত। সে ব্যবস্থা আজ মৃতপ্রায়। তাহা ছাড়া নূতন যুগে লিখিত কথার প্রাধান্য হইয়াছে; লিখিত কথার সহায়তায় আজ লোকসমাজকে শিক্ষা দিতে হইতেছে, বহুজনকে সে শিক্ষার আওতায় আনিতে হইতেছে। লোকতন্ত্রের ইহাই রীতি, ইহাই তাহার বিশেষত্ব।

লিখিত কথার সাহায্যে শিক্ষা অর্থাৎ গ্রন্থের সাহায্যে শিক্ষা। সে গ্রন্থের জন্য হয় বিদ্যালয়ে যাইতে হইবে, নাহয় গ্রন্থাগারে যাইতে হইবে। ইহা ছাড়া আর কোন উপায়

নাই। বস্তুত আজিকার দিনে আমাদের দেশে এই ধরনের লোকশিক্ষা শুধু সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিই দিতে পারে। এই শিক্ষা দিবার ভার তাহাদেরই লইতে হইবে।

একাজ করিতে হইলে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কর্মের ধারা কিছুটা পরিবর্তন করিতে হইবে, তাহাদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃততর করিতে হইবে। কিন্তু তাহা করিবার আগে প্রথমে তাহাদের এই কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে। এই চেতনা জাগিলে তখন প্রয়োজন হইবে একটি সুস্পষ্ট কর্মপদ্ধতির। সেই কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী গ্রন্থাগারের কর্মের ধারা গঠিত ও চালিত হইবে।

বৎসরান্তে কিছু বই কেনা, সেগুলিকে রক্ষা করা ও সেগুলির লেনদেন করা—ইহাই হইল আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সাধারণ কর্মের ধারা। বই কেনা হয় সাধারণত পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গের রুচি অনুযায়ী। সে রুচি গঠিত ও শিক্ষিত করিবার দায় গ্রন্থাগারের নহে। প্রচলিত রুচির খোরাক জোগাইলেই তাহার কাজ শেষ হয়—কতকটা এই ভাব এই কর্মধারার পিছনে রহিয়াছে।

কিন্তু এভাবে কাজ চালাইলে তো চলিবে না। এখানে সবটাই চিত্তবিনোদনের জন্য, শিক্ষার আয়োজন এখানে কোথায়? অবশ্য একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল পৃথিবীর সকল দেশেই প্রায় বারো আনা পাঠক লঘু সাহিত্য পাঠের জন্যই পাঠাগারে যান। যতদিন উপন্যাস ও গল্প সাহিত্যরচনার প্রধানতম মাধ্যম থাকিবে ততদিন, লঘুই বলি গুরুই বলি, বেশীর ভাগ পাঠকই সেই শ্রেণীর রচনাই পাঠ করিবেন। মিষ্টান্নের উপর লোভ নাই, মিষ্টান্ন ফেলিয়া পুষ্টির জন্য অন্য আহার্য চায় এমন লোক মেলা ভার। এমন অবস্থায় মিষ্টান্নকেও পুষ্টিকর করিয়া তুলিতে হইবে, এবং তাহার পাশে অন্য পৌষ্টিক আহার্য সাজাইয়া রাখিতে হইবে—তাহাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে।

সুতরাং আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে সহজে চিত্তাকর্ষক গ্রন্থগুলির সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য নানা শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থ রাখিতে হইবে। কিন্তু শুধু ভাল ভাল গ্রন্থ রাখিলে বা কিনিলেই চলিবে না। সেগুলির প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে, তাহাদের দিয়া পড়াইতে হইবে এবং এই ভাবেই তাহাদের অনতিলক্ষ্যে অনতিগোচরে পাঠকগণের রুচি মার্জিত ও শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাই সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির লক্ষ্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইহার জন্য মাঝে মাঝে গ্রন্থাগারে আলোচনাসভা, পাঠসভা প্রভৃতির আয়োজন করিতে হইবে, সেখানে ভাল গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, আরও অনেক কিছু করিতে

হইবে। এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সময় এখন নহে। হয়তো আপনাদের অনেকেই এবিষয়ে অবগত ও অবহিত আছেন। আমার উদ্দেশ্য শুধু আজিকার পরিস্থিতিতে সাধারণ গ্রন্থাগারের এই গুরুভার দায়িত্ব এসম্বন্ধে দেশের লোককে কিছু পরিমাণ সচেতন করিয়া দেওয়া। স্বকল্পিত সেই কর্তব্য পালন করিতে গিয়া যদি কোন ধৃষ্টতা করিয়া থাকি আপনারা মার্জনা করিবেন।

আমি কল্পনা করি আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির প্রত্যেকটিই এইভাবে নূতন রূপ গ্রহণ করিবে ও লোকশিক্ষার সক্রিয় ও সার্থক কেন্দ্র হইয়া উঠিবে। সেখানে শুধু পুস্তকের লেনদেনই হইবে না, সেগুলি সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হইবে, সেখানে যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি লোকশিক্ষার প্রাচীন সাধনগুলিরও আয়োজন থাকিবে। গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করিয়া বৎসরে বৎসরে সাংস্কৃতিক মেলার কল্পনা করা কি একান্তই অলীক স্বপ্ন? আমার তো মনে হয় না।

সাধারণ গ্রন্থাগারের এই যে রূপান্তরের পরিকল্পনা আমি এখানে দিলাম তাহা আপনাদের অনুমোদন লাভ করিবে কিনা জানি না। আমার নিবেদন এই যে এদেশে লোকতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে আদর্শ আমরা গ্রহণ করিয়াছি একমাত্র লোকশিক্ষার ভিত্তিতেই তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, আর লোকশিক্ষার প্রকৃষ্টতম সাধন হইল এই সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি। সুতরাং তাহাদের রূপান্তর ও কর্মধারার পরিবর্তন আজ বিশেষ করিয়া প্রয়োজন হইয়াছে। সেগুলি যেদিন সত্য সত্যই লোকশিক্ষার সক্রিয় ও সার্থক সাধন হইয়া উঠিবে সেদিনই আমাদের দেশে নূতন সমাজের ভিত্তি পত্তন হইবে, প্রকৃত লোকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

দিল্লী,
১লা বৈশাখ, ১৩৬১

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

আজ নূতন বৎসরের এই তাপদগ্ধ দিবসে মালদহে আপনারা যে পদধূলি দিয়েছেন মালদহের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারা তার থেকে প্রাণরস গ্রহণ করে নূতন বাংলার নূতন আগমনীর সুর রচনা করুক।

একদিন এই প্রাণরস সঞ্জীবিত গৌড়ভূমি থেকেই তন্ত্রের চিন্ময়ী বৈজ্ঞানিক ধারা সমস্ত ভারতের দার্শনিক মতবাদকে নূতন শক্তিমতবাদে দীক্ষিত করেছিল। আর সমস্ত ভারতের বিভিন্ন চিন্তাধারা এসে এই গৌড়ের বুকেই বৈষ্ণববাদের মহিমায় তাদের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। চৈতন্য দেবের পূত চরণ ধূলি বিমণ্ডিত এই দেশ, যে দেশের ছেলে রূপ সনাতন বাদশাহী ঐশ্বর্য্যের মনোমুগ্ধকর প্রলোভন অনায়াসে ত্যাগ করেছিলেন সুন্দরের শাশ্বত আরাধনার জন্য।

ইতিহাসের চক্রগতি বহু উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে একে আজ জীবন মরণ সন্ধিক্ষণে এনে দাঁড় করিয়েছে। এমন একদিন ছিল যখন মানুষ শুধু তার গ্রামীন সমাজের কথা ভাবতো, নগরের চিন্তা তার কাছে ছিল স্বপ্ন। তারপর কালের দ্রুত চলন ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে সে এগিয়ে চলল দেশ থেকে মহাদেশের চিন্তায়, অবশেষে আজ আনবিক যুগের শেষে উল্কাযান যুগের প্রারম্ভে তার চিন্তায় রূপ পাচ্ছে —একটি শ্যাম সুন্দর ছোট্ট পৃথিবী। যে পৃথিবীতে কোন ভেদ নেই, কোন পার্থক্য নেই—মানুষে মানুষে। একদিকে এই সুন্দর জীবনরূপের কল্পনা তাকে যেমন প্রাণ চঞ্চল করে তুলেছে, অন্যদিকে তেমনি ধ্বংসের ভয়াবহ বিভীষিকা তাকে হাতছানি দিয়ে আহ্বান করছে। একদিকে শিব আর একদিকে রুদ্রের লীলা প্রকাশের মধ্যে মানুষ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কারণ সে জানে, উপলব্ধি করে এক-পৃথিবীর রূপায়ণের বাস্তবতাই তার জীবনের কল্যাণ সোপান।

এই কল্যাণ বাণীকেই মানুষ যুগে যুগে রূপ দিয়েছে তার ভাষায়। এমনিভাবে যুগ যুগান্তরের চিন্তাকে সে রূপ দিয়েছে গ্রন্থের সাদা পাতার বুকে কালীর অক্ষরে। একদিন ছিল যখন ছাপাখানা সম্ভব হয়নি তখন মানুষ তার স্বাক্ষর রেখে গেছে ভূর্জপত্রে, প্যাপিরসের ওপর, পালিশ করা পাতলা চামড়ায়, তালপাতায়, তুলট কাগজে।

পুস্তক মানুষের জীবন এবং মননের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তার প্রমাণ আমাদের রামায়ণ, মহাভারত। বিশ্বের ইতিহাসেও এর স্বাক্ষর ভাস্বর হয়ে

রয়েছে। হোমারের কাব্য সমস্ত গ্রীসের মনকে নূতন জীবনী রসে সঞ্জীবিত করেছিল, সেক্সপীয়রের মনন দ্বারা ইংরাজমনকে নূতন ভাব-সম্পদের সন্ধান দিয়েছিল, দান্তের লেখনী ইতালীর মনকে করে তুলেছিল রস পিপাসু।

রস পিপাসাই মানুষ জীবনের চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর। মানুষ যখন মানব-প্রেমরসে রসময় হয়ে ওঠে তখনই তার সমস্ত সংকীর্ণতা, বিদ্বেষ, হিংসা দূরীভূত হয়ে যায়। এই যে মননধারা একে রূপ দেয় গ্রন্থ। গ্রন্থাগার সেই অপরূপ রূপ রূপায়ণের দেব দেউল। তাই গ্রন্থাগার শুধু নিছক পুস্তক ভাণ্ডার নয়, এ মানুষের মনন স্বরূপ, জীবন স্বরূপ। গ্রন্থাগার উচ্চতম শিক্ষার শান্তি নিকেতন, জ্ঞানের উৎসস্থল, বিদ্যার আধার। গ্রন্থাগার জীবন-বিদ্যালয়, অনুসন্ধিৎসুর উত্তর, রসপিপাসুর রস-সংগ্রাহক। সুতরাং গ্রন্থাগারের মূল্য আমাদের জীবনে অসীম। এখানে শুধু আমরা জ্ঞান আহরণ করতেই আসি এমন নয়। এখানে আসলে হয় মানস সম্মেলন, আনন্দ আহরণ, চিত্তের প্রসার। দৈনন্দিন জীবনের গণ্ডীবদ্ধ মন এখানে এসে উন্মুক্ত নির্মল মনাকাশের সন্ধান পায়।

কিন্তু গ্রন্থাগার সংগঠন করতে হলে চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা। এর জন্যে প্রয়োজন ভালো গ্রন্থাগারিকের। কারণ তাঁদের হাতেই ন্যস্ত থাকে জ্ঞান বিজ্ঞানের চাবি কাঠি—পাঠকের সাথে লেখকের মনঃসংযোগের পন্থা। এইখানেই তার সার্থকতা, তার সম্পূর্ণতা।

আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির এইখানেই চরম দুর্বলতা। শুধু আর্থিক সংকট নয়, শুধু শিক্ষিত পাঠকের অভাব নয়, সুষ্ঠু পরিকল্পনারও একান্ত অভাব রয়েছে, রয়েছে বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষাদান রীতির দৈন্য। বাংলার গ্রামে ও সহরে কয়েকখানি পুস্তক আর মোমবাতি নিয়ে সুরু করে কত তরুণের প্রাণ প্রাচুর্য ভরা উদ্দীপনা, আশা নিরাশার করুণতম কাহিনী-এর পেছনে রয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। অথচ এদিকে তেমন কেউ বিশেষ গুরুত্ব দেননি।

আজ যেমন কোন গ্রামীণ মানুষ একা পথ চলতে পারে না,—তার জন্য তার প্রয়োজন হয় সমস্ত মানুষের মানস উৎসারিত চিন্তাধারার : ঠিক তেমনি কোন নির্দিষ্ট বিচ্ছিন্ন গ্রন্থাগারই শুধু ঐ কল্যাণবাণী বহন করতে পারে না প্রচার করতে পারে না মানুষের অমৃতবাণী। তাই আজ নিখিলের সুরকে ধরার জন্য প্রয়োজন হয়েছে নিখিল মানুষের আত্মার বাণীকে রূপ দেবার। এই প্রথম সোপান বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন।

আজ যে মাটিতে আপনারা বসে আছেন, সেই মাটিরই প্রতিটি ধূলিকণার সাথে বাংলার ইতিহাসের চরণছন্দ লিপীভূত হয়ে রয়েছে। অহল্যা পাষাণী হয়ে রয়েছেন

ব্রহ্ম অভিশাপে। আপনাদের সাংস্কৃতিক পরিক্ষেপ একে শাপমুক্ত করবে। কবির স্বপ্ন আবার রূপ পাবে "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যাঁরা মালদহকে তুলে ধরেছিলেন সারা বাংলার সামনে তাঁদের অনেকেই আজ নেই। তবু অনেকে আজও আছেন যাঁদের নীরব আশীর্বাদ আমাদের প্রাণ ধারাকে রেখেছে বেগময়।

স্বদেশী যুগের ভাবধারায় পরিপ্লাবিত মালদহের দিকে দিকে স্যাশন্যাল স্কুল স্থাপিত হল। গড়ে উঠল স্যাশন্যাল লাইব্রেরী। এমনিভাবে মালদহের সাংস্কৃতিক ধারা একটা বিশিষ্ট রূপ নিল। তারপর জোয়ার নেমে গিয়ে আবার ভাটার টান সুরু হল।

আইনের আওতায় স্যাশন্যাল লাইব্রেরী বন্ধ করে দেওয়া হল। তখন ঐ স্যাশন্যাল লাইব্রেরী ভেঙ্গে বীণা-পাণি লাইব্রেরী সংগঠিত হ'ল মকদমপুর অঞ্চলে। এরপর উক্ত অঞ্চলেই স্থাপিত হল হিন্দু মিশন লাইব্রেরী। এরপর সমস্ত মালদহ সহরের দিকে দিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন লাইব্রেরীসমূহ গড়ে উঠতে সুরু করলো—গোলাপট্টী অঞ্চলে "সরস্বতী লাইব্রেরী," কুতুবপুর কুলবাড়ী অঞ্চলে "বান্ধব" ও "সারদা লাইব্রেরী," মালদহ ক্লাবে "ক্লাব লাইব্রেরী," রামকৃষ্ণ মিশনে "মিশন লাইব্রেরী।"

সরকারের বিষ নজরে পড়ে এদের কতকগুলি বন্ধ হয়ে গেল আর অন্তগুলি উঠে গেল অর্থাভাবে। বীণাপাণি লাইব্রেরীর কিছু গ্রন্থ নিয়ে এসে ক্লাব লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করা হল। এদের মধ্যে শুধু থেকে গেল রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী। এর অনেক পরে হাটখোলা অঞ্চলে সৃষ্টি হল "মুসলিম লাইব্রেরী।"

মালদহবাসীর সাংস্কৃতিক ক্ষুধা মিটাবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ঐ লাইব্রেরীগুলির কোনটারই ছিল না। তাই মালদহবাসী নূতন লাইব্রেরীর কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তদানীন্তন ড্রামাটিক ক্লাবের সম্পাদকের নিকট কেউ কেউ প্রস্তাবও তুলেন যে "বি, ডে, হলে" লাইব্রেরী করা হোক।

এদিকে মালদহ জেলার বিভিন্ন অংশে এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠাগার সমূহ গড়ে উঠ্‌ছে।

অবশেষে বর্ত্তমানে ভারত সরকারের ইতালী ও যুগোশ্লোভিয়ার রাষ্ট্রদূত মাননীয় শ্রীবিনয় রঞ্জন সেন এখানে ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে এলেন। তাঁর চেষ্টায় আর মালদহবাসীর সহযোগীতায় ১৯৩৭ সালে মালদহে জনসাধারণের পাঠাগার স্থাপিত হল, যার বর্ত্তমান নাম "বি, আর, সেন পাবলিক লাইব্রেরী এ্যাণ্ড মিউজিয়াম"। ক্লাব লাইব্রেরীকে

নিয়ে এসে বি, আর, সেন এর সার্বজনীন রূপ দিলেন, অভিজাতদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন সাধারণের জন্য।

অন্যদিকে এর দৃষ্টিপাত হল অতীত মালদহের মাটি চাপা নীরব সংস্কৃতির দিকে যার মধ্যে অতীত বাংলার ধর্ম বিপ্লব থেকে সুরু করে সাংস্কৃতিক জীবনের মর্মকথা রয়েছে লিপীভূত হয়ে। মালদহ এবং অতীত বাংলার ভাস্কর্য্য, কলা, কারুশিল্প, পুরাতন পুথি, মুদ্রা, ধর্মপুস্তক, মিউজিয়ামে স্থান পেল। মালদহের সাংস্কৃতিক জীবনে আর একটি নূতন ধারা সন্নিবেশিত হল।

আজকের মালদহ হয়ত অনেকের করুণা দৃষ্টির পাত্র। তবু একদিন ছিল যখন এই মালদহের বুকে গড়ে উঠেছিল মানব দর্শনের সার্বজনীন দৃষ্টি। অতিযুগের মালদহের জ্ঞান বিজ্ঞান ছিল বাংলার অবিস্মরণীয় স্মৃতি। গৌড়ীয় ঐতিহ্যে ঐতিহ্যবান মালদহের পরিচিতি আজ পরিম্লান হয়ে এসেছে। কিন্তু আগামী দিনের রক্তিম উষার সঙ্কেত এর প্রাণে জাগিয়ে তুলেছে নূতন জীবন স্পন্দন।

আজ এই গ্রন্থাগার সম্মেলনের শুভ মুহূর্ত্ত আগামী দিনের সেই মঙ্গলময় সঙ্কেতের পবিত্র জন্মলগ্ন। এই জন্মলগ্নকে স্বার্থক করতে, সুন্দর, আনন্দময় করতে আজ যাঁরা এখানে সম্মিলিত হয়েছেন এবং এই ক্ষুদ্র আয়োজনকে যাঁরা সুষ্ঠু এবং সুন্দর রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার কথা শেষ করবো—শুভ হোক, সুন্দর হোক, মধুময় হোক।

১৬ই এপ্রিল, ১৯৫৪ শ্রীরামপ্রসন্ন রায়

দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে। প্রশ্ন উঠবে প্রকৃতির দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে উঠে মারী বীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্য কথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না, দেশ মাটিতে তৈরী নয়, দেশ মানুষে তৈরী।

রবীন্দ্রনাথ

সংখ্যা]

পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার সংগঠন ও সংযোগ ব্যবস্থা

শ্রীফণীভূষণ রায় ও শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে বা সহরের পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরী থাকায় লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার বলতে আমরা কি বুঝি তার সম্বন্ধে আমাদের সকলের একটা মোটামুটি মতৈক্য আছে। হয়তো লাইব্রেরীতে কি কি জিনিষ থাকা উচিত সে বিষয়ে কিছুটা মতের গরমিল হ'লেও হ'তে পারে। কিন্তু ইংরাজীর Public Library যাকে আমরা বাংলায় "সাধারণ গ্রন্থাগার" বলতে পারি তার ঠিক্ স্বরূপটা কি রকম আর আমাদের দেশে আজও তার উদ্ভব হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে আমাদের সকলের ধারণা একই ভাবে সুস্পষ্ট নয় বলেই আমাদের মনে হয়।

কথার সোজা মানে থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে এই ধরণের সাধারণ গ্রন্থাগার জন-সাধারণের জন্য। অর্থাৎ কেবলমাত্র এক চাইগার বাসিন্দা হ'লেই এই গুলিকে ব্যবহার করা চলবে। চাঁদা বা ঐ ধরণের কোনও কিছুরই বাধার বেড়াটিকে পার হওয়ার প্রশ্ন থাকবে না। আমাদের পশ্চিম বঙ্গের গ্রামে ও সহরে যে গ্রন্থাগার-গুলি ছড়িয়ে আছে তার কোনটাই যে ঐ ধরনের নয় তা বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না।

অবশ্য আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলি কি কারণে ঐ পথে লক্ষ্যে পৌঁছিবার দিক্ দিয়েও যায়নি তার রহস্য আমরা দেশের ইতিহাস খুঁজলেই পাবো। আমাদের দেশে গোড়ার দিকে গ্রন্থাগার আবির্ভূত হয়েছে হয় রাজা মহারাজদের ব্যক্তিগত তৃষ্ণা মেটাবার জন্য কিম্বা কোনও দলের ধর্ম্ম-তৃষ্ণা মেটাবার জন্য। যাই হোক বহুদিনের ইতিহাসের পথ পার হয়ে দেশে ইংরাজ শক্তির আবির্ভাব ঘটে। নিজের প্রয়োজনের বোঝাটিকে টানিয়ে নেবার জন্যই এই রাজশক্তি দেশে একদল শিক্ষিত বুদ্ধিজীবির সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়। সেদিন যে শিক্ষার বিতরণ ব্যবস্থা ঠিক হ'লো তা জীবনের প্রয়োজনে হয়নি, ব্যবসা চালানোর প্রয়োজনেই হ'লো; কাজেই তার ভিতরের গোঁজামিলের আর শেষ রইলো না। এই বুদ্ধিজীবিদের অবসর কাটানোর খোরাক যোগানোর উদ্দেশ্য নিয়েই উত্তরকালে বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়েছে। হয়তো তার সঙ্গে অনেকের প্রকৃত জ্ঞানতৃষ্ণার ইতিহাস, দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের

ইতিহাস সমস্তই মিশিয়ে গেল, কিন্তু তবুও তার মূল সুরের কোনও প্রভেদ ঘটলোনা। বর্ত্তমানের দিকে তাকিয়ে দেখি সমস্ত দেশের শিক্ষিতের সংখ্যা এখনও পর্য্যন্ত মোটের সিকি ভাগে এসেও পৌঁছাতে পারেনি; কাজেই এই অত্যন্ত ছোট ভিতের উপর দাঁড় করানো কাঠামোটা যে কোনও রকমেই সমস্ত দেশের মনের কথাটাকে রূপ দিতে পারবে না তা খুবই স্বাভাবিক। তাই গ্রন্থাগারগুলি সাধারণের জীবন ধারার প্রতিচ্ছবি না হয়ে অনকয়েকের ব্যক্তিগত খেয়াল-খুসীর আর এলোমেলো চিন্তার ছট পাকানো বহিঃ প্রকাশ বলে বোধ হয়। তাই দেখতে পাবেন এঁদের ভিতরেই বিষয়গত ভার সাম্যের অভাব খুবই প্রকট। হালকা উপন্যাসের পাশেই যে অত্যন্ত দুরূহ জ্ঞানের বই দেখি তা শুধু সেই গ্রন্থাগারের কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদের আপ্রাণ চেষ্টার সাক্ষ্য দেয়। জ্ঞান-ভাণ্ডারের ধারাটীকে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে তা যে বিশেষ সাফল্য লাভ করে আমাদের তা' মনে হয় না। যাই হোক গল্পে শোনা চীনা মেয়েদের পায়ের লোহার জুতার ম'তো যে সংকীর্ণ শ্রেণীগত ভিত গ্রন্থাগারকে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়তে অক্ষম করে রেখেছে তাকে ভেঙ্গে মুক্তি দেওয়ার দায়িত্বের কথা আমাদেরই চিন্তা করতে হবে।

দেশের রাজনৈতিক হাওয়া বদলাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের জীবন দর্শনও বদলে গেছে। ইচ্ছা বা দাবীর প্রকাশের ধারাটাও বদলে গেছে। তাই আজ গ্রন্থাগারকে কেহই অবসর কাটানোর উপায়মাত্র হিসাবে দেখতে রাজী ন'ন। মনের আসল ক্ষিদেটা যখন দেশ জুড়ে জেগে উঠ্‌তে চলেছে, সকলেই তার কাছে প্রাণ ধারণের খাবার চান। যদি দোষ না নেন তবে উপমায় বলতে পারি যে এ যেন তাড়ির দোকানে এসে অমৃতের দাবী করা। কিন্তু সে দুরূহ সম্ভাবনার বীজও সর্ব্বত্রই লুকিয়ে আছে। তবে তার উপায় সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার।

এ সমস্যাটা কেবলমাত্র-কয়েকটি টিকে থাকা গ্রন্থাগারের সমস্যা নয়। সমস্ত দেশের জীবন সমস্যা, তার শিক্ষা সমস্যার এটা একটা দিক মাত্র। এটী সমস্ত সমাজকে উন্নত করার জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত বা দলগত ভাবে কিছু ক'রে এতে হয়তো ছোট বড়ো উদাহরণের সৃষ্টী করা যেতে পারে। স্থায়ী কাজ যে বিশেষ কিছু হয় তা' মানা যায় না। কাজেই দেশের ভাগ্যের রথের দড়িটা যে সরকারের হাতে তার কাছ থেকেই আমরা একটা দেশব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সৃষ্টি করার দাবী করবো তা খুব স্বাভাবিক। তবে এ দাবী শুধু মাত্র কিছু কিছু ক'রে টাকা দেওয়ার দাবী নয়। কারণ কর্ম্মপদ্ধতির রাস্তা না দেখিয়ে ব্যয়পদ্ধতির উপর চোখ না রেখে, শুধু টাকা ছড়িয়ে যাওয়ার মোটামুটি অর্থের লোকসান অবশ্যম্ভাবী। কারণ সে ব্যয়ের

ফল যতটা ব্যাপক হওয়া উচিত তা হ'তেই পারে না। দেশের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খ আমরা তার অনেক নজিরই পেতে পারবো।

পরের ধাপেই প্রশ্ন আসে কর্মপদ্ধতির রাস্তাটাই বা কি আর দরকার হ'লে ব্যয়পদ্ধতির উপর কি ভাবেই বা চোখ রাখা যেতে পারে। তার জবাবেই বলতে পারা যায় যে এই পরিকল্পনার সমস্ত ব্যবস্থাটিকে চালানোর জন্য এবং সুযোগ সুবিধামত তার কর্মক্ষেত্রকে বাড়ানোর জন্য একটী সরকারী অধিকরণের সৃষ্টি দরকার। এইখান থেকেই সমস্ত দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর নজর রাখা হবে এবং প্রয়োজন মত নির্দেশ দেওয়া হবে। দেশের অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক আর শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে এর উপদেষ্টা সভা গঠন করা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সভাকে সাহায্য করবার জন্য প্রতি জেলায় এমনকি প্রয়োজন হলে মহকুমায়ও উপদেষ্টা সভা গঠন করা যেতে পারে। গ্রন্থাগারিক, শিক্ষাবিদ্ আর স্থানীয় প্রতিনিধিদের নিয়েই এই সভাগুলিকে গঠন ক'রতে হবে।

ঐ অধিকরণের অধীনেই দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার হৃদ্‌পিণ্ডের মত একটী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সৃষ্টি ক'রতে হবে। এইখান থেকেই শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে চলা রক্ত স্রোতের মত সারাদেশে বই, ছবি, চার্ট আর অন্য নানা ধরণের তথ্য ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। সমস্তই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে পরের ধাপে জেলা গ্রন্থাগারে যাবে এবং সেখান থেকে যাবে সহর বা গ্রামের গ্রন্থাগারে বা পুস্তক বিতরণ কেন্দ্রে। প্রয়োজন মত শাখা গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাও যে রাখতে হবে তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে জনবহুল সহরে এর প্রয়োজন অপরিহার্য্য।

কলিকাতা কর্পোরেশন ও বাংলার বড় বড় পৌর সভাগুলিও স্বচ্ছন্দে নিজেদের এলাকায় দরকার মতো গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করতে পারেন। এর প্রয়োজন দু'টি কারণে। প্রথমতঃ স্থানীয় বিষয়ের গ্রন্থ ও তথ্য সংগ্রহের এর চেয়ে উপযুক্ত গ্রন্থাগার আর হ'তে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুস্থ হ'য়ে গড়ে উঠ্‌তে দিতে হ'লে বর্ত্তমানে বিশেষ করে জেলা গ্রন্থাগারগুলি, যেগুলি বিতরণ কেন্দ্রের মূল হিসাবে কাজ করবে তাদের উপর বেশী ভার না চাপানোই ভাল। কাজেই জেলা গ্রন্থাগারগুলি বর্ত্তমানে জেলার মধ্যকার গ্রন্থাগারগুলির সরবরাহ কেন্দ্র হিসাবে, জেলার মধ্যে ঐগুলির পারস্পরিক সাহায্যের কেন্দ্র হিসাবে এবং রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার মারফত অন্যান্য জেলার সঙ্গের সংযোগ কেন্দ্র হিসাবেই কাজ করবে। যেখানে যেখানে সম্ভব স্থানীয় বাসীন্দাদের বই ধার দেওয়ার এবং পাঠকেন্দ্রের চাহিদা মেটাবে এই পৌর সভার গ্রন্থাগারগুলি। অবশ্য সমস্ত সত্ত্বেও এর কর্ম্ম পদ্ধতির উপর নজর রাখবার এবং দরকার মত নির্দেশ দেবার শেষ অধিকার সরকারের গ্রন্থাগার

অধিকরণেরই থাকবে। এ ব্যবস্থায় গোড়ার দিকে হয়তো লোকের খরচা কিছু বাড়বে। কিন্তু বেকার সমস্যার দিনে তা যে খুব অবাঞ্ছনীয় হবে তা নয়। তাছাড়া দুটো কাজ আলাদা আলাদা ভাবে করার ফলে অভিজ্ঞ শিল্পকুশলীর চাহিদাও হঠাৎ খুব বেড়ে যাবে না। তৃতীয়তঃ সমস্ত পৌর সভাগুলির তাঁদের এদিকের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা আসবে, আর সাফল্য বা অসাফল্যের সমস্ত বোঝাটিকে সরকারের ঘাড়ে ঠেলে দিয়ে কারোর পক্ষেই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকার কারণ থাকবে না।

এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালানোর শিল্পকৌশলের যা কিছু কাজ তা অন্ততঃ বর্তমানে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে করাই সুবিধার হবে। তাতে মোটের উপর খরচও কম পড়বে এবং তাছাড়াও বর্তমানে দেশের শিল্পবিদদের যোগানের তুলনায় চাহিদা খুব বেশী বেড়ে গিয়ে কাজ চালানোকে আয়ত্তের বাইরে নিয়ে যাবে না। এ বিষয়ে আমরা জাতীয় গ্রন্থাগারের কাছ থেকে অনেক সুবিধাই যে পেতে পারি তা' বলাই বাহুল্য।

এবারে সোজাসুজি গ্রাম বা সহরের পাঠকের সুমুখে যে গ্রন্থাগারগুলি দাঁড়িয়ে থাকবে তার দিকেই তাকানো যাক। এই গ্রন্থাগারগুলির বাইরের আকৃতি আর ভিতরের প্রকৃতি, দুইই স্থান, কাল, পাত্র হিসাবে বদলাতে থাকবে। শিক্ষিত আর অশিক্ষিত লোকবহুল এলাকার গ্রন্থাগার যে একই ছাঁচে গড়া চলে না একথা ব'লে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। সহরের আর গ্রামের গ্রন্থাগারের মধ্যে, এমনকি তার বিশেষ শিল্পসমৃদ্ধি আর চাষবাসের পরিবেশে, গ্রন্থাগারের আকৃতি এবং প্রকৃতিগত পার্থক্য আসবেই। বিভিন্ন ধরণের বই-ই যেমন কোনও গ্রন্থাগারের প্রাণ হবে তেমনি অনেক গ্রন্থাগারকে বাঁচিয়ে রাখবে তার তথ্যবাহী কিন্তু উপভোগ্য ভাবে পরিবেশিত, ছবি, চার্ট ইত্যাদি। যে দেশে অশিক্ষিত আর স্বল্প শিক্ষিতের সংখ্যা শিক্ষিতের সংখ্যার অনেকগুণ বেশী সে দেশে গ্রন্থাগারের রূপ স্বাভাবিক ভাবেই মূলতঃ প্রচার ধর্মী হবে। অর্থাৎ গ্রন্থ যেখানে সকলের মনের মত থাকার যোগ্যতে সমর্থ নয়, সেখানে নাম গ্রন্থাগার হলেও তা বিশেষ করে গ্রন্থকেন্দ্রিক হবে না।

প্রকৃতিগত পার্থক্যের আর একটা নিদর্শন মিলবে তার বই আর অন্যান্য সংগ্রহের রূপের ভিতর দিয়ে। জীবনের প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে ওঠা যে আনন্দের কল্পনা আমরা করে থাকি হয়তো তা দিয়ে আমরা বুদ্ধিজীবিদের মনকে টানতে পারি; কিন্তু অশিক্ষিত আর স্বল্পশিক্ষিতকে গ্রন্থাগারে টানতে হবে তার জীবনের অতি প্রয়োজনীয় তথ্যের সরবরাহ করে। যে দরকারের জিনিষগুলো তাদের জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে তাদের ভালো রাখবার বা ভালো করবার উপায়ের খোঁজ দিয়েই পাঠককে গ্রন্থাগারে টানতে হবে। তার পরে মনের কৌতূহলের রাস্তাগুলো, যা

বহুদিনের অবহেলায় নির্জীব হয়ে গেছে, তা যখন আস্তে আস্তে কাজ করতে থাকবে তখন গ্রন্থাগারও তার রূপ ধীরে ধীরে বদলে ফেলে তাঁদের মনের সব রকমের ক্ষিদের খাবারটাকে নিয়মমতোই যোগান দিয়ে চলবে। শ্রমিকবহুল এলাকায় তাই ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে কলের শ্রমিক প্রয়োজন হ'লে জানতে পারে যে কি ভাবে তার হাতের কাজের কলকব্জাগুলোকে দীর্ঘায়ু করা যায় বা মেরামত করা যায়। আর চাষীকে জানাতে হবে যে তার ফসল বাড়ানোর উপায়ই বা কি আর তাকে বিঘ্ন বিপদের হাত থেকেই বা কি ভাবে রক্ষা করা যেতে পারে। দরকার হলে অভিজ্ঞদের কাছ থেকে মতামত আনিয়ে দেবার বন্দোবস্তও নিশ্চয়ই রাখতে হবে।

স্বল্পশিক্ষিতের উপযোগী বই বা স্বভাবতই এ স্তরে অতি প্রয়োজনীয় তা আমাদের দেশে নেই বললেই চলে। কাজেই তার জন্যও লেখক, প্রকাশক, গ্রন্থাগারিক এবং সরকারের একটা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট নীতিতে কাজ করা দরকার।

বর্ত্তমানে সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর স্থাপিত হলেও দেশের সর্ব্বত্র যে গ্রন্থাগারগুলি ছড়িয়ে আছে তাদের পক্ষে দু'ভাবে সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব। প্রথম হচ্ছে নিজেদের সম্পূর্ণভাবেই এই ব্যবস্থার মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া। কিন্তু কোনও কারণে যদি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে তবে সরকারের প্রয়োজনীয় আইন কানুন আর তদারক ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে সম্ভব মত আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য নিয়ে অনুমোদিত গ্রন্থাগার হিসাবেও বেঁচে থাকা চলতে পারে।

এই কর্ম্মধারাকে রূপ দেওয়ার জন্য বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ করে তবেই তার সাহায্যে চলতে হবে, এ মতের যৌক্তিকতা কতটা সে সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে। অনেকে কাজ সুরুর আগেই কাজের গতিটা বিনা বাধায় এগোতে পারবে বলে গোড়াতেই আইনকে বিধিবদ্ধ করার উপর জোর দেন। তাঁদের নজির প্রধানতঃ বিদেশের ইতিহাস। কিন্তু ঐ সব দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসকে লক্ষ্য করলে দেখবো যে কতকগুলি দুর্লঙ্ঘ্য বাধাবিপত্তির মধ্যে পড়েই ঐ সব দেশের আন্দোলন ঐ বিশেষ ধরণের রূপ নিতে বাধ্য হয়েছিল। সেইসব সঙ্ঘবদ্ধ বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করার পথ আইন প্রণয়ন করা ছাড়া সহজ আর কিছুই ছিল না। কিন্তু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বিরোধীদের সঙ্গে এই সংঘর্ষে জয়ী হবার পর মানবসভ্যতা আরো অনেক দূরই এগিয়ে এসেছে। ফলে অতীত ইতিহাসের ঐ কারণগুলি আজ আর জোরালোভাবে বর্ত্তমান নেই। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অসাফল্যের কারণ কারোও সক্রিয় বিরুদ্ধতা নয়, বরং নিষ্ক্রিয়তাই, তা'সে জনসাধারণের তরফেরই হোক আর তাদের প্রতিনিধিদের তরফেরই হোক। সমাজ

শরীরে অভাব বোধের সচেতনতা যখন নির্জীব হয়ে পড়েছে তখন শুধু উপর থেকে আইন দিয়ে তাকে জাগিয়ে তোলা সম্ভবপর নয়। এছাড়া আমাদের দেশে বর্ত্তমানেই দেখ্‌ছি যে বহু উল্লেখযোগ্য কাজ কোনও বিশেষ ধরণের আইনের সাহায্য ছাড়াও বেশ সাফল্যের সঙ্গেই সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে কাজেই আইন প্রণয়নকে প্রথম লক্ষ্য করে কাজটিকে গৌণ করে রাখা কোনও যুক্তিরই জোর পায় না। আইন কাজকে সাহায্য করবার জন্য সর্ব্বরকমেই এগিয়ে আসুক এ আমরা নিশ্চয়ই চাইবো; কিন্তু আইন প্রণয়নের বেড়াটাকে টপকাতে না পারলে কাজ সুরু করতে পারবো না এ ধরণের মনোভাবও বিপজ্জনক। অর্থাৎ এদিকে আমাদের মোট বক্তব্য এই দাঁড়ায় যে কাজটা অবিলম্বেই সুরু হয়ে যাক, আইন প্রণয়ন যদি নিয়মকানুনের বেড়াজাল সরিয়ে কিছু পরেই এসে পৌছোয় তা আমরা মেনে নিতে আপত্তি করবো না।

উপরের যুক্তিধারাকে মেনে নিলেও প্রশ্ন আসবে যে সমস্যাটিকে না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু দেশের সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তো এর বিচার করতে হবে। কাজেই শিক্ষা বিতরণই যখন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য তখন তার অন্য কোনও প্রয়োজনীয় প্রসারপন্থার উপর জোর দিতে গিয়ে যদি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিকভাবে হাত না ও দেওয়া যায়, তবে ত্রুটি ধরা উচিত নয়। আমরা দেখছি যে দশ বছরের মধ্যে সমস্ত দেশে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আমাদের শাসন বিধিতে আছে। প্রায় শতকরা ৬০ জন শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে টেনে নেওয়ার ব্যবস্থা পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় আছে, ও শতকরা ৩০ জন পূর্ণ বয়স্ককে সামাজিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে টেনে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কাজেই এই ধরণের স্কুল কলেজের মাধ্যমে শিক্ষা বিতরণের জন্য যদি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার হাত দিতে কিছু দেরীই হয় তো উপায় কি? কিন্তু অল্প বিশ্লেষণ করলেই দেখবো যে উপরের ধারণাটা যুক্তিসহ নয়। কারণ শুধু মাত্র বিদ্যালয়ের সাহায্যে সর্ব্বজনে বিদ্যা বিতরণ ভারতের মত বিশাল কিন্তু অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশে প্রায় স্বপ্ন দেখার সামিল এবং সে স্বপ্ন যে বিফল স্বপ্ন হবে না তাও মোটেই জোর করে বলা যায় না। কাজেই স্কুল কলেজের মারফৎ জনশিক্ষা যতটা গভীর ও ব্যাপক হ'তে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী গভীর ও ব্যাপক হ'তে পারে যদি উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করে গ্রন্থাগার মারফৎ তা ছড়ানো যায়। তা ছাড়া এই সব বিদ্যা নিকেতনের শিক্ষা বিতরণকে স্বভাবতই একটা সাধারণ মাপকাটিতে গড়তে হয়। কাজেই তা দোকানদারের তৈরী করে রাখা জামার মতো অনেকের পক্ষে কম বেশী ঢিলে বা কষা হ'তে বাধ্য। নিজের গঠন মত নিজের পছন্দ মত এবং নিজের সাধ্যমত মনের শিক্ষা সংস্কৃতির জামাটিকে তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে গ্রন্থাগারের মাধ্যমের শিক্ষায়। এ-ওতো মনে রাখা দরকার যে মনের এই ক্ষুধাটা

শুধু ছ' দিনের ব্যাপার মাত্র নয়। বিদ্যালয় থেকে যে শিক্ষা বিতরণ করা হবে তা তো অল্প দিনেই ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি তাকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার মত মনের খোরাকের বন্দোবস্ত বিদ্যালয়ের বাইরেও না থাকে। যা'কে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললাম তা'কে যদি উঠে বসবার, ঘুরে বেড়াবার, যা কিছু দেখবার, সমস্ত ব্যবস্থাই না করে রাখতে পারি তবে সেতো আবার ঘুমিয়ে পড়বেই। শুধু জাগিয়ে তোলার পরিশ্রমটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

তাই আশা করবো যে, যে সরকার শিক্ষা বিতরণ পরিকল্পনার জন্য বহু অর্থ ব্যয় এবং পরিশ্রম করছেন এবং আরো করবার সিদ্ধান্ত করেছেন সেই সরকারই এর প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নিন। এর কর্মধারাকে রূপ দেওয়ার জন্য যে অবিলম্বেই সচেষ্ট হওয়ার প্রয়োজন তাও বোধ হয় বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। কারণ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা আর প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশ জুড়ে যে বিরাট কৌতূহলী জনতার সৃষ্টি হ'তে থাকবে তাকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং তার জন্য অর্থব্যয়কে সার্থক করার জন্য অবিলম্বেই সচেষ্ট হওয়ার দরকার। বিশেষ করে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার এলাকাগুলিতে বোধ হয় অবিলম্বেই কাজ করার দাবী আমরা করতে পারি।

ব্যয়ের হিসাব করলেই দেখতে পাবো যে সমস্ত পরিকল্পনাটি কার্যকরী করবার জন্য কোনও রকম অসম্ভব অর্থের দায়ের ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে হয় না। তাছাড়া পরিকল্পনাটিকে সম্ভবমত আস্তে আস্তে বিকশিত করে তুলতে পারা যেতে পারে। কাজেই ব্যয়ের গুরুভার সাধ্যকে পার হয়ে যাবে এমন সম্ভাবনা নেই বলেই ভাবা যেতে পারে। তবে অনাদর করলে রুখে দাঁড়ানোর মতো জোরালো এ নয় বলে যে এর ওপর সৎ-মায়ের দৃষ্টি রেখে দেওয়া হবে এমন কথা মনেও চিন্তা করা উচিত নয়। সমাজকল্যাণে এর দান, শিক্ষা ব্যবস্থাকে সফল করবার জন্য, শিক্ষা খাতের ব্যয়কে সার্থক করবার জন্য এর অতি প্রয়োজনীয়তা এ সমস্তের বিচার করেই একে গ্রহণ করতে হবে।

যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আমরা এই সম্মেলনে মিলিত হয়ে এই প্রস্তাবটি বিচার করতে বসেছি, তার দান এবং কর্মধারাও সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে। তবে স্বাভাবিক কারণেই এই পরিষদের কাজ মূলতঃ প্রচারধর্মী। বিভিন্ন জায়গায় আঞ্চলিক কমিটি গঠন করে গ্রন্থাগারের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপনের কাজ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ করেছে এবং আজও করে চলেছে। তা'ছাড়া বৃত্তিশিক্ষার মাধ্যমে শিল্পকুশলীদের সৃষ্টি করে সুষ্ঠুভাবে

কাজ চালানোর সম্ভাবনাকে পরিষদ সহজ করে রাখার চেষ্টা করে চলেছে। তবে বহু প্রয়োজনের উত্তাপে পরিষদের অল্প অর্থ পলকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে উবে গিয়েছে। পরিষদের করা অল্প কাজ সহজেই সদস্যদের চোখের আড়ালে সরে গিয়েছে। কিন্তু মূলতঃ অর্থাভাবে করতে না পারা অনেক কাজই বহু কার্যকরী সমিতির আত্মধিক্কারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে যে প্রদীপের আলোটা অসহায়ভাবেও অন্ধকারকে কাটিয়ে ওঠার উপায়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে তা'কে অভিনন্দন না জানানো মনের দিক দিয়ে কৃতঘ্নতার মতই দেখায়।

এই অন্ধকারকে সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করে দেওয়ার ক্ষমতা যাঁদের হাতে আছে তাঁদের কাছে আমাদের প্রস্তাবটি বিবেচনা করবার আবেদন জানিয়ে আমরা বক্তব্য শেষ করলাম।

দস্তুরমত একটা ইস্কুল ফাঁদার চেয়ে জ্ঞানদানের উপযুক্ত আশ্রম স্থাপন কঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কঠিনকে সহজ করাই ভারতবর্ষের কাজ হইবে। কারণ এই আশ্রমের আদর্শ আমাদের কল্পনা হইতে এখনও যায় নাই এবং য়ুরোপের নানা প্রকার বিদ্যাও আমাদের গোচর হইয়াছে। বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাভের প্রণালীর মধ্যে আমাদিগকে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হইবে। ইহাই যদি না পারিলাম তবে কেবলই সকলের দিকে মন রাখিয়া আমরা সর্ব্বপ্রকারেই ব্যর্থ হইব।—

রবীন্দ্রনাথ।

সংখ্যা]

মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তাহার পুস্তক নির্ব্বাচন

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

আমাদের দেশে অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই গ্রন্থাগার ব'লতে কিছুই নেই—এটা একটা বাস্তব সত্য। সরকারী স্কুলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নামে যা আছে তাকে সরকার নিজেই যে সন্তোষজনক মনে করেন না তার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ আছে। বস্তুতঃ আমাদের দেশে শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধেই এখনও যে বহু প্রাচীন ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ ক'রছে তাতে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষায় যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক ব'লে বিবেচিত হয় নি' এতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই। আজও আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার কাজ হ'চ্ছে ছেলেদের মধ্যে কয়েকটা ভাষার ও গণিত, ইতিহাস ও ভূগোলের সাধারণ জ্ঞান বিস্তার করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি ঐটুকু মাত্র হয় তবে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ভালভাবে আয়ত্ত ক'রলে যে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে এ কথা অনস্বীকার্য্য। এর পরে ভাষা ও সাহিত্যে আরও বেশী অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুবিধার জন্য কোন কোন বিদ্যালয়ে যে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যাতিরিক্ত সহকারী পুস্তক পড়ান হয়, তাকে গ্রন্থাগারের কার্য্য বলার চেয়ে অতিরিক্ত পাঠ্য পড়ানো ব'ল্লেই বোধ হয় অযথার্থ ভাষণের অপরাধ কম হবে। এই সব তথাকথিত গ্রন্থাগারের কার্য্যকে অধিকাংশ ছাত্র কখনও সুনজরে দেখে না। নেহাৎ শিক্ষক মশায়দের পীড়াপীড়িতে যদি তারা বই নিতে বাধ্যও হয়, তবে সে বই না পড়ে যে ফেরৎ দেয় একথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্যি।

কোন কোন বিদ্যালয়ে দেখেছি গ্রন্থাগারের কাজের জন্য প্রত্যেক ক্লাসে সপ্তাহে একটা ক'রে নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টা আছে আর ঐ ঘণ্টায় শিক্ষকেরা ছেলেদের ভূতুড়ে ও আজগুবী গল্পের বই দিয়ে থাকেন। এই সব বই অবিশ্যি ছেলেরা খুব উৎসাহের সঙ্গেই নেয় ও প'ড়ে ফেলে। কিন্তু এই সব বই প'ড়ে তাদের প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য যে মানসিক সবলতা গ'ড়ে ওঠা দরকার তার কিছুই গ'ড়ে ওঠে না—উপরন্তু স্কুলের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য বইও পড়া হয় না। ফলে দেখা যাচ্ছে পশ্চিম বঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে গ্রন্থাগার কার্য্যের দিক্ দিয়ে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক এবং সর্ব্ব বৃহৎভাগ যেখানে গ্রন্থাগারের কোন বালাই নেই। দুই, যেখানে গ্রন্থাগারকে অতিরিক্ত পাঠ্য পুস্তক পড়ানোর প্রতিষ্ঠান ব'লে মনে করা হয়। তিন, যেখানে

ছেলেদের অবাধে তাদের ইচ্ছামত গল্পের বই বেছে প'ড়তে দেওয়া হয়। আমরা দেখিয়েছি শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাতে গ্রন্থাগার না থাকলেও শিক্ষায়তন অপূর্ণাঙ্গ হ'য়েছে ব'লে কেউ মনে করে না—তা'ছাড়া দ্বিতীয়টি অকার্য্যকর এবং তৃতীয়টি অফলপ্রসূ হওয়ায়, গ্রন্থাগারবিহীন বিদ্যালয় গ্রন্থাগারযুক্ত বিদ্যালয় অপেক্ষা হীন মনে করারও সঙ্গত কারণ ঘটে না। ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সম্বন্ধে জনমত গঠিত হওয়ার পক্ষেও অনুকূল অবস্থা দেখা যায় না।

কিন্তু সামাজিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে। আজ সরকার বিভিন্ন সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের কাছে জানতে চাইছেন-কেমন ক'রে গ্রন্থাগারগুলোকে ভাল চালান যায়—তার জন্য তাঁরা অর্থব্যয় ক'রতেও পরাঙ্মুখ নন। আজ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত শিক্ষককে স্বতন্ত্র মর্য্যাদা ও বেতন দিতে স্বীকৃত হ'য়েছেন। বস্তুতঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য যে কেবল কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন হ'তে পারে না, একথা আমাদের দেশের সকলেই মান্‌তে আরম্ভ ক'রেছেন। অনেকে ব'ল্‌ছেন আগামী জীবনের জন্য ছাত্রকে প্রস্তুত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আর সেই আগামী জীবনে ছাত্রের প্রয়োজন মাত্র ভাষা গণিতের জ্ঞান নয়, নানা বিষয়ের জ্ঞান। আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা যা চ'ল্‌ছে তা আমাদের দেশের গিরি পর্ব্বতের থেকে জাত স্বাভাবিক নদী নয় তা' বিদেশের ইঞ্জিনিয়ারের কাটা খাল। তাই তার ধারা বেয়ে যায় বাঁধা খাতে, দেশের প্রয়োজন মত কূল ভেঙ্গে গ'ড়ে তা' আপনার নতুন পথ তৈরী ক'রে নিতে পারে না। যাই হোক, এই কৃত্রিম খালের সেচ ব্যবস্থায় যে আমাদের দেশের সব ছেলের মনে শিক্ষার চাষ করা যাবে না—একথা আজ ধরা প'ড়েছে। তাই আজ শিক্ষাকে নতুন ক'রে ঢেলে সাজার কথা হ'চ্ছে।

গ্রন্থাগারের কথায় আসবার আগে, শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আরও দুটো একটা প্রশ্ন আলোচনা করা দরকার হবে। শিক্ষাকে যাঁরা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি ব'লে মনে করেন, তাঁদের কাছে জ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনের সংযোগ ঘটার প্রয়োজন প্রতিভাত হ'য়েছে একথা স্পষ্ট। কিন্তু তাঁহাদেরও শিক্ষাধারা ত' আবার নতুন কতকগুলো বাঁধা খাতে চ'লতে আরম্ভ ক'রবে। ইংরেজি সংস্কৃতের বদলে তাঁরা হয়ত কিছুটা পৌরবিজ্ঞান, ব্যবহারিক বিজ্ঞান বা গণিত শিক্ষা দেবেন। কিংবা যাঁরা মনস্তত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁরা হয়ত ছেলেদের নানাবিধ পরীক্ষা ক'রে তাদের ভবিষ্যতে যে বৃত্তি গ্রহণ করা উচিত সেই বৃত্তি সম্বন্ধেও কিছুটা জ্ঞান সঞ্চার করাইতে চেষ্টা ক'রবেন। কিন্তু তবুও শিক্ষার কলকাটি থেকে যাবে শিক্ষক ও

ব্যবস্থাপকদের হাতে—শিক্ষার বিষয়গুলোও কয়েকটা বাঁধাধরা গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হবে। তা'ছাড়া মানুষের মন ও যোগ্যতার প্রকৃতি নিরূপণ করা এত কঠিন যে বহুদিন পর্য্যন্ত এই নিরূপণে ভুল হবার প্রবল সম্ভাবনা থাকবে—ফলে ছাত্রকে মাত্র দুই একটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন কর্‌বার নির্দ্দেশ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা দুরূহ হবে, এবং প্রত্যেক ছাত্রকে সাধারণ যোগ্যতা অর্জন করান'র জন্য কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞান অর্জনে প্রবোচিত ক'রতেই হবে। আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখেছি গোড়ায় ইংরেজী, গণিত, বাংলা, সংস্কৃত আর ঐচ্ছিক কিছুর জ্ঞান সঞ্চার করানই ছিল এর উদ্দেশ্য—তারপরে আমাদের ছেলেদের ব্যবহারিক জ্ঞান কর্ম্মের এবং ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনীয়তার দোহাই তুলে বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আগেকার পাঠ্য তালিকার সঙ্গে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি জুড়ে দেওয়া হ'য়েছে—কিন্তু তবুও মাধ্যমিক শিক্ষার মূল আকারের কিছুই বদল হয়েছে বলে মনে হয় না। বস্তুতঃ গালভরা কথা যতই বলা হোক্ না কেন, শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি একথা বলায় আগেকার ব্যবস্থার একটা তাত্ত্বিক সমর্থন করাই হ'য়েছে তার সংশোধন করা হয় নি'।

মাধ্যমিক শিক্ষাগারের গ্রন্থাগারগুলিরও এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি ক'রে বিশেষ কিছু উন্নতি হবে ব'লে মনে হ'চ্ছে না। গ্রন্থাগার আর বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরস্পরের অনুপূরক এবং সহায়ক একথা নিঃসন্দেহ—যেখানে এর অন্যরূপ ঘটে সেখানেই বরঞ্চ গ্রন্থাগার ব্যবহার একটা সমস্যা হ'য়েছে ব'লে মনে ক'রতে হবে। কিন্তু তবুও গ্রন্থাগার আর বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রধান পার্থক্য হ'চ্ছে প্রথমটিতে আছে অবাধ স্বাধীনতা ও আনন্দ আর দ্বিতীয়টীতে আছে নিয়ন্ত্রণ আর সংযম। নিয়ন্ত্রণ আর সংযমকে ছোট ব'লছি না—বস্তুতঃ সব বড় কিছুই কঠিন ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে, নিয়ন্ত্রণ আর সংযমের কঠিন ভিত্তির উপরই আমাদের জ্ঞান, শিক্ষা অনেকখানি নির্ভর ক'রবে—তবুও আনন্দ আর স্বাধীনতার মধ্যেই সে পাবে তার বিস্তার, তার বিকাশ: বিদ্যামন্দির হ'চ্ছে রস, গ্রন্থাগার হ'চ্ছে আলো—এই দুটোকে যথাযথ ভাবে গ্রহণ ক'রতে পার্‌লেই শিশু বৃক্ষ বাঁচ্‌বে ও বাড়্‌বে।

গ্রন্থাগার ও বিদ্যামন্দিরের এই সম্পর্ক স্থাপন কর্‌তে হ'লে আমাদের ডিউইর সঙ্গে একমত হ'য়ে ব'লতে হবে শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি নয়—শিক্ষাই জীবন। কবে কোন্ দূর ভবিষ্যতে আমাকে হয়ত ডাক্তারী ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ ক'রতে হবে এই অনুমান ক'রে আমাকে যদি এখন রসায়নশাস্ত্র বা শারীর-বিজ্ঞান প'ড়তে বলা হয়—তবে খুব সম্ভবতঃ আমার সঙ্গে গ্রন্থাগারের ভাগুর ভাদ্রবৌ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবে। আমার জীবনের প্রতিদিনের যেসব সমস্যা আছে, ক্লাসের বাঁধাধরা

সমস্যা ও ব্যবস্থার মধ্যে যার কোন আলোচনাই হ'তে পারে না—সেই সব সমস্যার সমাধান যদি করে আমার গ্রন্থাগার—তবেই সে হবে আমার সচিব, সখা, বয়স্য—তবেই আমি যাব প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে তার অভিসারে—তবেই তার বিচ্ছেদ ও বিরহ আমার মর্ম্ম-পীড়ার সৃষ্টি ক'রবে। নচেৎ জ্ঞানগর্ভ, উপদেশবহুল, কল্যাণকর পুস্তকের সুবিশাল সংগ্রহ পঞ্চপুষ্প আচার্য্যের মত আমার শ্রদ্ধার স্থল হ'য়ে জীবনের বাহিরেই আমার প্রণাম দাবী ক'রবে—জীবনের কোন কোনে স্থান পাবে না। মানুষ যতদিন বাঁচে ততদিন শেখে, শেখে এজন্য নয় যে সেই শিক্ষা তার কোন কাজে লাগ্‌বে। শেখে এজন্য যে শেখাতেই তার আনন্দ। শেখার মধ্যে দিয়েই মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে, নিজের শক্তি সম্বন্ধে নিজে সচেতন হয়। আর নিজেকে জানার মত আনন্দ জগতে কোথায়ও নেই। যেখানে শেখার বিষয়ই এত বেশী যে শিক্ষার্থী তার মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে সেগুলোরও সঙ্গে নিজের ব্যক্তিত্বের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তাকে জাগিয়ে তোলার, সক্রিয় করার, বুঝবার সুযোগ পায় না সেখানে শিক্ষা ব্যর্থ। ভোজ্য বস্তুর বাহুল্য যদি পরিপাক শক্তিকে অবেজো ক'রে তোলে, তবে সে ভোজ্যে উপকার কোথায়? মানুষ ত' উট নয়—যে দুর্গম মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাত্রা করার আগেই সে পেট পুরে জল সঞ্চয় ক'রে রাখ্‌বে ভবিষ্যতের জন্য। তাই শিক্ষার সার্থকতা ভবিষ্যতের জন্য জ্ঞান সঞ্চয়ে নয়। এর সার্থকতা বর্ত্তমানের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করায়। শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য ধারা সমগ্র জীবনের খাদ বেয়েই প্রবাহিত হ'য়ে থাকে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপরের যে আলোচনা করা হ'ল তা' হয়ত আপাতঃ দৃষ্টিতে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে। কিন্তু ভাল ক'রে ভেবে দেখ্‌লে দেখা যাবে আমাদের দেশে শিক্ষার অগ্রগতির তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষে প্রধানতম বাধাই হ'ছে শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের ভুল ধারণা। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমের যুগে একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত গুরুগৃহে শিক্ষা গ্রহণ ক'রে এসে পরে সংসারে প্রবিষ্ট হ'তে হোত। এ যুগেও একাদশোর্দ্ধ থেকে সপ্তদশোর্দ্ধ পর্য্যন্ত বিভিন্ন বয়সকে বিভিন্ন দেশ আবশ্যিক শিক্ষাকাল ব'লে নির্দ্দেশ করেছে। এই সব দেখে আমাদের ধারণা হয়েছে শিক্ষা বুঝি ঐ সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরবর্ত্তীকালে গ্রন্থ যদি পড়ি পড়ব চিত্ত বিনোদনের জন্য—শিক্ষার জন্য নয়। এর থেকে আমাদের দেশের কৃতী ছাত্রদের অনেকেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সরস্বতীর সঙ্গেও সম্বন্ধ শেষ করেন। বাংলাদেশের ইতিহাস পড়ি আমরা বিলাতী আই-সি-এস্ দের সংগৃহীত উপাদান থেকে, সংস্কৃত ভাষার তথ্য সংগ্রহ করি অভারতীয়দের লেখা থেকে। আমরা ভুলে গেছি বিদেশে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরবর্ত্তী স্তরের জন্যও আছে শিক্ষার

ব্যবস্থা, আমরা ভুলে গেছি বর্ণাশ্রমের অনুশাসন—"সাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ"। বস্তুতঃ শিক্ষার ত' শেষ নেই—সমস্ত জীবন জোড়াই তো এর স্থিতিকাল। এই সত্য প্রতিষ্ঠান ক'রলে প্রত্যেকেরই নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে শিক্ষার জন্য পৃথক্ নির্দিষ্ট কাল। এই সত্য প্রচারিত হ'লেই দেশে প্রকৃত জ্ঞান চর্চ্চা হবে—গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সুস্পষ্ট হবে।

শিক্ষাই যদি জীবন হয়, তবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের স্থান কোথায়? আমার মনে হয় বিপুলা পৃথ্বী এবং অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের পরিচয় যাতে ছাত্র পেতে পারে বিদ্যালয় ছাত্রকে তার যোগ্য ক'রে তুলবে এই মাত্র। আজ বিভিন্ন বিষয়ক জ্ঞান গ্রন্থের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে র'য়েছে শিক্ষার্থীর অধিগত হওয়ার জন্য। কিন্তু সংজ্ঞা, পরিভাষা, সঙ্কেত দিয়ে পরিপূর্ণ ভাষার মাধ্যমে ঐ সব গ্রন্থ রচিত। ঐ সংজ্ঞা, পরিভাষা সঙ্কেতের সঙ্গে ছাত্রকে পরিচিত ক'রে তোলা, ওদের বিষয়ে ছাত্রকে পরিপূর্ণ জ্ঞান দেওয়াই বিদ্যায়তনের কাজ। বিদ্যালয় ছাত্রকে শেখায় শেখার পদ্ধতি। বিদ্যালয়ের কাজ জীবনে জ্ঞানের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়ে সেই জ্ঞান অর্জনের পথে সাহায্য করা। জীবনের প্রয়োজনীয় সব শিক্ষা বিদ্যালয় দিতে পারবে এ কথা ভাবা বাতুলতা—এ যারা ভেবেছে তাদেরই বিদ্যাকে পুঁথিগত ব'লে ঠাট্টা করা হ'য়েছে। বিদ্যালয় যদি জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি ক'রতে চায় সে কখনও তাকে সব জ্ঞান দেবার চেষ্টা ক'রবে না—সে তাকে জ্ঞানের মূলসূত্র-টুকু মাত্র দেবে—তবে যদি বিদ্যালয় চায় কলের পুতুল তৈরী ক'রতে সে কথা স্বতন্ত্র। বিদ্যালয় যদি জ্ঞানের গুরুত্ব আর জ্ঞানের বিপুলত্বের ধারণা ছাত্রের মনে সঞ্চার ক'রে তাকে জ্ঞান অর্জনের স্বাবলম্বী ক'রে তুলতে চায় তা'হ'লে গ্রন্থাগার যে বিদ্যালয়ের সব চেয়ে বড় অঙ্গ একথা কি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে? সুষ্ঠু, সক্রিয়, উপযুক্ত গ্রন্থাগার নিজেই একটি বিদ্যায়তন। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবন সঞ্চার ক'রতে হ'লে গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা এখানে ক'রতেই হবে। ভাল গ্রন্থাগার থাকলে একজন গ্রন্থাগারিক আর দু'জন শিক্ষক বিজ্ঞানের বক্তা বইয়ে দিতে পারেন।

আমাদের দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভাল গ্রন্থাগার স্থাপন করা সোজা কথা নয়। মাদ্রাজে একটি উচ্চস্তরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংরক্ষিত ভাণ্ডারে যে পরিমাণ অর্থ রাখা আবশ্যক ব'লে মনে করা হয় আমাদের দেশে তার অর্দ্ধেক অর্থ রাখার কথা ব'ললেও দেশে আন্দোলন সুরু হ'য়ে যাবে—এমনিই আমাদের অর্থ-সামর্থ্য। আর আজকের যুগে যে কোন কাজ সত্যি সত্যি ক'রতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন হয়—একথা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ ভাল গ্রন্থাগার স্থাপন ক'রতে গেলে তার পরিবেশের ব্যবস্থা, তার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব ও স্থান সংগ্রহ, উপযুক্ত পরিচালনার ব্যবস্থা করা, পুস্তকাদি সংগ্রহ এর সবই প্রয়োজন। তবু মনে হয় গ্রন্থাগারে উপযুক্ত গ্রন্থ

যদি সংগ্রহ করা যায় তা'হ'লে অন্য ব্যবস্থায় ত্রুটী থাক্‌লেও সে গ্রন্থাগার বেঁচে উঠ্‌বেই উঠ্‌বে।

আমি বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করার সময় দেখিয়েছি আমাদের দেশে অনেক জায়গায় গ্রন্থাগার ব'লে কিছুই নেই—অনেক জায়গায় নামে একটা পুস্তক সংগ্রহ আছে কিন্তু সে পুস্তক না ছাত্র, না মাষ্টার কেউই ব্যবহারের সুযোগ পান না। সরকারী এবং অন্য কোন স্কুলে কিন্তু প্রতি শ্রেণীর জন্য পৃথক পুস্তক সংগ্রহ থাকে আর সেখানে বইএর লেন দেনও হয়। এই সব গ্রন্থসংগ্রহের জন্য গ্রন্থ সাধারণতঃ দু'রকম নির্ব্বাচিত হ'য়ে থাকে। এক শ্রেণীর শিক্ষক চান তাঁর ছেলেরা বই পড়ুক এবং যে বই তারা পড়তে চায় তিনি সেই রকম বই—অর্থাৎ এড্‌ভেঞ্চারের গল্প আর ভূতুড়ে কাহিনী তাঁর পুস্তক সংগ্রহের জন্য নির্ব্বাচিত ক'রে থাকেন। পুস্তক নির্ব্বাচনের সাধারণ নীতি হিসাবে তাঁকে এতে কোন দোষও দেওয়া যায় না। বাস্তবিক বই যতই ভাল হোক্‌না কেন, সে বই যদি কারোর পড়ার সম্ভাবনা না থাকে তা'হ'লে গ্রন্থাগারিক কখনই তা' সংগ্রহ ক'র্‌বেন না। পাঠকেরা যে বই চায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারিক সেই বইই সংগ্রহ করবেন—তা' সে বই-এর সাহিত্যিক বা তাত্ত্বিক মূল্য যাই হোক্‌না কেন। গ্রন্থাগারিক তখনই মাত্র তথাকথিত ভাল বই কিনবেন যখন তিনি বুঝবেন যে সে বই তিনি পাঠকদের পড়াতে পার্‌বেন বা সে বই পড়ার মত পাঠক তিনি সংগ্রহ ক'র্‌তে পার্‌বেন। বেশী দামের জিনিষ দোকানে তখনই আনা চলে যখন ক্রেতাদের মধ্যে তা' কেনার প্রয়োজনীয়তা বোধ বা রুচি-বোধ জেগেছে। তা' না হ'লে কম দামেরই অনেক জিনিষ বিক্রয় ক'রে থাকে কারবারী। বেশী দামের মাল, না বিক্রি হয়ে প'ড়ে থাক্‌লে সেটা দোকানের ভারই হ'য়ে থাকে। তাই যেসব শিক্ষক ছেলেরা হাল্‌কা গল্পের বই চায় ভেবে সেইগুলোই তাঁরা পুস্তক সংগ্রহের জন্য নির্ব্বাচন ক'রে থাকেন, মাত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নীতির দিক্ দিয়ে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তবুও স্কুলের গ্রন্থাগার ত' সাধারণ গ্রন্থাগার নয়—তাই তাঁদের নির্ব্বাচন সমর্থন করা যায় না। বস্তুতঃ ঐ সব বই প'ড়ে ছেলেদের প্রকৃত উপকার হ'চ্ছে কিনা তাদের শিক্ষায় এতে সত্যই সাহায্য হ'চ্ছে কিনা একথাও আজ বিবেচনা করা দরকার হ'য়েছে—আর ছেলেদের যদি উপকার না হয় তবে এ পণ্ডশ্রমের সার্থকতা কী আর এই পণ্ডশ্রমের হিসাব নিকাশ দাখিল ক'রে স্কুলের কী গৌরব বর্দ্ধিত হবে এও আজ বিচার করা দরকার।

আর এক শ্রেণীর শিক্ষক আছেন যাঁরা গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য সেই সব বই আন্‌তে চান যা প'ড়লে ছেলেদের সাহিত্যে, ভাষায় দখল বাড়্‌বে তাঁদের চিন্তাশক্তি বর্দ্ধিত হবে। অর্থাৎ বিশ্বের নাম করা লেখকদের বইগুলো তাঁরা

ছেলেদের পড়িয়ে দিতে চান। ঠিক অল্পদিনের আগে পর্য্যন্ত এই সব বই পাওয়া যেত মাত্র ইংরাজীতে সংক্ষিপ্ত, মার্জ্জিত বিভিন্ন সংস্করণে। সুতরাং ছেলেদের বাধ্য করা হ'ত ঐ সব ইংরিজি বই নিতে। ফল যা হ'ত আগেই ব'লেছি সরকারী স্কুলের বার্ষিক কার্য্য বিবরণীতে ছাত্রদের পঠিত গ্রন্থের যে সুবিপুল সংখ্যাই লেখা থাক না কেন আসলে সে তার বহু বহু সংখ্যাই অসম্পূর্ণ একথা বল্‌লে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না।

বস্তুতঃ "প্রতি শ্রেণীর জন্য পৃথক পুস্তক সংগ্রহে"র নীতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনাদির জন্য ব্যয় হয় না ব'লে আপাততঃ ব্যয় সংক্ষেপ হয় ব'লে মনে হ'লেও—এ ব্যবস্থা কখনই অভিপ্রেত নয়। ছেলেদের জীবনে যে সব সমস্যা উপস্থিত হয় সে সব এতই বিচিত্র ও বিভিন্ন বিষয়ক যে সেগুলোর সমাধান যে সব গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায় তাদের সংখ্যা ঠিক্ নগণ্য হবে না। প্রতি শ্রেণীর জন্য সেই সব গ্রন্থ পৃথক পৃথক দিতে গেলে ব্যয় সংক্ষেপ কখনই হ'তে পারে না। কতকগুলো বই নীচের ক্লাসে পড়াবো। কতকগুলো উপরের ক্লাসে পড়াবো এই মনে করে পুস্তকের আলোচনার কাঠিন্য হিসাবে বই ভাগ করাও ঠিক বলে মনে হয় না। এর বিরুদ্ধে অন্য সব যুক্তি উত্থাপন না ক'রেও শুধু এই বললেই যথেষ্ট হবে যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরও কখনও কখনও নিম্ন শ্রেণীর জন্য নির্দ্দিষ্ট বই দরকার হয়ে থাকে। তা' ছাড়া যাকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে Reference বই বলা হয় সে সব বইগুলোও প্রতি ক্লাসে দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে reference বই এর জন্য, এবং অন্য অন্য অনেক বইয়ের জন্যই একটা মূল গ্রন্থাগার রাখতেই হয়। নচেৎ প্রতি ক্লাসের আলাদা গ্রন্থাগার ক'রতে এত ব্যয় বৃদ্ধি হয় যে তা' সাধ্যের বাইরে হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ ক্লাসের পৃথক গ্রন্থাগার ক'রে আমরা ব্যয় সংক্ষেপ যা করি তা' হচ্ছে ব্যবস্থাপনায়। ব্যবস্থাপনার ব্যয় না থাকায় স্কুলের মূল গ্রন্থাগারের অনুপূরক হিসাবে ক্লাস-গ্রন্থাগার সংগঠন বাঞ্ছনীয় হ'লেও ক্লাস-গ্রন্থাগার কখনও মূল গ্রন্থাগারের স্থান অধিকার ক'রতে পারে না।

আমাদের আজকের আলোচনায় আমি যদি একথা প্রমাণ ক'রতে পারি যে ক্লাস-লাইব্রেরী প্রথা চালু আছে, তা' কখনই স্কুল-গ্রন্থাগারের প্রয়োজন মেটাতে পারে না এবং প্রতি সরকারী স্কুলে সুপরিচালিত স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন তা' হ'লে অনেকখানি কাজ হ'য়েছে মনে ক'রব। সরকারী স্কুলগুলো এখনও আমাদের দেশে আদর্শ অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের পরিচালনায় সুপরিচালিত ফলপ্রদ গ্রন্থাগার সরকারী স্কুলগুলোর গ'ড়ে তোলার জন্য জনমত আমাদের সৃষ্টি করতেই হবে। সরকারী

স্কুল-গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেলে ক্রমান্বয়ে অঞ্চলে আমরা প্রকৃত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার গ'ড়ে তুলতে পারব। আর এই চেষ্টার আজই যথার্থ সময়। কেন না শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির স্বরূপ কী হবে সেই কথা এখন চিন্তা ক'রছেন।

আমার মূল বিষয় থেকে কিছুটা স'রে গেলেও আমি যে বিষয়ের আলোচনা করছি তা' সর্বাংশে অপ্রাসঙ্গিক নয়। বস্তুতঃ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন যথাযথভাবে ক'রতে হ'লে এক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই তা করা সম্ভব, প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্রভাবে তা করা সম্ভবও নয় উচিতও নয়। মনে রাখতে হবে ছাত্রদের মানসিক বিকাশের ঠিক বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। যে কুমুদ সূর্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ম্লান ও বিষণ্ণ হ'য় সেই আবার চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে বিকশিত ও সমর্পিত ক'রবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যে ছেলে পরিপূর্ণ নিয়ম শৃঙ্খলের মধ্যে কঠোর শিক্ষকের অনুশাসনে আপনার চিন্তাশক্তি ও জানার ইচ্ছাকে সার্থক করে তুলতে পারল না সেই হয়ত ঈষৎ স্বাধীনতার পরিবেশের মধ্যে প্রকৃত বিদ্যার্থী হ'য়ে উঠল। তাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কী কী প্রশ্ন, কী তাদের সমস্যা, কী তাদের জ্ঞাতব্য একে একটা অখণ্ড দৃষ্টি দিয়ে দেখা উচিত। বিদ্যালয়ের গ্রন্থ-নির্বাচন সমস্যা সমস্ত মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা—শ্রেণী বিশেষের নয়।

গ্রন্থাগারিক গ্রন্থ-নির্বাচন করবার সময় বিবেচনা করেন পাঠকের রুচির। অর্থাৎ পাঠক কি বিষয়ে জানতে চায় যা' জানতে চায় তা' কি তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে জানতে চায় না মোটামুটি কথা ও গল্প ছলে জানতে চায়। তারপরে তিনি দেখেন পাঠকের এই জ্ঞানক্ষুধা নিবৃত্তির উপযুক্ত কোন্ গ্রন্থ আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত হবে কোনখানা। কোন পুস্তকের একাধিক প্রতিলিপির আবশ্যকতা আছে কিনা। পাঠকের রুচিকে পরিতৃপ্ত করার মত কোন কোন গ্রন্থ গ্রন্থাগারে আছে এবং তাঁর হাতে ব্যয়ের যোগ্য অর্থের পরিমাণ কী।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও এই সমস্ত প্রশ্নই বিবেচনা করতে হবে। ছাত্রদের রুচির সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি। কিন্তু ঐ আলোচনায় ছাত্রদের প্রতি কিছু অবিচারও করা হ'য়েছে। ছাত্ররা শুধু কথা সাহিত্য, এ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প, ভূতুড়ে গল্প, শিকারের গল্প পড়তে চায়। কিন্তু কে এ চায় না? বয়োজ্যেষ্ঠেরাও কি গল্পপ্রিয়তা থেকে মুক্ত। কখনই নয়। বড়দের গল্প ছাড়া অন্য বিষয়েও আগ্রহ আছে বলে আমরা মনে করি,

কিন্তু ছেলেদের বেলায় আমরা সেটা মনে করি না। এটা আমাদের একান্ত ভুল—আর এই ভুলের জন্যই বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। বস্তুতঃ শিশুরা জগৎ সম্বন্ধে আগ্রহহীন নয়। আমি যেমন আমার প্রতিবেশীর চেয়ে অর্থে, প্রতিষ্ঠায় শ্রেষ্ঠ হ'য়ে উঠতে চাই, সুস্থ, স্বাভাবিক সাধারণ শিশু তেমনই ক্রীড়ার ক্ষেত্রে অন্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে চায়। বয়োজ্যেষ্ঠদের বরফ নিরর্থক খেয়াল পরিতৃপ্তির আগ্রহ থাকে না। শিশুরা কিন্তু এ বিষয়েও যথেষ্ট আগ্রহবান। বস্তুতঃ ক্রিয়ার বিষয়ে পরিতৃপ্তির বিষয়ে ছেলেদের আগ্রহ এত স্বাভাবিক ও এত গভীর যে এই সব বিষয়ে যদি তাদের উৎকর্ষ বাড়াবার কোন উপায় তারা পায়, তবে সে উপায় তারা অবলম্বন ক'রবেই ক'রবে। খেয়াল পরিতৃপ্তির দিকে ত' আমাদের দেশের ছেলেরা কোন শিক্ষাই পায় না। —গতানুগতিক পথেই তাদের চলতে হয় এবং তাতেও তারা উৎকর্ষলাভের জন্য কী আগ্রহই না প্রকাশ ক'রে থাকে! বাস্তবিক, পাখী পোষা, মাছ ধরা, টিকিট সংগ্রহ প্রভৃতি নানা বিষয়ে ছোট, সহজ, নির্ভরযোগ্য বই এর জন্য ছেলেদের স্বাভাবিক আগ্রহ কম থাকে না। ক্রিকেট, টেনিস্, ফুটবল সম্বন্ধেও বাস্তবিক অনুশীলনের সহায়ক বই ছেলেদের মধ্যে কাটবেই কাটবে। জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধানে যে সব বই সাহায্য করে সে সব বই কখনও পোকায় কাটার জন্যে গ্রন্থাগারের তাকে প'ড়ে থাকে না। আর সেই সব বই প'ড়লে ছেলেরা পড়ার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম ক'রবে। জ্ঞান যে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রয়োজন, আর বই যে জ্ঞানের খনি এই সত্য ছেলেদের জীবনে ফুটিয়ে দেওয়া একান্ত দরকার—সে দরকারী কাজ সিদ্ধ হবে ছেলেদের ঐ সব বই জোগাড় ক'রে দেওয়ায়।

রুচির সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে গিয়ে আমরা দেখেছি—গল্পের বই, খেলার বই, খেয়াল পরিতৃপ্তি সম্বন্ধে বইয়ে ছেলেদের স্বাভাবিক রুচি আছে। কিন্তু বিদ্যালয় গ্রন্থাগার মাত্র ছেলেদের স্বাভাবিক রুচিকে পরিতৃপ্ত ক'রবে না। সে চাইবে ছেলেদের নতুন রুচি সৃষ্টি ক'রতে। শিক্ষার এবং গ্রন্থাগারিকের সহযোগিতায়ই এই রুচি গঠিত হ'তে পারে। যে শিক্ষক তাঁর পাঠ্য বিষয় সমূহের আলোচনার প্রসঙ্গে পাঠ্যাতিরিক্ত বিপুল জ্ঞেয় বিষয়ের উপরও এক একবার আলো ফেলে ছেলেদের মনকে সেদিকে আকৃষ্ট ক'রতে পারেন—তাঁর ছাত্রদের কিয়দংশের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা জাগতে বাধ্য। তা' ছাড়া গল্পের মাধ্যমেও ছেলেদের মধ্যে অনেক সময় তত্ত্বের জিজ্ঞাসা উদিত হ'য়ে থাকে। এই সব ছেলেদের ঐ জিজ্ঞাসা ও আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য তাদের

উপযুক্ত সহজ, ভাল বই গ্রন্থাগারিককে সংগ্রহ ক'রতে হবে। তা ছাড়া স্কুলে অনেক সময় আলোচনা, বাদানুবাদ, প্রবন্ধ রচনা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। ঐ সব বিষয়ে ছেলেরা যাতে উপযুক্ত সাহায্য পেতে পারে সে ব্যবস্থাও গ্রন্থাগারিকের করা দরকার। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে reference বই অর্থাৎ অভিধান, কোষগ্রন্থ প্রভৃতিও সর্বদা প্রয়োজন। বস্তুতঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সংগ্রহ হবে বিচিত্র। মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ বলে মনে করতে হবে। অধিকাংশ ছাত্র মাধ্যমিক শিক্ষার পর আর সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করবে না—তারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বনের চেষ্টা করবে। মাত্র মেধাবী স্বল্পসংখ্যক ছাত্র যাদের বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক জ্ঞানের জিজ্ঞাসা ও আকাঙ্ক্ষা জেগেছে তারাই যাবে উচ্চতর শিক্ষার দিকে। কিন্তু ঐ স্বল্পসংখ্যক শিক্ষাব্রতী ছাত্রদের জন্যই পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডার নয়। মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিপুলতর সংখ্যক ছাত্রের সকলকেই আমাদের সংস্কৃতি সভ্যতার প্রধান কথাগুলো জানাতে হবে। হয়ত খুঁটিনাটি বা তাত্ত্বিক আলোচনা তারা বুঝবে না—কিন্তু সব বিষয়ের সাধারণ একটা ধারণা তাদের হওয়া দরকার বৈ কি। গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে মাধ্যমিক শিক্ষার সাফল্যে। কার্যতঃ মাধ্যমিক শিক্ষিত লোকরাই দেশের শাসন-যন্ত্র পরিচালনা করে থাকেন। সুতরাং প্রাচীন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাধারণ ধারণা মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে গড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা যতই ভাল করিয়া কেন, ছাত্রদের যদি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে জ্ঞানার্জন করতে না শেখাতে পারি তবে মাধ্যমিক শিক্ষার এই উদ্দেশ্য কখনও সফল হ'তে পারে না। অবশ্য মাধ্যমিক শিক্ষার সময়েই সব ছাত্রকে সব শিখে বা জেনে ফেলতে হবে সে কথা নেই, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার সময়েই সব বিষয়ে জানবার একটা রুচি ও ক্ষমতা তৈরী করতে হবে। আর এই ক্ষমতা যাতে সত্যিই তৈরী হ'তে পারে এবং বিকশিত হ'তে পারে সে জন্যে মাধ্যমিক শিক্ষালয়ের গ্রন্থাগারকে বিচিত্র পুস্তক সংগ্রহ ক'রতে হবে।

বিষয়ের দিক্ থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কী রকম বই নির্বাচন করতে হবে উপরের আলোচনা থেকে তা' মোটামুটি বোঝা যাবে। কিন্তু বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বিষয়ের চেয়েও গ্রন্থের প্রকার কম বিবেচ্য নয়। গুরুগম্ভীর, সূক্ষ্ম, তাত্ত্বিক আলোচনা কখনও মাধ্যমিক ছাত্রদের উপযুক্ত হয় না। গ্রন্থের ভাষা হওয়া উচিত একান্ত পরিচ্ছিন্ন। তত্ত্ব এবং বিচারের চেয়ে সিদ্ধান্তগুলো মনোজ্ঞ করে বর্ণনা করাই এ সব গ্রন্থের প্রধান গুণ। ছবি, ফটো, প্রভৃতি দিয়ে বর্ণনীয় বিষয়কে আকর্ষণীয় করে তোলা দরকার। কিন্তু মনে রাখতে হবে কঠিন জিনিষ না দেখার চেষ্টায় অর্ধসত্য বা অকিঞ্চিৎকর বিষয় এই সব গ্রন্থে পরিবেশিত হওয়া উচিত নয়। শিশুকে

হস্তোদ্গমের পূর্বে দুধই খাওয়াতে হয় সত্যি, কিন্তু তাকে ধীরে ধীরে কঠিন খাদ্যেও অভ্যস্ত করতে হয়। দুধ খেয়ে বাঁচা যায় না। লোকে, অভিশিক্ষকের জিনিস দিয়ে কখনও জ্ঞানের ক্ষুধা নিবৃত্তি করা যায় না। ইউক্লিড বলেছিলেন, There is no royal road to geometry: আমাদের ও বলতে হবে There is no royal road to knowledge: কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত বিদ্যার্জন সম্ভব নয়। বস্তুতঃ আজকাল শিক্ষা বিজ্ঞানের উন্নতির নামে, শিক্ষাকে রুচিকর ও আনন্দময় করার নামে—অনেক ক্ষেত্রেই এই মূল সত্যটা ভুলে যাওয়া হচ্ছে বলে আমার মনে হয়েছে। তাই গোড়াতেই আমাদের এটা বুঝে ফেলতে হবে স্বাভাবিক শিশুর প্রথমে হস্তোদ্গম না হলেও যেমন পরে এক সময় হস্তোদ্গম হয় এবং সে যেমন দুধ ছেড়ে ছোলা ভাজা কড়াই ভাজা খেয়ে আনন্দ পায় তেমনই জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথম কঠিন বই পড়তে না পারলেও যথাযথভাবে লেখা খাঁটি জিনিস পেলে ছেলেরা একটু কঠিন বইও পড়তে পারে। অবশ্য সূক্ষ্ম বিচারমূলক তাত্ত্বিক আলোচনার চেয়ে অনুভবগোচর সিদ্ধান্তের মধ্যে উপস্থিত বিষয়ই মাধ্যমিক শিক্ষাকালে সহজে গৃহীত হয়।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মাধ্যমিক গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচনে একদিকের অর্থাৎ ছাত্রদের প্রয়োজনের কথাই আলোচনা করেছি। ঐ গ্রন্থাগারকে কিন্তু শিক্ষকদেরও বইএর যোগান দিতে হবে। ফলে কঠিন, নীরস, তাত্ত্বিক আলোচনার বই—বিশেষ করে যেগুলো পাঠ্য পুস্তকের সহকারী ও পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রামাণিক—সে সব বই সংগ্রহ করতে হবে। Reference বই এর কথা আগেই বলা হয়েছে। এবং যদি সম্ভব হয় শিক্ষকদের জ্ঞানার্জনের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যেও মাধ্যমিক শিক্ষালয়ের গ্রন্থাগারের বয়স্কবান হওয়া উচিত।

মাধ্যমিক শিক্ষালয়ের গ্রন্থাগারের উপর দাবীর বহর এতক্ষণে বলা হোল। আমাদের দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর অর্থ সামর্থের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সুতরাং প্রাপ্তব্য অর্থের মধ্যে এত দাবী পূরণ করা কতদূর সম্ভব বিবেচনা করা দরকার। তবে আমাদের দেশে এখনও প্রতি বিষয়ে যথাযথ পুস্তক এতই কম যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় যদি চেষ্টা করে তবে কয়েক বছরে যে মোটামুটি কাজ চালানোর মত একটা গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে না পারে তা মনে হয় না। বিশেষ করে যেখানে একটা মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠে সেখানে প্রায়ই হয় সরকারী অফিস, কাছারী, কিংবা শিক্ষিত লোকের বসবাস দেখা যায়। ফলে সেইসব ক্ষেত্রে প্রায়ই গ্রন্থাগার জাতীয় কিছু কিংবা ব্যক্তি বিশেষের পুস্তক-সংগ্রহ থাকে। আলাপী গ্রন্থাগারিক এই সবের খোঁজ রাখতে পারলে, শিক্ষক মহাশয়দের নিজেদের কী কী বই আছে খোঁজ রাখতে পারলে আর দেখে শুনে পুরাণো বই কিনতে পারলে বরাদ্দ টাকার মধ্যেও অনেক

কাজ করতে পারেন। অবশ্য স্কুলের গ্রন্থাগার সাধারণ গ্রন্থাগার নয় ব'লেই—এখানকার বই সকলকে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। আবার অপরকে আমাদের বই না দিলে তাদের কাছ থেকে বই পাবার প্রত্যাশাই বা ক'রতে পারি কী ভাবে? সুতরাং গ্রন্থাগারিককে এ বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতাও দেওয়া দরকার। এই রকমভাবে নিকটস্থ প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তায় গ্রন্থ-নির্ব্বাচনের কাজ অনেক সহজ হবে।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থ নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক সহযোগিতা ও সাহায্য পাবেন প্রধানতঃ শিক্ষকদের কাছ থেকে। তাঁরা হ'চ্ছেন নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তাঁদের কাছে অনেক খোঁজ খবর গ্রন্থাগারিক পেতে পারেন। অবশ্য সেই খোঁজ খবরের উপর মাত্র তাঁর নির্ভর করা উচিত নয়। পাশের গ্রন্থাগারে কী বই আছে, সেখানে কী বইয়ের চাহিদা আছে, গ্রন্থাগারিককে তা' বিবেচনা ক'রে দেখতে হয়। অনেক সময় ঠিক নতুন যে বই বেরোয় শিক্ষক হয়ত তার খোঁজ রাখেন না কিন্তু ব্যবসায়ীদের গ্রন্থপঞ্জী, সাময়িক পত্রিকার বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা এবং গ্রন্থাগার প্রভৃতিতে প্রকাশিত গ্রন্থ-সূচী থেকে গ্রন্থাগারিক সে সব বইয়ের খোঁজ পেতে পারেন। মনে রাখা উচিত গ্রন্থাগারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের —তাঁর কাজ তিনি যথাযথ ক'রতে পারলেই তবে তিনি নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবেন।

ছাত্ররা অনেক সময় বাইরে থেকেও অনেক খবর ও উপদেশ পেয়ে থাকে। ভাল গ্রন্থাগারিকের কাছে তারা তাদের জ্ঞাতব্য প্রশ্নগুলোর উল্লেখ ক'রতেও ইতস্ততঃ করে না। গ্রন্থাগারিক যদি ঐ সব প্রশ্নের একটা তালিকা রাখেন বা যদি তাদের অনুসন্ধান করা বইয়ের তালিকা রাখেন—কিংবা তাদের কাছ থেকেও ক্রেয় গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রস্তাব চান—তা'হ'লে অনেক সময়ই ভাল ফল পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কোন এক সময়ে ব'সে গ্রন্থ-নির্ব্বাচন ক'রলে তাতে অনেক ত্রুটীর সম্ভাবনা থাকে। হয়ত সারা বছরে যে বইয়ের প্রয়োজন অনুভূত হ'য়েছে সেগুলো তালিকাভুক্ত ক'রতে ভুল হ'য়ে যায়। কয়েকটা বিষয়ে সদ্য নতুন বই প্রকাশিত হওয়ায় সেইগুলো কেনার ঝোঁক পড়ে যায়—ফলে অনেক বিষয়ের বই মোটে কেনা না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গ্রন্থ নির্ব্বাচনের জন্য সেই জন্য সারা বছরে যে সব গ্রন্থের চাহিদা মেটানো যায় নি' তাদের তালিকা রাখা একান্ত আবশ্যক। আর এ রাখলে গ্রন্থ-নির্ব্বাচনের দায়িত্ব অনেকখানি পাঠকদের উপরও পড়ে। বস্তুতঃ পাঠকও গ্রন্থাগারিকের সহযোগীতায় গ্রন্থ নির্ব্বাচন ক'রলে গ্রন্থাগার জনপ্রিয় ও কার্য্যকরী হ'য়ে ওঠে।

গ্রন্থ নির্ব্বাচনের মূল কথাগুলো উপরে বলা হোল। এবার খুব সংক্ষেপে বাস্তব সমস্যা সম্বন্ধে দুই একটি কথা ব'লব। গ্রন্থ নির্বাচনের প্রধান সমস্যা উপযুক্ত গ্রন্থের

অভাব। আমাদের দেশের ছেলেদের জ্ঞানের ক্ষুধা মেটাবার ভাষা যে বাংলা হবে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু সেই বাংলায় আমরা যে ধরণের বই গুলের জন্য সরকার ব'লেছি তা' একেবারেই নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। সরকার যদি অপাঠ্য বইগুলোকে প্রাইজ বা লাইব্রেরীর জন্য সুপারিশ করা একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়ে —এদিকে মনোযোগী হন তবেই এ সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। শোনা যায় Carlyle-এর Sartor Resartus এর সবত্ত্ব একদিন নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হ'য়েছিল। কিন্তু আমদের দেশে হ'লে বোধ হয় নাম মাত্র মূল্যেও বই বেচা কঠিন হো'ত। অনেক পণ্ডিত লোককে জানি যাঁদের বহুমূল্য গবেষণা কীটের খাদ্য হবার জন্য সুপাকার হ'য়ে উঠ্‌ছে—তাঁদের সাধ্য নেই সেগুলোকে মুদ্রিত ক'রে প্রচার করার। সুতরাং সরকার বা ঐ রকম উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান উদ্যোগী না হোলে যে-সরকারী প্রচেষ্টায় আমাদের দেশের গ্রন্থ-সমস্যার সমাধান হবে ব'লে মনে হয় না। অথচ সরকারও একাজে হাত দিলে যে আর্থিক দায়িত্বের মধ্যে প'ড়্‌বেন তা' মনে হয় না। চাহিদা আছে—মেটাবার মত মেধাও আছে। কিন্তু এই দুইয়ের সমন্বয় করার ভার নেবে কে? গ্রন্থাগার পরিষদের চেষ্টায় সরকার এই ভার নিলে এই পরিষদ দেশের সেবায় উল্লেখযোগ্য কাজ ক'রেছে ব'লে মনে হবে। বস্তুতঃ জন-শিক্ষা পত্রিকা আর কিশলয় পাঠ্য পুস্তক প্রকাশের ভার নিয়ে সরকার এ দায়িত্ব স্বীকারই ক'রেছেন, এখন তাঁদের চেষ্টাকে এইদিকে আনা খুব অসম্ভব বা কষ্টকর হবে ব'লে মনে হয় না।

শিশু-সাহিত্য ও পত্রিকা শাখার অভিভাষণ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের এই অধিবেশনে আপনাদের সকলের সঙ্গে আজ একত্রে মিলতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। জাতীয় জীবনে সম্মেলনের প্রয়োজন আছে। সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আমরা পারস্পারিক মিলনের সুযোগ পাই, এই মিলনই হ'চ্ছে সংস্কৃতির আধার। এখানে আমরা যেমন মিলনের দ্বারা আনন্দিত, তেমনি পারস্পারিক সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণের সুযোগ নিয়ে আমরা সহিতত্ব প্রাপ্ত হই। এই সহিতত্ব থেকেই সাহিত্য।

আজ আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হ'চ্ছে শিশু-সাহিত্য ও সাহিত্যপত্র এবং শিশুদের উপযোগী গ্রন্থাগার। সেখানেও সহিতত্বের প্রয়োজন। শিশুদের জীবনেও এরকম সাংস্কৃতিক মিলনের প্রয়োজন আছে। তাতে একদিকে তারা যেমন পরস্পর পরস্পরকে চিন্‌বার সুযোগ পাবে, তেমনি সেই সুযোগের মধ্য দিয়ে রুচি, দৃষ্টিভঙ্গী ও নৈতিক জীবন উন্নীত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে শিশুদের এই মেলাবার প্রচেষ্টা কোন কালেই বড় দেখা দেয়নি; সাম্প্রতিককালে এ সম্পর্কে যাঁরা নতুন পথ রচনা করেছেন, তাঁদের একজন আনন্দবাজার পত্রিকার 'আনন্দ মেলা'র পরিচালক মৌমাছি এবং যুগান্তর পত্রিকার 'ছোটদের পাতভাড়ি'র পরিচালক স্বপনবুড়ো। তাঁদের দেখাদেখি অন্যান্য পত্রিকাও সেই পথ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু ক্ষমতা তাঁদের সীমাবদ্ধ। 'আনন্দমেলা' ও 'ছোটদের পাতভাড়ি'র বার্ষিক উৎসবগুলিতে বাংলার শিশুদের শুধু মেলাবার ব্যবস্থাই হয়নি, সেই মিলনকে আনন্দ-মুখর করে তুলবার জন্য নৃত্য, গীত ও অভিনয়েরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। দৈনিক সংবাদপত্র যাঁরা পড়েন এ সম্পর্কে তাঁরা অবশ্যই অবহিত বলে আমি মনে করি। এই মিলনের মধ্য দিয়ে শিশুদের নৈতিকজীবনের একটা বিরাট দিক উন্মোচিত হওয়াই সম্ভব। সাহিত্য হচ্ছে তার পরের ঘটনা। এটা যেমন শিশুদের নিজেদের দিক গেল, তেমনি যে শিল্পী শিশু-সাহিত্য রচনা করবেন, তাঁকেও শিশুদের সঙ্গে সহিতত্ব হবার প্রয়োজন আছে। তাঁদের মনের সঙ্গে যতক্ষণ না শিল্পীর মন এক হতে পারছে, ততক্ষণ সার্থক শিশু-সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। বয়স্কদের মতো শিশুদেরও একটা স্বতন্ত্র জগৎ আছে, সে জগতে যাঁর বিচরণ নেই, তিনি যতবড় শিল্পীই হোন্, তাঁর কানাকড়িও মূল্য নেই সেখানে। শিশুদের কান্নারও যেমন একটি গভীর অর্থ আছে, হাসিরও তেমনি একটি গভীর তাৎপর্য্য আছে। তাদের মনের সঙ্গে মিতালী না

ঘটলে সে তাৎপর্য্য জানা সম্ভব নয়। শিশুদের যিনি যতবড় বন্ধু, শিশু-সাহিত্যের তিনি ততবড় শিল্পী।

প্রসঙ্গতঃ একটা বিষয় উল্লেখ করা বোধ করি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, সব দেশের মতই এদেশেও শিশু-সাহিত্য বলতে আমরা যে সাহিত্যকে আখ্যা দিয়া থাকি, তা প্রকৃত শিশু-সাহিত্য নয়, তা হচ্ছে কিশোর-সাহিত্য। শিশুদের জন্য সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়, সেখানে মৌখিক কাহিনীরই প্রাধান্য। ঠাকুরদাদা ও ঠাকুরমার ঝুলি দেঁটে শেয়ালপণ্ডিত, চাঁদমামা আর বাঙ্গমা-বাঙ্গমীর গল্প শোনাতে শোনাতে শিশুকে যখন বালকের পর্য্যায়ে এনে দাঁড় করান যায়, তখন তার সামনে বড় বড় ছাপার হরপে হয়ত কিছু কিছু রাজ কাহিনী এনে উপস্থিত করা সম্ভব, কিন্তু প্রকৃত সাহিত্য অর্থে যা বোঝায়—কৈশোরত্ব প্রাপ্তির আগে তার সঙ্গে শিশুদের পরিচয় ঘটা আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং শিশু-সাহিত্য না বলে এ-সাহিত্যের সংজ্ঞা নিরূপিত হওয়া উচিৎ ছিল কিশোর-সাহিত্য। কিন্তু যে হেতু কিশোরেরাও শৈশবাবস্থা থেকে মুক্ত নয়, খুব সম্ভব এই কারণেই এই সাহিত্য চিরকাল দেশাচার ভিত্তিতে জনগণগ্রাহ্য হয়ে শিশু-সাহিত্য নামেই চলে আসচে। সুতরাং আলোচনা-সূত্রে শিশু-সাহিত্য বলে উল্লেখ করলেই বোধ করি বক্তব্য সহজ হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে : শিশু-সাহিত্যের স্বরূপ কি হবে? আষাঢ়ে বা ভূতুড়ে গল্প, রোমাঞ্চকর কাহিনী, হিতোপদেশ, নৈতিক কথামালা, মনীষীদের জীবনী, দেশ-বিদেশের চমকপ্রদ গল্প—না নানাপ্রকার নীতিমূলক রচনা সাহিত্য? হিতোপদেশের প্রয়োজন আছে, তাতে সন্দেহ নেই; আজকের শিশু কালকের রাষ্ট্রীয় কর্ণধার। সুতরাং তাদের শিক্ষা-প্রস্তুতির গোড়ার দিকে পাঠ্য-বস্তুকে সুনির্ব্বাচিত করে না দিলে তাদের মানসিক গতি কতকটা ঝড়ের মুখে নাবিকহীন নৌকোর মতো হতে বাধ্য। তাই শিশুকে তার রুচিগত কথা, কাহিনী বা ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দেশ-বিদেশের ইতিহাস, মনীষীদের জীবনচরিত প্রভৃতি সম্পর্কেও আগ্রহশীল করে তুলবার প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে অনুরূপ কোন 'মেথোডিক্যাল ওয়ার্ক' অদ্যাবধি হয়নি। জার্ম্মানীতে এককালে Children's Literary Commitee প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; এই কমিটি শিশুদের উপযোগী গ্রন্থাদি পড়ে তা থেকে শিশুদের জন্য ভাল ভাল বই নির্ব্বাচন করে দিতেন। অবিশ্যি বেশীকাল এ কমিটি টেকেনি। না টিকবার একটি মস্তবড় কারণ হচ্ছে শিশু-চরিত্র অনুধাবন করবার অযোগ্যতা। পরবর্ত্তীকালে সেই অযোগ্যতাকে বল্‌শেভিক্ রুশিয়া অনেকখানি কাটিয়ে উঠ্‌তে পেরেছেন। আমাদের দেশেও যদি অনুরূপ কোনো Children's Literary Committee প্রতিষ্ঠিত হয়ে কাজ আরম্ভ করা যায়, তবে মনে করি বহু আবর্জ্জনা থেকে

আমাদের শিশুদের উদ্ধার করে একটি নির্দিষ্ট পাঠক্রম প্রস্তুত করে দিয়ে তাদের রুচিকে উন্নত করা সম্ভব। আমাদের ছেলেমেয়েদের সামনে যে-সব বই সাধারণতঃ তুলে দেওয়া হয়, তার নব্বই ভাগ হচ্ছে রংচংয়ে মলাটে কতকগুলো অসার্থক এ্যাড্‌ভেঞ্চার আর ডিটেকটিভ। এ্যাড্‌ভেঞ্চার আর ডিটেকটিভ-বইয়েও যে শিক্ষার বস্তু কিছু না থাকে এমন নয়, ভালো ডিটেকটিভ বরং শিশুদের বুদ্ধির প্রাখর্যকে উজ্জ্বল করে তোলে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের এ্যাডভেঞ্চার আর ডিটেকটিভ লিখিয়েদের রচনা যতখানি চিত্তবিনোদনকারী, জ্ঞানের আধার ততখানি নয়। আমাদের ছোটবেলায় আমরা বহুতর শিশু-সাহিত্য থেকে বঞ্চিত ছিলাম, সন্দেহ নেই, কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের গল্প, কথাসরিৎসাগরের কাহিনী প্রভৃতি পড়ে প্রচুর আনন্দ ও জ্ঞানলাভের সুযোগ পেতাম। আজকাল কিশোর-সংস্করণ রামায়ণ মহাভারতের পড়বার রুচি নেই ছোটদের। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করে বলতে বলতে হয়, রুচি নেই নয়, রুচি জন্মাবার আগেই তাদের হাতের সামনে এমন সব বই এনে হাজির করা হয়—যাতে ভারত আত্মা থেকে তাদের মন রুচি-বিপর্যস্ত হয়ে অন্যলোকে ঘুরে বেড়ায়। ফলে যেভাবে শিশু-সংগঠনের বিষয়টি প্রত্যাশিত, তা বহুতর ক্ষেত্রেই ব্যাহত হচ্ছে এবং এই বাধা ভাবীকালের সমাজদেহে গিয়ে আঘাত করছে। শিশু-মনস্তত্ত্বের মূলসূত্রগুলিকে ধরে লেখক এবং অভিভাবক উভয়েরই প্রয়োজন তাই শিশুদের মানসিক গঠনোপযোগী পাঠক্রম তৈরী করে দেবার সে পাঠক্রম লেখার মধ্য দিয়ে আসতে পারে, গানের মধ্য দিয়ে আসতে পারে, হৈ-হুল্লোড় আমোদ-স্ফূর্তি—সব কিছুর মধ্য দিয়ে আসতে পারে। এই পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে George Stanley Hall-এর 'Aspects of Child Life and Education,' W. E. Blatz-এর 'Understanding the Child,' Maria Montessori-র The Secret of Childhood' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি 'গাইড' বা সাহায্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

বাংলা শিশু-সাহিত্যে কলম ধরেননি, এমন বাঙ্গালী লেখক বিরল। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত থেকে সুরু করে বাংলার প্রায় প্রত্যেক লেখকই শিশুদের জন্য নানাধরণের গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রায় প্রত্যেক লেখার মধ্যেই দু'টো ভাগ আছে, একটি আনন্দের আর একটি শিক্ষার। শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ এবং আনন্দের মধ্য দিয়ে যদি শিক্ষা রূপায়িত না হয়, তবে দু'টো দিকই সমান ফাঁক থেকে যায়। সেই ফাঁক ভরাটের জন্য আধুনিককালে বিশেষ ভাবে যাঁরা কলম ধরেছেন—তাঁদের মধ্যে অনিলচন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বীরেন্দ্রলাল ধর, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, স্বপনবুড়ো, মৌমাছি,

দক্ষিণারঞ্জন বসু, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের শিশু-ভারতী তো শিশু-সাহিত্যের Encyclopedia-ই বলা যায়। এতদ্ব্যতীত যেখানে নিছক আনন্দের প্রশ্ন, সেখানে সুকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব, সুনির্মল বসু, শিবরাম চক্রবর্তী, বিভূ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি থেকে সুরু করে এমন লেখক খুব কমই আছেন যিনি লেখনী সঞ্চালন করেননি। এখনও বহুতর বিষয় নানা শিশু-পত্রে ছড়িয়ে আছে যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি।

বাংলার শিশু-সাহিত্য সৃষ্টিতে শিশু-সাহিত্য পত্রিকাগুলির অবদানও যথেষ্ট। যতদূর আমাদের দৃষ্টি যায়, তাতে দেখতে পাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে আমাদের দেশে শিশু-সাহিত্য পত্রিকার প্রচলন সুরু হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের 'বালক বন্ধু' দিয়ে এই পত্রিকা প্রকাশের সূত্রপাত। তারপর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয় প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদনায় 'সখা', ভুবনমোহন রায়ের সম্পাদনায় 'সাথী'। ১৮৯৪ সালের শেষাশেষি 'সখা ও সাথী' সংযুক্তভাবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। তারপর এলো 'মুকুল', মুকুলের পর্যায়ক্রমে সম্পাদনার ভার নিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং হেমচন্দ্র সরকার। তারপর ঠাকুর পরিবার থেকে প্রকাশিত হলো রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'বালক'। নতুন ঢংয়ে নতুন কথা বলার সূত্রপাত ঘটলো শিশু-সাহিত্য জগতে। পরে ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল পুরস্কার পান, তখন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সন্দেশ', পরবর্তীকালে 'আবোল তাবোল'র কবি সুকুমার রায় কিছু কাল এ-কাগজের সম্পাদনা করেন। ধীরে ধীরে শিশু-সাহিত্যের পত্রিকায় বাংলা দেশ ভরে উঠতে লাগলো। বেরোলো বরদাকান্ত মজুমদারের 'শিশু', সুধীরচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় 'মৌচাক', ফণীন্দ্রপালের সম্পাদনায় 'অঞ্জলি', আশুতোষ ধরের সম্পাদনায় 'শিশু-সাথী', তারপরও দেখা দিল তোষিণী, আঙুর, খোকাখুকু, যাদুঘর, পাতাড়ি, বেণু, রাজভোগ, রামধনু, চিত্রা, মাসপয়লা, সাথী, ছায়াসখা, নব আলোক। বেরোল অঙ্কুর, মোহন বেণু, ধ্রুব, কিশোর, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় 'রংমশাল', শৈলেন্দ্র গুহ রায়ের সম্পাদনায় 'কৈশোরিকা', যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় 'কৈশোরক'; তারপর এলো ছেলেখেলা, প্রভাত কিরণ বসুর সম্পাদনায় 'জলছবি' ও পরে 'ভাইবোন', নরেন্দ্র দেবের সম্পাদনায় 'পাঠশালা'। শিশু-সাহিত্য পত্রিকার স্থান ক্রমেই সম্প্রসারিত হতে সুরু হলো। প্রকাশিত হলো কিশলয়, আলো, শিশু-সওগাৎ, ছেলেখেলা, শিখা, কিশোর বাংলা, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'আমার কাগজ'। দেখা দিল আল্পনা, ডাক, খেলাঘর, পথের আলো, সোপান, ইস্পাত, মধুসূদন দেবের সম্পাদনায় 'শুকতারা'। এলো চয়নিকা, আগামী, রবিবার,

ছোটদের মহল, নূতন মানুষ, আদর্শ, কিশোর এসিয়া, সাধনা, সৌরভ, পগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় 'দৈনিক কিশোর'। এর সঙ্গে আছে পুকো-বাষিকী এবং বয়স্কদের সাধারণ দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রে শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ। এই বিভাগের নৈতিক উৎকর্ষের দিকের চাইতে ব্যবসায়িক উৎকর্ষের দিকটি বড় হলেও সংস্কৃতিগত লাভের দিকটিও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। সাহিত্যের আসরের ভোজে সবার জন্যই সমান আসন নির্দ্দিষ্ট রয়েছে। কিন্তু কথা তা নিয়ে নয়, কথা হচ্ছে শিশু-সাহিত্যের উৎকর্ষের দিকটিকে নানা সম্ভারে কি ভাবে বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। শুধু মন ভুলান ভঙ্গী দিয়েই এই উৎকর্ষ লাভ সম্ভব নয়, তার জন্য চাই নতুন নতুন অনুশীলন ও উদ্ভাবনী কর্ম্ম-কুশলতা। আজকের শিল্পী-মাত্রকেই তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে, তেমনি চিন্তা করতে হবে কিভাবে অন্যান্য স্বাধীন দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও শিশু-সাহিত্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে শিশু গ্রন্থাগারও গড়ে তোলা যায়। যিনি এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হবেন তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁকে একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিকে যাচাই করে শিশুদের পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করতে হবে, তেমনি বিভিন্ন কালের শিশুদের পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করে তা থেকে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত ভাল ভাল রচনা উদ্ধার করে সমকালীন শিশুদের পড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমেরিকার Metropolitan Museum-এর শিশু-পাঠাগারে একাজ বহু কাল আগে থেকেই সুরু হয়েছে, অতএব আমাদের দেশেও না হবার কোনো ন্যায়-সঙ্গত কারণ নেই। কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'শিশু-উৎসব' সাম্প্রতিককালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শিশুদের মেধা ও মনন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষনীয় বিষয়কে তাদের চোখের সামনে তুলে ধরবার একটা জাতীয় কর্ত্তব্য যে ক্রমেই আমাদের দেশে জাগ্রত হয়ে উঠছে, আলোচ্য 'শিশু-উৎসব' তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এমনি করে যদি আমরা এগিয়ে যেতে পারি, তবে অদূর ভবিষ্যতে এদেশ থেকে শুধু নিরক্ষরতাই দূর হবে না, সঙ্গে সঙ্গে এমন এক নবীন প্রাণচেতনার উদ্বোধন হবে যার স্পর্শে স্বর্ণময়ী বঙ্গভূমি বিশ্বের সম্মুখে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে।

আপনারা আমার সাদর অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

জয় হিন্দ্

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

বিজ্ঞপ্তি

যে সমস্ত প্রকাশকগণ আমাদের 'পুস্তক নির্বাচন' সংসদকে পুস্তক এবং পুস্তক তালিকা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্থানাভাবে এবং কিছুটা সময়াভাবে নির্বাচিত পুস্তক তালিকা এই সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারিনি ; আশা করছি আগামী সংখ্যায় পুস্তক তালিকা প্রকাশ করতে সক্ষম হবো।

রামরঞ্জন ভট্টাচার্য
অধ্যক্ষ
পুস্তক নির্বাচন সংসদ

নারায়ণ চন্দ্র প্রণীত

সাধারণ মনোবিজ্ঞান
ও
শিশু মনোবিজ্ঞানের
অভিনব বই।

মানুষের রহস্য

বিজ্ঞান সাহিত্যের
রসোত্তীর্ণ সমন্বয়
মূল্য পাঁচ টাকা

লিও তলস্তয়ের বিখ্যাত উপন্যাস
হাজি মুরাদ
অনুবাদ—প্রফুল্ল চক্রবর্তী
মূল্য ৩৷৷০

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
চক্র ও চক্রান্ত
কশ-বিপ্লবের পট ভূমিকায় স্তালিন ও ট্রটস্কীর সংঘর্ষ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ গুপ্ত-চরের ষড়যন্ত্র। নভেলের চেয়ে সুখপ্রিয় থ্রিলারের চেয়ে থ্রিলিং মূল্য—৩৸০

তমলরঞ্জন রায়ের
শ্রীমা সারদামণি
ভক্তি উচ্ছ্বসিত রচনা, মনোরম প্রচ্ছদ
মূল্য তিন টাকা মাত্র।

নিরুপমা দত্তের
মহাযুদ্ধে সিঙ্গাপুরের কাহিনী
সিঙ্গাপুরে জাপানী অত্যাচারের জলন্ত কাহিনী। মূল্য ২৲

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন

কলিকাতা পুস্তকালয় লিঃ ৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট. কলিকাতা-১২

নতুন বাংলা বই

দুইনারী : কানাইলাল মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস ২৲

আজকার মধ্যবিত্ত সমাজের ভাঙনের ছবি। একটি হিন্দু ও একটি মুসলমান নারীর জীবনের মধ্য দিয়ে ভাগ্যের বিচিত্র রূপায়ণ।

সিদ্ধার্থ : হেরমান্ হেস্। উপন্যাস। ৩৲

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী চিন্তাশীল লেখক বলে হেস্ আজ বিশ্ববিশ্রুত 'সিদ্ধার্থ' সম্পূর্ণ ভারতীয় উপাদান থেকে রচিত ভারতীয় জীবন-দর্শনের আলেখ্য। কল্পনার যাদুতে লেখক গৌতম বুদ্ধের যুগকে এঁকেছেন অপূর্ব মহিমায়।

পড়বার ও পড়াবার চমৎকার দুইটি বই

—প্রকাশক—

কে, এল, মুখোপাধ্যায়

৬।১ক বাহারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২

: পরিবেশক :

এম্ সি. সরকার অ্যাণ্ড সনস্ লিমিটেড্ কলিকাতা-১২

ভা ল ভা ল ব ই

চেখভ	মোপাসা	অমরেন্দ্র ঘোষ
পরকীয়া ২৲	**দুই ভাই ৩৲**	**মন্থন ৩৲**
অনুঃ প্রফুল্ল চক্রবর্তী	অনুঃ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোঃ	
পি. জি. ওডহাউস	অসকার ওয়াইলড	ইভান তুর্গেনিভ
থ্যাঙ্ক ইউ জীভস ৪৲	**ডোরিয়ান গ্রের ছবি ৪৷৷০**	**বনেদী ঘর ৩৷০**
অনুঃ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোঃ	অনুঃ ভবাণী মুখোঃ	অশোক গুহ
পার্ল বাক্	গর্কি	লাও চাও
মাদার ৩৲	**অভাগা ৩৲**	**খুদে খাটালের গলি ৪৲**
অনুঃ হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত	অনুঃ সত্য গুপ্ত	অনুঃ অশোক গুহ

নবভারতী : ৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট : কলিকাতা—১২

আন্দ্রে জিদ্—১৯৪৭ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফরাসী লেখক, সর্ব-প্রথম বাংলা অনুবাদ, **অন্তরতম**, (Straight is the Gate)। অনুবাদ—অশোক গুহ

মানব জীবনে প্রেম এক দুর্লভ সম্পদ। তারই অপূর্ব্ব ভাষ্য করেছেন জিদ্ এক বিশেষ দৃষ্টি কোণ থেকে। প্রেমের পথ তো জটিল, গোলকধাঁধা। যে অন্তরে আছেন ভগবান, সেখানে আছে নরনারীর প্রেম। কিন্তু সে পথ তো তরুণ-তরুণীর কাছে আরও জটিল হয়ে উঠলো—এনে দিল বিয়োগান্ত ব্যথা। অন্তরের উপলব্ধি দিয়ে অন্তরতম মিললো। তারই রস মধুর, অশ্রুসজল আবার চির-দীপ্ত উপন্যাস—নীতিকাব্য। আপনার গ্রন্থাগারে অতি অবশ্য বইটির প্রয়োজন আছে। দাম—৩।০

তখন ও এখন—শ্রীশিশির সেন লিখিত। দাম ২৷৷০। এই গ্রন্থে সংকলিত প্রায় প্রত্যেকটী গল্পেই রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি সমযোচিত সমস্যাবলী লইয়া গুরুগম্ভীর আলোচনা করা হইয়াছে। সেই কারণে গল্পগুলি পড়িবার সময় ভীষণ ভাবিত হইয়া উঠিতে হয়, মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়া উঠে, তর্কের প্রসঙ্গে গল্পের শেষ পর্য্যন্ত হারাইয়া যায়। আধুনিক বাংলা গল্পের মধ্যে শিক্ষণীয় কিছু থাকে না বলিয়া যাঁহারা নাসিকা কুঞ্চন করেন তাঁহাদের আমরা এই বইখানি পড়িয়া দেখিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই। অবশ্য লেখকের সঙ্গে পাঠকের দ্বিমত ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু পাঠকের মুখ চাহিয়া তো আর কোন সৎ-সাহিত্যিক লেখনী চালনা করিতে পারে না। লেখকের সৎবুদ্ধি প্রণোদিত প্রত্যেকটি গল্পে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ মিলিবে। বিনা দ্বিধায় বইটি ছোটবড় সকলের হাতে তুলিয়া দেওয়া চলে: —**সত্যযুগ**

আপনার গ্রন্থাগারে পুস্তকটি আছে কি?

আনন্দ পাবলিশার্স: ১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—আধুনিক উর্দু, হিন্দী, মৈথিলী, অসমীয়া, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, কানাড়ী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, কাশ্মীরী, গুজরাতী, মারাঠী, ভারতীয়-ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের ভূমিকা ও পূর্ব্বপাকিস্তানের নতুন সাহিত্য সম্পর্কে মূল ও অনূদিত উদ্ধৃতি সহযোগে মনোজ্ঞ আলোচনা।

The book has broken new ground and thrown open a new and fruitful source of study.....We have nothing but the most unqualified praise for the very interesting and stimulating interpretation of the literary works in the regional languages of India offered to us by the author in his highly original and suggestive work. —Dr. SRIKUMAR BANERJEE

.....লেখার গুণে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে বেশ এক পরিচ্ছন্ন ধারণা করা যায়। বইটি বাংলাদেশে সমাদর লাভ করবে বলে আশা করি। —**স্বাধীনতা**।

সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই। সচিত্র। ডিমাই আড়াই শো পৃষ্ঠা। দাম—ছয় টাকা

প্রকাশক :—**দীপায়ণ** ২০, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

পরিবেশক :—**নব-ভারতী** ৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সিমেন্ট—এফ্. গ্লাডকভ্। অনুবাদ—অশোক গুহ। শুধু ডিজেল ইঞ্জিনের প্রশস্তি নহে—এখানে আছে রক্ত মাংসের মানুষের পরিচয়। দাম—আড়াই টাকা।

আমার প্রথম প্রেম—**তুর্গেনিভ**। অনুবাদ—প্রদ্যোৎ গুহ। মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস। দাম—দুই টাকা।

মোহনলাল—(ঐতিহাসিক নাটক) **অধ্যাপক শিতাংশু মৈত্র**। বাংলার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌল্লার একান্ত বিশ্বাসভাজন দেশভক্ত মোহনলালের চরিত্র অবলম্বনে একমাত্র নাটক। দাম—দেড় টাকা।

ফোমা—(Foma Gaurdief) (বয়স্থ)—**ম্যাক্সিম গোর্কি**—দাম ৪।০ টাকা

জীবন গোধূলি-(দি ডেথ অব ইভান ইলিচ) **লিও তলস্তয়**—অনুবাদ প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

প্রদীপ পাবলিশার্স ৩।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি:—১২

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য যুগোপযোগী বই

শরৎচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত রচনাবলী

১। শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) ২। পল্লীসমাজ ৩। বৈকুণ্ঠের উইল ও মেজদিদি ৪। পণ্ডিতমশাই প্রত্যেকটি ১৷৷০ ৫। ছোটদের পথের দাবী ২৲।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থাবলী (১৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ) প্রত্যেকটি ১।০

সনৎকুমার ভট্টাচার্য্যের অস্কারওয়াইল্ডের শ্রেষ্ঠ গল্প ১৲

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

খাবলা—১৷৷০ (কিঃ সং) (যে কাহিনী দেশ-বিদেশের নরনারীর চিত্ত জয় করেছে) ছোটদের রামায়ণ ২৲ গল্পের চেয়েও অদ্ভুত ১৲ আরব্য উপন্যাসের গল্প (২য় সং) ২৷৷০ ফরাসী লেখক জুলে ভার্ণের অদ্ভুত এডভেঞ্চারের গল্পের ছাঁদে অনুবাদ প্রত্যেকটী ১৲ ১। সাগরের অতল তলে ২। চাঁদেরদেশে ৩। বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ ৪। ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ।

জীবন চরিতমালা—ঝকঝকে ঝকঝকে বড় বড় অক্ষরে ছাপা—প্রত্যেকটি ৷৷০ রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদামণি, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, যতীন্দ্রনাথ, সূর্য্য সেন, সুভাষচন্দ্র, অরবিন্দ, বিদ্যাসাগর, চিত্তরঞ্জন।

স্বপন বুড়োর হাসির গল্প ১৷৷০

কৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ডিকেন্সের গল্প (ছোটদের) ১৷৷০

এগ এন্ড দে য়্যাণ্ড কোং

১৫।১, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—১২

সাধারণ পাবলিশার্সের ১২ খানি বইয়ের দাম মাত্র ২০৲ টাকা

(লাইব্রেরী কমিশন দেওয়া হয়)

বাংলা সাহিত্যের যে একখানি উপন্যাস ইতিমধ্যে চারটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে :

রঙরুট (৩য় সং) বরেন বসু ৪৲

অনূদিত হয়েছে **চেকোশ্লোভাক্ হাঙ্গেরিয়ান, ইংরেজী, হিন্দী,** আরও অনুবাদ হচ্ছে **জার্ম্মান ও ফরাসীতে।**

রাজনৈতিক বন্দীদের পুলিসে ধরে নিয়ে যায়! তারপর কি করে?

মহানায়ক—বরেন বসু ৩৲

ভিয়েৎনাম নিয়ে সারা দুনিয়ায় হৈচৈ! তারই ইতিহাস—উপন্যাসের চেয়েও চাঞ্চল্যকর!

ভংগী ভিয়েৎনাম (২য় সং) বরেন বসু ১৲

রঙরুট উপন্যাসের নাট্যরূপ :

নতুন ফৌজ—বরেন বসু ১৷৷০

রঙরুট মানুষের যুদ্ধের কথা নয় থেকে বলতে পারে মানে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

হ্যাম ওয়াহেদী হুঁ্যায় (আমরা বর্ব্বর)

উর্দু সাহিত্যিক **কৃষণ চন্দর** এর চেয়ে ভাল আর কোন আখ্যা দিতে পারেন নি সেই দেশের মানুষকে, যারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করে। অনুবাদক : **মাহমুদ আহমদ**

শরৎচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্যে মেয়েদের সম্বন্ধে এমন দরদভরা লেখা আর হয় নি।

বাঁদী—গোলাম কুদ্দুস ৩৲

যুদ্ধোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্য :

বিদীর্ণ—গোলাম কুদ্দুস ১৷৷০

ইলা মিত্র— ঐ ৸০

(বাংলা কাব্য সাহিত্য বিক্রয়ের দিক থেকে নতুন রেকর্ড ৪ মাসে দুটী সংস্করণ শেষ!

নতুন একখানি উপন্যাস

মরিয়ম—গোলাম কুদ্দুস ৩৷৷০

পূর্ববাংলার বেদেনী মানুষের জীবন সংগ্রামের তীব্র আন্দোলনের পটভূমিকা!

নানান রকম মানুষের নানান ধরণের গল্প

আগন্তুক—মনী ভৌমিক ২৲

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেরা গল্প :

আজ কাল পরশুর গল্প ২৲

চীনের মুক্তি ফৌজের দৈনিক জীবন :

উইলোগড়ের কাহিনী ১৷০

অনুবাদক : হরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

সাধারণ পাবলিশার্স

গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী

১। গ্রন্থাগার ত্রৈমাসিক পত্র।

২। গ্রন্থাগারের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাকে ৩৲ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ টাকা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্যগণ বর্তমানে পত্রিকা বিনামূল্যে পাইতেছেন।

৩। সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক ও পত্রিকার জন্য সংবাদ ও প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ডাক টিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে ফেরত দেওয়া হয়।

৪। পত্রে ও অর্ডার কুপনে সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, অন্যথা সকল সময় উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে না।

৫। পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ পত্রিকা কার্যালয়ে শনিবার, রবিবার ও ছুটীর দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন সন্ধ্যা ৬॥০টা হইতে ৮॥০টার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে। শনিবার অপরাহ্ণে ৩॥০টা হইতে ৫॥০টা পর্যন্ত কার্যালয় খোলা থাকে।

৬। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার নিম্নলিখিত রূপ :—

দাতা (আজীবন)	....	১০০৲ একশত টাকা।
আজীবন সভ্য	...	২৫৲ পঁচিশ টাকা।
ব্যক্তিগত সভ্য	....	বার্ষিক ২৲ দুই টাকা।
প্রতিষ্ঠান সভ্য	...	,, ৩৲ তিন টাকা।

৭। গ্রন্থাগারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার :—

সাধারণ এক পৃষ্ঠা	৩০৲	ত্রিশ টাকা। প্রতিবারে
ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	১৬৲	ষোল টাকা। ,,
ঐ সিকি পৃষ্ঠা	১০৲	দশ টাকা ,,
মলাটের পশ্চাৎভাগের পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০৲	পঞ্চাশ টাকা ,,
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬৲	ছাব্বিশ টাকা ,,
,, ,, সিকি পৃষ্ঠা	১৪৲	চৌদ্দ টাকা ,,
পশ্চাতের মলাটের ভিতর পৃষ্ঠা (পূর্ণ)	৪০৲	চল্লিশ টাকা ,,
,, ,, ,, ,, (অর্ধ)	২২৲	বাইশ টাকা ,,
,, ,, ,, ,, (সিকি)	১২৲	বার টাকা ,,

৮। গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা—১২ (Central Library, The University, Calcutta—12) ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

গ্রন্থাগার কার্যালয়, ২৯।১, হরিমোহন সেন, কলিকাতা-১৪।

সম্পাদক "গ্রন্থাগার"

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

প্রকাশিত পুস্তকাবলী

- **গ্রন্থকারনামা**—প্রমীলচন্দ্র বসু প্রণীত—মূল্য ২৲
  বাংলা পুস্তক বর্গীকরণে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে অপরিহার্য ও সর্বদা ব্যবহার্য নির্দেশিকা।
  —বাংলা ভাষায় একমাত্র গ্রন্থ।
- **লাইব্রেরী সংরক্ষণ**—অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত—মূল্য ১৲
  গ্রন্থাগার ও মিউজিয়াম ইত্যাদি সংরক্ষণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা।
- **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা, বিশেষ সংখ্যা**—মূল্য ।৹
- **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা ১৯৫০**—মূল্য ১৲
- **বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েসন্ বুলেটিন্ (ইংরেজী)**
  প্রথম খণ্ড ১৯৩৭—মূল্য ৪৲ দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩৮—মূল্য ২৲ তৃতীয় খণ্ড ১৯৩৯ মূল্য ৪৲ চতুর্থ খণ্ড ১৯৪০—মূল্য ৪৲ পঞ্চম খণ্ড ১৯৪১-৪৬—(নিঃশেষিত) ষষ্ঠ খণ্ড ১৯৪৭—মূল্য ৩৲ সপ্তম খণ্ড ১৯৪৮—মূল্য ৩৲ অষ্টম খণ্ড ১৯৪৯—মূল্য ২৲ নবম খণ্ড ১৯৫০—মূল্য ২৲ বুলেটিনের সম্পূর্ণ বাঁধানো সেট এখনো অল্প সংখ্যক পাওয়া যায়—মূল্য ২৬৲।
- **বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী ১৯৪২**—মূল্য ২৲
  ডাইরেক্টরীর পরিবর্ধিত ও সংশোধিত নূতন সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।
- **গ্রন্থাগার**—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র
  বৎসরে চারিটী সংখ্যা প্রকাশিত হয়।
  বার্ষিক চাঁদা ৩৲ প্রতি সংখ্যা ১৲
- **গ্রন্থাগার**—মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রণীত।
- **দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার**—মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রণীত।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কার্যালয়,

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

অথবা

২৯।১, হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৬।৩, বসন্তেওপাড়া রোড, কলিকাতা-২৬ হইতে মুদ্রিত।